শ্রীব্রহ্মসংহিতা
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শতাধ্যায়ী-

শ্রীব্রহ্মসংহিতা

পঞ্চমাধ্যায়ঃ

কলিযুগপাবন-স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতারি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়তৃতীয়াধস্তন-
পুরুষরাজেন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনবিভাজন-
শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসনানুসরণ-নিপুণগণগরিষ্ঠেন
শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়সংরক্ষকবর্য্যেণ

শ্রীমতা জীবগোস্বামিপাদেন কৃতয়া টীকয়া

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়াষ্টামাধস্তনপুরুষবর্য্যেণ
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ লিখিতৈঃ পাঠকাকর্ষানুবাদ-তাৎপর্য্যেঃ
শ্রীচৈতন্যমঠস্য তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠানাং প্রতিষ্ঠাতৃবরেণ প্রভুপাদেন
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়নবমাধস্তনান্বয়াচার্য্যভাস্করেণ

শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিঠক্কুরেণ
লিখিতয়া আকৃস্যোপলব্ধ্যাখ্য-ভূমিকয়া

বঙ্গভাষাপ্রতিশব্দসমন্বিতেন প্রকাশককৃতান্বয়েন চ সহ

শ্রীচৈতন্যমঠস্য তথা তচ্ছাখানাং শ্রীগৌড়ীয়মঠানামাচার্যবরেণ
শ্রীমতা ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজেন সম্পাদিতঃ।

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তচ্ছাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের বর্তমান আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ-অনুকম্পিত
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ (সাধারণ সম্পাদক) কর্তৃক প্রকাশিত

দশম-সংস্করণ
অক্ষয় তৃতীয়া, চন্দন যাত্রা বাসর
১৯ মধুসূদন ৫৩১ শ্রীগৌরাব্দ
১৬ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৩০ এপ্রিল ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান

গ্রন্থবিভাগঃ
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ—শ্রীমায়াপুর
জেলাঃ নদীয়া, পঃ বঃ। পিনঃ ৭৪১৩১৩
ফোনঃ- (০৩৪৭২) ২৪৫২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঃ
৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা-২৬
ফোন ঃ- (০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভিক্ষা — ৩০ টাকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো জয়তি

পাঠকাকর্ষণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যলীলায় নবম-পরিচ্ছেদে এইরূপ লেখা আছে—

সেই দিন চলি' আইলা পয়স্বিনী-তীরে।
স্নান করি' গেলা আদিকেশব-মন্দিরে।।
মহাভক্তগণসহ তাহাঁ গোষ্ঠী কৈল।
'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়'-পুঁথি তাহাঁ পাইল।।
পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্পাশ্রু-পুলক-স্বেদ-স্তম্ভ-বিকার।।
সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র-সম।
গোবিন্দমহিমা-তত্ত্ব পরম কারণ।।
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার।।
বহু যত্নে সেই পুঁথি লইলা লিখিয়া।
'অনন্ত-পদ্মনাভ' আইল হরষিত হঞা।।

আমার ইহা অপেক্ষা আর বক্তব্য নাই। আমি এইমাত্র বলি, যদি অতি প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে এই শাস্ত্র গণিত হয়, তবে ইহা অতিশয় অপূর্ব কৃষ্ণভক্তির প্রমাণ-স্থল। যদি কেহ বলেন যে, এ প্রদেশে এ শাস্ত্র নাই, সুতরাং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুই ইঁহার রচয়িতা। ইহা যদি স্থির হয়, তবে আর অধিক সুখের বিষয় কি? কেননা শ্রীমহাপ্রভুর রচিত কোন সিদ্ধান্তগ্রন্থ পাইলে বৈষ্ণবজগতে আর সংশয় মাত্র থাকে না। যেরূপেই বিবেচনা করুন, এই ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থ ভক্তমাত্রেরই পূজনীয়।

—শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আকৃষ্টের উপলব্ধি

শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক আহৃত শ্রীব্রহ্মসংহিতার প্রচার আর্যাবর্তে ছিল না,— ইহাই প্রকাশ। আর্যাবর্তে নৈমিষ-সাহিত্য সাত্বত-সংহিতারই প্রচার ছিল। 'ব্রহ্ম'-শব্দে বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য বাস্তব বস্তুকে বুঝায়। সেই বেদপ্রতিপাদ্য বাস্তব বস্তুই পুরুষোত্তম। যে-স্থলে অপৌরুষেয় শব্দ পুরুষোত্তমকে লক্ষ্য না করিয়া প্রাকৃত-নিরাসকল্পে ব্যবহৃত হয়, সে-স্থলে তাদৃশী উপলব্ধি তাটস্থ্য-ধর্মে অবস্থিতা।

শ্রীচতুর্মুখ-ব্রহ্মা অপৌরুষেয় সংহিতাসমূহ হইতে অনাত্ম-বিচার পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম ভগবদ্‌বস্তুর যে ভক্তি-কথা হৃদয়ে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই সংহিতাকারে অধ্যায়-শতকে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই পঞ্চম অধ্যায় জীবের পরম-উপযোগী বলিয়া গৌড়ীয়ের পরমারাধ্য হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতের মূল-চতুঃশ্লোকীতেই ভগবদনুগ্রহক্রমে বাস্তব-সত্যের প্রকাশ হইয়াছে।

পুরুষোত্তম-বস্তু প্রাকৃত ইতর-পুরুষের সমপর্য্যায়ে গণিত হন না। উভয়ের প্রভেদ এই যে, প্রকৃতির পরমেশ্বর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, আর প্রকৃতির পরমারাধ্য জীব এবং তাহার কেবল প্রাকৃত-পরিচয়ের সহিত ভগবদ্দর্শন-বিষয়ে অপৌরুষেয়-শব্দ ব্যবহৃত। সাত্বত-সংহিতার আদি শ্লোকে * যে শ্রীধামের উল্লেখ আছে, তাহা প্রাকৃত ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট নহে। 'ধাম'-শব্দের অর্থ—আশ্রয় ও আলোক।

---

* সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের আদি শ্লোক—

জন্মাদ্যস্য যতোন্বয়াদিরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।

আলোকরহিত দর্শন সম্ভব নহে। দর্শনের উপাস্য দৃশ্য আলোকাধারে পুরুষাকারে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির অন্তর্গত পুরুষ-পরিচয়ে যে নশ্বর আপেক্ষিক সম্বন্ধ দেখা যায়, তদতীত সম্বন্ধে অপ্রাকৃত-ব্যোমে আলোকেরও অধিষ্ঠানের নৈরন্তর্য্য অবস্থিত।

নির্বিশিষ্ট বিচারে আলোকের যে দ্রষ্টৃদৃশ্য-ভাব একীভূত, উহা প্রাকৃতরাজ্যের অসম্পূর্ণ, অনুপাদেয় পরিমিতির উপর অধিষ্ঠিত। মায়াশক্তি, তাহার ঈশ্বর অমিতশক্তি মহেশ্বরের (বিষ্ণুর) বৈকুণ্ঠত্ব খর্ব করিতে সমর্থা নহেন। এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়-বর্ণিত বিষয়ে নির্বিশিষ্ট জাগতিক বিচার নিরস্ত হইয়াছে।

জাগতিক বিচারে যে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-বর্ণনে অশ্লীলতা-দোষের আরোপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাদৃশ বিচার নিরসন-কল্পে ব্রহ্মসংহিতারই উদ্দিষ্ট তাৎপর্য্য গ্রহণীয়। এই গ্রন্থ যে সকল অশ্লীল উপকরণে অশ্লীলজনের চিত্তের উল্লাস-বিধানার্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, এরূপ নহে; পরন্তু অশ্লীলভাবে বিকারযোগ্য দুর্বলগণের বল-লাভের জন্যই উদ্দিষ্ট জানিতে হইবে।

ভগবদ্বস্তুর বাস্তব দর্শন এবং অবাস্তব-দর্শনে অপর চারি প্রকার বিচার সম্পৃক্ত হওয়ায় ভগবদ্বস্তু কিরূপ অবৈধভাবে দৃষ্ট হইয়া পঞ্চোপাসনা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্য পরিশিষ্টে যে পাঁচটি শ্লোক এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট, তাহা পাঠ করিলে সুদর্শন-কৃপায় নিত্য অভিজ্ঞতা-লাভ ঘটিবে। তখন আর শ্রীধামের বিরোধী হইয়া নির্বিশিষ্টবাদ প্রচার করিতে হইবে না।

দেবীধাম ও মহেশধামের অতীত নিরস্তকুহক স্বধাম পরব্যোমের বৈশিষ্ট্য সৌভাগ্যক্রমেই উদিত হয়। পরাৎপর সদানন্দ-বিচারে কোন আপেক্ষিক কৈতব আশ্রয় না করায়, উহা প্রকৃতির অতীত ব্যাপার। তদ্বিষয়ক বর্ণন অপৌরুষেয় সংহিতা-নামে কথিত। অভিধেয়-সাধন-ভক্তিপ্রভাবে মলিনচিত্ত জনগণের জড়-ভোগ হইতে মুক্তির সম্ভাবনা আছে। জড়ে প্রবৃত্ত ভোগী ভক্তি আশ্রয় করিতে অসমর্থ। তাহাদের কর্মালানে প্রপীড়িত হইবার যোগ্যতা বর্তমান। কামদেবের গান ব্যতীত জীবের ভোগবাসনোত্থ কাম নিরস্ত হইতে পারে না। কিন্তু ইতরকামের সহিত কামদেবকে সমপর্যায়ে গণনা করিলে হিতে বিপরীত হইবে। যে-কালে

আমরা শ্রীচতুর্মুখ ব্রহ্মার অনুবর্তী হইয়া ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিব এবং আমাদের কৃষ্ণস্তুতিগান-ফলে ভগবানের প্রীতিভাজন হইতে পারিব, তৎকালে আমাদের 'ব্রহ্মসংহিতা'-পাঠের সাফল্য লাভ ঘটিবে।

তৎকালে আমরা জানিতে পারিব যে, ঐশ্বর্য্যপ্রধান বাস্তব-পুরুষোত্তমের সেবার পরমোচ্চ-স্থানে মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দ-গৌরতনু অবস্থিত। সেই গোলোকের নিম্নার্দ্ধে সার্ধদ্বিবিধ রস অবস্থিত। তন্নিম্নে মহেশধাম এবং তন্নিম্নে প্রাকৃত চতুর্দশভুবনাত্মক দেবীধাম অবস্থিত। দেবীধামবাসী ব্রহ্মাণ্ডের পথিকগণের কামনা মহেশধামে অপসারিত হইয়াছে। মহেশধামের নিষ্কাম-ধারণা সেবা-শতমুখীদ্বারা সর্বদা নীরাজিত। সেই শতমুখী ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম-পুরুষার্থ-বর্ণনে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমামৃত-সীমা বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই অমৃত-সংগ্রহকারী শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে উহা বিতরণ করিয়া মহাবদান্যতা-গুণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদানলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
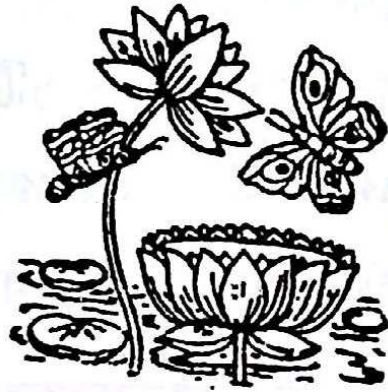
সম্পাদকের নিবেদন

সৃষ্টির আধিকারিক দেব আদি কবি ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে আবির্ভূত হইয়া সর্বদিক্ অন্ধকার-দর্শনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীভগবানের প্রথম-কৃপারূপে 'তপ' এই শব্দ শ্রবণ করিয়া তপস্যা* করিতে থাকেন। তপস্যার সিদ্ধিতে পূর্ণ-ভগবৎ-কৃপায় ব্রহ্মার হৃদয়ে সচ্চিদানন্দ ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ পায়; তজ্জন্যই সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণাত্মক শ্লোকটীতে দেখিতে পাই—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"। ভগবৎকৃপায় ব্রহ্মার সর্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ও ভগবৎস্তুতি-প্রসঙ্গেই ব্রহ্মসংহিতার আবির্ভাব। এই গ্রন্থরাজের একশত অধ্যায়; তন্মধ্যে এই পঞ্চম অধ্যায়টী 'ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহে মূলসূত্রাখ্য' অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের মূল, এই অধ্যায়ে বিদ্যমান। ঔদার্য্য-লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে নানামতবাদ-গ্রাহ্কবলিত জনগণকে উদ্ধার-কালে কেরল দেশের রাজধানী ত্রিবান্দ্রামে অনন্তপদ্মনাভ-দর্শনে যাইবার পথে পুণ্যতোয়া পয়স্বিনী নদীর তীরে 'আদিকেশব'-মন্দিরে ভক্তগণকে ব্রহ্মসংহিতার এই অধ্যায়টী পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হ'ন এবং গ্রন্থখানির একটী অনুলিপি লেখাইয়া সঙ্গে আনয়ন করেন। এই পঞ্চম অধ্যায়টীই এক্ষণে 'ব্রহ্মসংহিতা'-নামে খ্যাত। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'পাঠকাকর্ষণে' আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

---

* ব্রহ্মসংহিতায় দেখিতে পাই, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দৈববাণীতে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সেই মন্ত্রজপরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎফলে বেণুধ্বনিরূপে কামগায়ত্রী লাভ করতঃ দ্বিজত্বসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া বেদসার বাক্যসমূহ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন।

"সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র-সম।
গোবিন্দমহিমা-তত্ত্ব পরম কারণ।।
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণব-শাস্ত্রমধ্যে অতি সার।।"

এই সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে আর একখানি লীলাগ্রন্থ আনিয়াছিলেন; তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'। সেই গ্রন্থমণি শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, টীকার পদ্যানুবাদ প্রভৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপ্রভু দক্ষিণভারত হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' লইয়া পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে,—রথযাত্রা-উপলক্ষে উত্তরভারতের বিভিন্নপ্রদেশ হইতে আগত ভক্তবৃন্দ এই গ্রন্থদ্বয় পরম আগ্রহে লিখিয়া লইয়া যান; তাহাতেই গ্রন্থদ্বয়ের উত্তর ভারতে প্রচার হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"প্রত্যেক বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল।।"

সিদ্ধান্তশাস্ত্র ব্রহ্মসংহিতার টীকা লিখিয়াছেন আমাদের সিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ। টীকাটীর নাম দিগ্‌দর্শিনী। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপ গোস্বামীর অনুজ শ্রীঅনুপমের (বল্লভ মল্লিকের) তনয়রূপে শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছিল মালদহ জেলার অন্তর্গত রামকেলিতে আনুমানিক ১৪২৯ শকাব্দায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন প্রদানের জন্য রামকেলিতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন তখন শ্রীজীব শৈশবে তাঁহার দর্শন ও পাদসম্বাহনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন। পৌগণ্ডেই ব্যাকরণাদি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া গৃহত্যাগপূর্বক নবদ্বীপ-পদ্মের কর্ণিকার-স্বরূপ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরহরির আবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরণে উপস্থিত হ'ন এবং তাঁহার কৃপায় তাঁহার সঙ্গে ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল-দর্শন এবং প্রভুর শ্রীমুখে বিভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য-শ্রবণের সৌভাগ্য পান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই প্রসঙ্গ 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য'-নামক গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। এই গ্রন্থটী শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীজীবকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রয়ে প্রেরণ করেন। শ্রীজীব পথিমধ্যে কাশীতে শ্রীমধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতির নিকটে ন্যায়-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর শিষ্যত্ব অঙ্গীকারপূর্বক তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়নাদি কার্যের সহায়তা করেন এবং নিজেও শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ, ষট্সন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী, ক্রমসন্দর্ভ (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), গোপালচম্পূ, মাধবমহোৎসব, লঘুবৈষ্ণবতোষিণী (দশমস্কন্ধ-টীকা), শ্রীব্রহ্মসংহিতার দিগ্‌দর্শিনীটীকা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকটের পরে তিনিই গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের একচ্ছত্র গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাঁহাকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু বঙ্গ, আসাম ও ওড়িষ্যায় সুললিত কীর্তনের মাধ্যমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনীতেই আমরা পাই যে, কর্ণাটদেশের দ্বাদশ শক-শতাব্দীর ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণরাজ সর্বজ্ঞের বংশপরম্পরায় তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্রহ্মসংহিতার এই তৃতীয়-সংস্করণ-প্রকাশকালে আমরা শ্রীল জীব গোস্বামি-পাদের টীকাটি বিভিন্ন সংস্করণের গ্রন্থত্রয়ে মিলাইয়া যে সকল অংশে অমিল আছে, তন্মধ্যে যে গ্রন্থের যে অংশটী অর্থসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। টীকার আলোকেই অন্বয় করা হইয়াছে। টীকায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকসমূহের স্কন্ধ-সংখ্যার মাত্র উল্লেখ আছে। আমরা তদ্ব্যতীত প্রতি শ্লোকের অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যাও সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহাতে পাঠকগণ সহজেই মূল গ্রন্থের অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহের অনুশীলন করিতে পারিবেন।

অনেক সংস্করণে মূলশ্লোকের অনেক স্থানে পাঠ ভুল আছে; তাহা টীকা এবং তাৎপর্য্যানুযায়ী সংশোধন করা হইয়াছে। এই সকল কার্যে প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কঠোর-পরিশ্রম-সহকারে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বর্তমানে প্রবাহিতা শুদ্ধভক্তিপ্রচারধারার ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থমণির অনুবাদ করিয়াছেন এবং 'প্রকাশিনী বৃত্তি'-নামে খ্যাত তাৎপর্য লিখিয়াছেন। এই আচার্য্যতপন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহলোকে প্রকট থাকিয়া শ্রীশ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-ধাম শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, জৈবধর্ম, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, ভাগবতার্কমরীচিমালা, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ভজনরহস্য, দত্তকৌস্তুভ, Mahaprabhu: His life & Precepts প্রমুখ প্রায় এক শত গ্রন্থ বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় প্রণয়ন করিয়া শুদ্ধাভক্তির আলোক সর্বত্র বিকিরণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা অতীব প্রাঞ্জল, কিন্তু সিদ্ধান্তসকল ব্যক্ত করিয়া ব্রহ্মসংহিতার যে তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন, তাহা সিদ্ধান্তানুযায়ী অতীব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইয়াছে। তবে শ্রদ্ধালু পাঠকগণ সিদ্ধান্তবিৎ বৈষ্ণবের সহিত তাহা অনুশীলন করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ৩৭নং শ্লোকের 'নিজরূপতয়া'-পদটী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি সুবিস্তৃত আলোচনায় শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের পরকীয়-সিদ্ধান্ত ও শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের স্বকীয় সিদ্ধান্তের অতি সুন্দর সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-জীবাদি গোস্বামিপাদগণের প্রকাশিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার লুপ্ত-গৌরব-পুনরুদ্ধার কর্ত্তা এবং শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ ও বিভিন্নপ্রদেশে তৎ-শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের স্থাপনপূর্বক নানাবিধ অভিনব উপায় উদ্ভাবনদ্বারা বিশ্বের সর্বত্র শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রচাররূপ শ্রীগৌরকাম-প্রচারকারী প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থরাজের যে 'আকৃষ্টের উপলব্ধি'-নাম্নী ভূমিকা লিখিয়াছেন, তদালোকে 'ব্রহ্মসংহিতা' অধ্যয়ন করিলে গ্রন্থমণির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই আচার্য-ভাস্কর প্রত্যেক লেখায় ও কার্যে শুদ্ধাভক্তির পরিপন্থী মতবাদসমূহ যেরূপ তীব্রভাবে নিরাস করিয়া অপ্রাকৃত-প্রেমভক্তির স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতি অল্পসংখ্যক আচার্যের লীলায়ই পরিদৃষ্ট হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীরূপ-সনাতনের উপর ন্যস্ত— ১। লুপ্ততীর্থোদ্ধার, ২। শ্রীবিগ্রহসেবাপ্রকাশ, ৩। ভক্তিগ্রন্থপ্রণয়ন, ৪। ভক্তিসদাচার-প্রচার কার্যচতুষ্টয়

রূপানুগ আচার্যভাস্কররূপে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও উজ্জ্বলরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই আচার্যপ্রবর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকট ছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তিনি নিত্য গোলোকে শুভবিজয় করিয়াছেন। এ হেন রূপানুগ আচার্যের চরণধূলি হইতে পারিলেই জীবন সার্থক হইবে। তজ্জন্য—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীরূপ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।।

ওঁ হরি ওঁ।
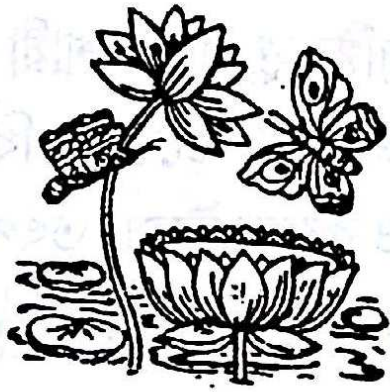
ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের

প্রতিশ্লোকের বিষয়-সূচী

শ্লোক-সংখ্যা	বিষয়
১	শ্রীকৃষ্ণের উপাস্যত্ব
২-৫	শ্রীকৃষ্ণধাম-গোকুল
৬-৭	কৃষ্ণের বহিরঙ্গা-মায়া-সঙ্গ-রাহিত্য
৮-৯	উক্ত মায়া-সঙ্গী লিঙ্গ-তত্ত্ব
১০-২১	সৃষ্টিতত্ত্ব, গর্ভোদশায়ী-মহাবিষ্ণু হইতে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমো-গুণের অধিদেবরূপে বিষ্ণু, প্রজাপতি ও রুদ্রের উদয়; তৎপরে জীবের সৃষ্টি ও সম্বন্ধ
২২-২৩	বিষ্ণুনাভিপদ্মে ব্রহ্মার উদয় ও সৃষ্টিবাসনা
২৪-২৫	ব্রহ্মার কৃষ্ণসমীপে কামবীজ ও কৃষ্ণমন্ত্র-লাভ
২৬	ব্রহ্মার কৃষ্ণধ্যান
২৭-২৮	ব্রহ্মার কামগায়ত্রী-প্রাপ্তি ও দ্বিজত্ব-লাভ
২৯-৫৫	বেদসার স্তবের দ্বারা ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তুতি
২৯	কৃষ্ণের গোকুলপীঠ
৩০-৩৩	কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধরূপ
৩৪	শুদ্ধভজনেতর উপায়-নিরাস
৩৫	কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-শক্তি
৩৬	গোপগণের কৃষ্ণতুল্যত্ব
৩৭	কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি গোপীগণসহ রমণ
৩৮	একমাত্র প্রেমনেত্রেই হৃদয়ে সাধুর কৃষ্ণদর্শন
৩৯	কৃষ্ণের স্বাংশরূপে নানাবতার

ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের

শ্লোক-সূচী

শ্লোক-সূচী সম্পূর্ণ

ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের

শব্দ-সূচী

[শব্দের পার্শ্ববর্ত্তি-সংখ্যা শ্লোক-সংখ্যা-জ্ঞাপক]

শ্রীব্রহ্মসংহিতাং বন্দে সিদ্ধান্তসারমঞ্জুষান্।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-সংযুক্ত-প্রেমভক্তিদাম্।।
শ্রীমহাপ্রভুনানীতাং মুদা দক্ষিণভারতাৎ।
প্রদত্তাং ভক্তবৃন্দায় শ্রীনীলাচলধামনি।।
শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাঃ শ্রীব্রহ্মসংহিতা হৃদা।।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্মসংহিতা

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।১।।

অন্বয়। কৃষ্ণঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) পরমঃ ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর অর্থাৎ সকল ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—সকল অবতারগণের অবতারী) সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ (সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনী—স্বরূপশক্তির এই বৃত্তিত্রয়সমন্বিত) অনাদি (আদিরহিত) আদিঃ (সকলের মূলরূপ) সর্ব্বকারণ-কারণম্ (সমস্ত কারণেরও কারণ অর্থাৎ মূল-স্বরূপ) গোবিন্দঃ (গোবিন্দ—ইন্দ্রিয়গণের সেব্য অভিধেয়াধিদেব গোবিন্দ)।।১।।

ব্রহ্মসংহিতা-প্রকাশিনী

প্রচুর-সিদ্ধান্ত-রত্ন- সংগ্রহে বিশেষ যত্ন,
করি’ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণে স্তবিল।
এই গ্রন্থে সেই স্তব, মানবের সুবৈভব,
পঞ্চম অধ্যায়ে নিবেশিল।।
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাসিন্ধু, কলি-জীবের এক বন্ধু,
দাক্ষিণাত্য ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
এ ‘ব্রহ্মসংহিতা’ ধন, করিলেন উদ্ধরণ,
গৌড়-জীবে উদ্ধার করিতে।।
নানা-শাস্ত্র বিচারিয়া, তার টীকা বিরচিয়া,
শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয়।
শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণে, মহা-কৃপাপূর্ণ মনে,
এ গ্রন্থ অর্পিলা সদাশয়।।

সেই ব্যাখ্যা-অনুসারে, আর কিছু বলিবারে,
প্রভু মোর বিপিনবিহারী।
আজ্ঞা দিলা অকিঞ্চনে, এ দাস হর্ষিত-মনে,
বলিয়াছে কথা দুই চারি।।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত ভেদি'* শুদ্ধবুদ্ধি-সহ যদি,
ভক্তগণ করেন বিচার।
কৃতার্থ হইবে দাস, পূরিবে মনের আশ,
শুদ্ধাভক্তি হইবে প্রচার।।
ভক্তজন-প্রাণধন, রূপ, জীব, সনাতন,
তব কৃপা সমুদ্র সমান।
টীকার আশয় গূঢ় যাতে বুঝি আমি মূঢ়,
সেই শক্তি করহ বিধান।।
শ্রীজীব-বচনচয়, পুষ্পকলি শোভাময়,
প্রস্ফুটিত করিয়া যতনে।
গুরু-কৃষ্ণে প্রণমিয়া, শুদ্ধভক্ত-করে দিয়া,
ধন্য হই,—এই ইচ্ছা মনে।।

অনুবাদ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।।১।।

তাৎপর্য্য। স্বীয় নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ ও নিত্যলীলাবিশিষ্ট এক শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোপরি বিরাজমান পরমতত্ত্ব। 'কৃষ্ণ'—নামটিই তাঁহার প্রেমাকর্ষণ-লক্ষণ পরমসত্তা-বাচক নিত্য নাম। সচ্চিদানন্দঘন দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর বিগ্রহই তাঁহার স্বীয় নিত্য রূপ। স্বীয় অচিন্ত্য-চিচ্ছক্তি-বলে বিভুত্ব-সত্ত্বেও মধ্যমাকারে সমস্ত (বস্তুর) আকর্ষক চমৎকারী চিন্ময়গুণ-করণাদি-বিশিষ্ট পরমপুরুষত্ব সেই নিত্যরূপে সর্ব্ব-সামঞ্জস্যের সহিতই বিলক্ষিত। সৎ, চিৎ ও

*ভক্তি-বলে যাঁহাদের 'প্রাকৃত' ও 'অপ্রাকৃত' ভেদ করিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তাঁহারাই মাত্র এই 'প্রকাশিনী' গৌড়ীয়-ভাষা-বিবৃতির অধিকারী।

আনন্দ ঘনীভূত হইয়া—তাঁহাতেই শোভমান। সেই স্বরূপের জগৎ প্রকাশ-গত অংশই 'পরমাত্মা', 'ঈশ্বর' বা 'বিষ্ণু'। সুতরাং কৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর। অনন্ত চিন্ময় করণ ও গুণগণ পৃথক পৃথক হইয়াও তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে যথাযথ বিন্যস্ত হইয়া এক পরম-শোভাময় অদ্বিতীয় চিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য উদিত। সেই শ্রীবিগ্রহই কৃষ্ণের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই সেই বিগ্রহ। ঘনীভূত-সচ্চিদানন্দ তত্ত্বই শ্রীবিগ্রহ। সুতরাং শিথিল-সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বরূপ নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম —সেই ঘনীভূত-তত্ত্বেরই—অঙ্গপ্রভা-মাত্র। সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহই স্বয়ংরূপে অনাদি এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আদি। লীলা-লক্ষণ-লক্ষিত গোপতি, গোপপতি, গোপীপতি, গোকুলপতি ও গোলোকপতি শ্রীসেবিত সেই কৃষ্ণই গোবিন্দ। তিনিই পুরুষ-প্রকৃতিরূপ সর্বকারণের কারণ। তদংশ পরমাত্ম-পুরুষাবতারের ঈক্ষণদ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অপরা প্রকৃতি জড়জগৎ প্রসব করেন। সেই পরমাত্মার তটস্থশক্তি-প্রকটিত কিরণসমূহই অনন্ত জীব। এই গ্রন্থ—সেই কৃষ্ণের প্রতিপাদক, সুতরাং তন্নামোচ্চারণই এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।।১।।

শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ-কৃতা টীকা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

শ্রীকৃষ্ণরূপমহিমা মম চিত্তে মহীয়তাম্।
যস্য প্রসাদাদ্ব্যাকর্ত্তুমিচ্ছামি ব্রহ্মসংহিতাম্।।
দুর্যোজনাপি যুক্তার্থা সুবিচারাদৃষিস্মৃতিঃ।
বিচারে তু মমাত্র স্যাদৃষিণাং স ঋষির্গতিঃ।।
যদ্যপ্যধ্যায়শতযুক্ সংহিতা সা তথাপ্যসৌ।
অধ্যায়ঃ সূত্ররূপত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বাঙ্গতাং গতঃ।।
শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যেষু দৃষ্টং যন্মৃষ্টবুদ্ধিভিঃ।
তদেবাত্র পরামৃষ্টং ততো হৃষ্টং মনো মম।।
যদ্যচ্ছ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তরাদ্বিনিরূপিতম্।
অত্র তৎ পুনরামৃশ্য ব্যাখ্যাতুং স্পৃশ্যতে ময়া।।

অথ শ্রীভাগবতে যদুক্তং,—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি, তদেব তাবৎ প্রথমমাহ,—ঈশ্বর ইতি। অত্র 'কৃষ্ণ' ইত্যেব বিশেষ্যং তন্নাম এব—'কৃষ্ণাবতারোৎসব' ইত্যাদৌ শ্রীশুকাদিমহাজন প্রসিদ্ধ্যা, "কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়" ইত্যাদি সামোপনিষদি চ প্রথমপ্রতীতত্বেন, তন্নামবর্ণবির্ভাবকৃতা গর্গেণ প্রথমমুদ্দিষ্টত্বেন, তথা চ মন্ত্রমধিকৃত্য 'পয়সা কুম্ভং পূরয়তি' ইতি ন্যায়েন তত্রাগ্রতঃ পঠিতত্বেন, মূলরূপত্বাৎ। তদুক্তং প্রভাসখণ্ডে পদ্মপুরাণে চ শ্রীনারদকুশধ্বজসংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ,—"নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ" ইতি। অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত-কৃষ্ণাষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্রে—"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।।" ইত্যত্র শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যেবোক্তম্। যত্ত্বগ্রে 'গোবিন্দ' নাম্না স্তোষ্যতে, তৎ খলু কৃষ্ণত্বেপি তস্য গবেন্দ্রত্ব-বৈশিষ্ট্য-দর্শনার্থমেব। তদেবং রূঢ়িবলেন প্রাধান্যাত্তস্যৈব 'ঈশ্বরঃ' ইত্যাদীনি বিশেষানি। অথ গুণদ্বারাপি তদ্ দৃশ্যতে; যথা গর্গঃ,—"আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।। বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ।।"—'অস্য' কৃষ্ণত্বেন দৃশ্যমানস্য 'প্রতিযুগং' নানা 'তনূঃ' অবতারান্ 'গৃহ্ণতঃ' প্রকাশয়তঃ শুক্লাদয়ো 'বর্ণাস্ত্রয়ঃ' 'আসন্' প্রকাশমবাপুঃ; সত্যাদৌ শুক্লাদিরবতার 'ইদানীং' সাক্ষাদস্যাবতারসময়ে 'কৃষ্ণতাং গতঃ' এতস্মিন্নোবান্তর্ভূতঃ। অতএব কৃষ্ণে কর্তৃত্বাৎ সর্বোৎকর্ষকত্বাৎ কৃষ্ণেতি মুখ্যং নাম; তস্মাদস্যৈব তানি রূপাণীত্যাহ, —বহূনীতি। তদেবং গুণদ্বারা তন্নাম্নি প্রাধান্যসূচকস্য কৃষ্ণস্য তন্নামঃ প্রাধান্যে লব্ধে "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নিবৃতিবাচকঃ। তয়োরৈকং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।।" ইতি যোগবৃত্তিত্বেপি তস্য তাদৃশত্বং লভ্যতে। ন চেদং পদ্যমন্যপরম্। তদুপাসনা-তন্ত্র-গৌতমীয়তন্ত্রেষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রব্যাখ্যায়াং তদেতত্তুল্যং পদ্যং দৃশ্যতে—"কৃষিশব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ। সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ।।" ইতি। তস্মাদয়মর্থঃ—'ভবন্ত্যস্মাৎ সর্ব্বেহর্থাঃ' ইতি ভূ ধাত্বর্থ উচ্যতে ভাবশব্দবৎ। স চাত্র কর্ষতেরেবার্থঃ। গৌতমীয়ে ভূ-শব্দস্য সত্তা-বাচকত্বেপি তদ্ধাত্বর্থঃ সত্তৈবোচ্যতে। ঘট-শব্দস্য প্রতিপাদ্যমানত্বেন সহ সমানাধিকরণ্যাসম্ভবাদ্ধেতুমত্তাবত্ত্বেদোপচারঃ কার্য্যঃ। তচ্চাকর্ষাভিপ্রায়ঃ। ঘটত্বং সত্তা-বাচকমিত্যুক্তের্ঘটসত্তৈব গম্যতে, ন তু পটসত্তা, ন সামান্যসত্তেতি। অথ

'নির্বৃতিঃ' আনন্দঃ; তয়োরৈক্যং সমানাধিকরণ্যেন ব্যক্তম্। যৎ 'পরং ব্রহ্ম' সর্ব্বতোপি সর্ব্বস্যাপি বৃংহণং বস্তু তৎ বৃহত্তমম্। 'কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে' ঈর্য্যতে ইতি বা পাঠঃ। কিন্তু কৃষ্ণেরাকর্ষমাত্রার্থকেন ণ-শব্দস্য চ প্রতিপাদ্যেনানন্দেন সহ সমানাধিকরণ্যাসম্ভবাদ্ধেতুহেতুমতোরভেদোপচারঃ কার্য্যঃ। তচ্চাকর্ষ-প্রাচুর্য্যার্থম্ 'আয়ুর্ঘৃতম্' ইতিবৎ। পরব্রহ্মশব্দস্য তত্তদর্থশ্চ—"বৃহত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" ইতি বিষ্ণুপুরাণাৎ; "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি" ইতি শ্রুতেশ্চ। এবমেবোক্তং বৃহদ্‌গৌতমীয়ে—"কৃষিশব্দো হি সত্তার্থো ণশ্চানন্দ-স্বরূপকঃ। সত্তা-স্বানন্দয়োর্যোগাৎ তৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে।।" ইতি। অদ্বয়ব্রহ্মবাদিভিরপি সত্তানন্দয়োরৈক্যং তথা মন্তব্যম্। শাব্দিকৈর্ভিন্নাভিধেয়ত্বেন প্রতীতেঃ সত্তা-শব্দেন চাত্র সর্ব্বেষাং সত্যাং প্রবৃত্তিহেতুর্যৎ পরমং সত্তদেবোচ্যতে —" সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ। অভিন্নাভিধেয়ত্বে 'বৃক্ষঃ তরু,' ইতিবদ্বিশেষেণ বিশেষ্যত্বাযোগাদেকস্য বৈয়র্থ্যাচ্চ। গৌতমীয় পদ্যঞ্চৈবং ব্যাখ্যেয়ং—পূর্ব্বার্ধে সর্ব্বাকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট আনন্দাত্মা কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ; তদুত্তরার্ধে যস্মাদেবং সর্ব্বাকর্ষকসুখরূপোসৌ তস্মাদাত্মা জীবশ্চ তত্র সুখরূপো ভবেৎ। তত্র হেতুঃ—'ভাবঃ' প্রেমা, তন্ময়ানন্দত্বাদিতি। তদেবং স্ব-রূপগুণাভ্যাং পরম-বৃহত্তমঃ সর্ব্বাকর্ষক আনন্দঃ কৃষ্ণশব্দবাচ্য ইতি জ্ঞেয়ম্। স চ শব্দঃ শ্রীদেবকীনন্দন এব রূঢ়ঃ। অস্যৈব সর্ব্বানন্দকত্বং বাসুদেবোপনিষদি দৃষ্টং—"দেবকীনন্দনো নিখিলমানন্দয়েৎ" ইতি। আনন্দোত্রাবিকারোনন্যসিদ্ধঃ। ততশ্চাসৌ শব্দো নান্যত্র সংক্রমণীয়ঃ; যথাহ ভট্টঃ—"লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্‌যোগাপহারিণী। কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগ্‌বাধতঃ।।" ইতি। পরব্রহ্মত্বঞ্চ ভাগবতে—"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" ইতি, "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্" ইতি চ; শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি"; গীতাসু —"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্', ইতি; তাপনীষু চ—"যোসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ" ইতি।

অথ মূলমনুসরামঃ,—যস্মাদেতাদৃক্ কৃষ্ণশব্দবাচ্যস্তস্মাৎ 'ঈশ্বরঃ'—সর্ব্ব-বশয়িতা। তদিদমুপলক্ষিতং বৃহদেগীতমীয়ে কৃষ্ণশব্দস্তৈবার্থান্তরেণ,—"অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। কালরূপেণ ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণোচ্যতে।।" ইতি; —কলয়তি নিয়ময়তি সর্ব্বমিতি হি 'কাল'-শব্দার্থঃ; তথা চ তৃতীয়ে তমুদ্দিশ্যোদ্ধবস্য পূর্ণ এব নির্ণয়ঃ,—"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-

সমস্তকামঃ। বলিং হরিদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীট কোটীড়িতপাদপীঠঃ।।'' ইতি; গীতাসু—''বিষ্টভ্যামিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'' ইতি; তাপন্যাং চ—''একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ'' ইতি। যস্মাদেতাদৃক্ ঈশ্বরস্তস্মাৎ 'পরমঃ'—পরাঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীরূপাঃ শক্তয়ো যস্মিন্; তদুক্তং শ্রীভাগবতে,—রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতঃ'' ইতি; ''নায়ং শ্রিয়োঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ'' ইত্যাদি; ''তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ'' ইতি চ; অত্রৈবাগ্রে বক্ষ্যতে,—''শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ'' ইতি; তাপন্যাং চ—''কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্'' ইতি। যস্মাদেতাদৃক্ পরমস্তস্মাৎ 'আদিঃ' চ; তদুক্তং শ্রীদশমে,—''শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ। আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ।।'' ইতি, টীকা চ,—''আদ্যো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ'' ইত্যেষা; একাদশে তু তস্য শ্রেষ্ঠত্বমাদ্যত্বঞ্চ যুগপদাহ,—''পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোস্মি'' ইতি। ন চৈতদাদিত্বং তদবতারাপেক্ষং, কিন্তু 'অনাদিঃ'—ন বিদ্যতে আদির্যস্য তাদৃশম্; তাপন্যাঞ্চ—একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ'' ইতুক্ত্বাহ,—''নিত্যো নিত্যানাম্'' ইতি। যস্মাদেতাদৃশতয়া আদিস্তস্মাৎ 'সর্ব্বকারণকারণম্'—সর্ব্বেষাং কারণং মহৎস্রষ্টা পুরুষস্তস্যাপি কারণম্; তথা চ দশমে তং প্রতি দেবকীবাক্যং,—''যস্যাংশাংশভাগেন বিশ্বস্থিতাপ্যয়োদ্ভবাঃ। ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা।।'' ইতি; টীকা চ,—''যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্যাংশো মায়া তস্যা অংশা গুণাস্তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি; তং ত্বাং ত্বাং গতিং শরণং গতাস্মি'' ইত্যেষা। তথা চ ব্রহ্মস্তৌ—''নারায়ণোঙ্গং নর-ভূ জলায়নাৎ'' ইতি; নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারায়ণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।।'' ইত্যনেন লক্ষিতো নারায়ণস্তবাঙ্গং ত্বং পূনরঙ্গীত্যর্থঃ। গীতাসু—''বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'' ইতি। তদেবং কৃষ্ণসব্দস্য যৌগিকার্থোপি সাধিতঃ। যে চ তচ্ছব্দেন কৃষি-ণাভ্যাং পরমানন্দমাত্রং বাচয়ন্তি, তেপি ঈশ্বরাদিবিশেষণৈস্তত্র স্বাভাবিকীং শক্তিং মন্যেরন্। তস্মিন্ তস্মিন্নদ্বিতীয়ত্বেন সর্ব্বকারণত্বেন চ বস্ত্বন্তরশক্ত্যারোপাযোগাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—''আনন্দঃ ব্রহ্মেতি'', ''কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ য আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'', ''আনন্দাদ্ধীমানি ভূতানি জায়ন্তে'', ''ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।'' ইতি।

ননু স্বমতে যোগবৃত্তৌ চ সর্ব্বাকর্ষকঃ পরমবৃহত্তমানন্দঃ কৃষ্ণ ইত্যাভিধানাদ-বিগ্রহ এব স ইত্যবগম্যতে, আনন্দস্য বিগ্রহানবগমাৎ? সত্যং, কিন্ত্বয়ং পরমাপূর্ব্বঃ পূর্ব্বসিদ্ধানন্দবিগ্রহ ইতি। 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ' ইতি—সচ্চিদানন্দ-লক্ষণো যো বিগ্রহস্তদ্রূপ এবেত্যর্থঃ; তথা চ শ্রীদশমে ব্রহ্মণঃস্তবে—"ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনৌ" ইতি; তাপনী-হয়শীর্ষয়োরপি—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে" ইতি; ব্রহ্মাণ্ডে চাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—"নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" ইতি। এতদুক্তং ভবতি,—'সত্ত্বং' খল্বব্যভিচারিতত্বমুচ্যতে; তদ্রূপত্বঞ্চ তস্য শ্রীদশমে ব্রহ্মাদিবাক্যে,—"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যম্" ইত্যত্র ব্যক্তম্; দেবকীবাক্যে চ,—"নষ্ট লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু। ব্যক্তেব্যক্তং কাল-বেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ।।" ইতি, "মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ সর্ব্বাল্লোঁকান্নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ" ইত্যাদি; "একোসি প্রথমম্" ইত্যাদি; ব্রহ্মণো বাক্যে—"তদিদং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে" ইতি শ্রীগীতাসু----"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি, "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।" ইতি; তাপন্যাং—"জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোয়ং যোসৌ সৌর্যে তিষ্ঠতি, যোসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোসৌ গাঃ পালয়তি, যোসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি" ইত্যাদি, "গোবিন্দান্মৃত্যুর্ব্বিভেতি" ইত্যাদি চাত্র পূর্ব্বত্র 'সৌর্য' ইতি—সৌরী যমুনা তদদূরভবদেশ-বৃন্দাবন ইত্যর্থঃ। অথ 'চিদ্রূপত্বং'—স্বপ্রকাশত্বেন পরপ্রকাশত্বম্; তচ্চোক্তং শ্রীদশমে ব্রহ্মণা—"একত্বমাত্মা" ইত্যাদৌ "স্বয়ং জ্যোতিঃ" ইতি, তাপন্যাং—"যো ব্রহ্মানং বিদধাতিপূর্ব্বং যো ব্রহ্মবিদ্যাং তস্মৈ গাঃ পালয়তি স্ম কৃষ্ণঃ। তং হি দেবমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেৎ।।" ইতি, "ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য" "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" ইতি শ্রুত্যন্তরবৎ। অথ 'আনন্দরূপত্বং'—সর্ব্বাংশেন নিরূপাধি-পরম-প্রেমাস্পদত্বম্। তচ্চ শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তবান্তে—"ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরয়োর্ব্যক্তম্। তথা চানুভূতমানকদুন্দুভিনা—"বিদিতোসি ভবান্ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্।।" ইতি; —"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্" ইতি শ্রুত্যন্তরবৎ। তদেবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপত্বে সিদ্ধে বিগ্রহ এবাত্মা তথাত্মৈব বিগ্রহ ইতি সিদ্ধম্। ততো জীববদ্দেহিত্বং তস্য নেত্যপি সিদ্ধান্তিতম্; যথোক্তং শ্রীশুকেন,—"কৃষ্ণমেনমবেহি

ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।।" ইতি;—তথাপি তস্য দেহিবল্লীলা কৃপা-পরবশতয়ৈবেত্যর্থঃ,—"মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ" ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ।

তদেবমস্য তথা তল্লক্ষণং, শ্রীকৃষ্ণরূপত্বে সিদ্ধে চোভয়লীলাভিনিবিষ্টত্বেন ক্বচিদ্‌বৃষ্ণীন্দ্রত্বং ক্বচিদেগাবিন্দত্বঞ্চ দৃশ্যতে। যথাহ দ্বাদশে সূতঃ—"শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দ গোপ বনিতা-ব্রজভৃত্যগীত-তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্।।" ইতি। তদেবং স্বাভীষ্ট-রূপ-লীলা-পরিকরবিশিষ্টতয়া গোবিন্দত্বমেব স্বারাধ্যত্বেন যোজয়তি,—গোবিন্দ ইতি। যথাত্রৈবাগ্রে স্তোষ্যতে—"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসুকল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু" ইত্যাদি; শ্রীদশমে শ্রীগোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভিবাক্যং—"ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে" ইতি; অভিষেকান্তে "গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ" ইত্যুক্ত্বা তৎপ্রকরণান্তে শ্রীশুকপ্রার্থনা—"প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্" ইতি,—'গবাং' সর্ব্বাশ্রয়ত্বাদ্‌গবেন্দ্রত্বেনৈব সর্ব্বেন্দ্রত্বসিদ্ধেঃ। ন চেদং ন্যূনং মন্তব্যম্। তথা হি গোসূক্তং—"গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে, গোভ্যো দেবাঃ সমুত্থিতাঃ। গোভির্ব্বেদাঃ সমুদগীর্ণাঃ সষড়ঙ্গ-পদক্রমাঃ।।" ইতি। অস্তু তাবৎ পরমগোলোকাদবতীর্ণানাং তাসাং গবামিন্দ্রত্বমিতি, তাপনীষু চ ব্রহ্মণা তদীয়মেব স্বেনারাধিতং প্রকাশিতং,—"গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং সুরভূরুহতলাসীনং সততং স-মরুদগণোহং তোষয়ামি" ইতি; তথৈব শ্রীদশমে—"তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্মকিমপ্যটব্যাং যদ্‌গোকুলে" ইত্যাদি। তত্র শ্রীনন্দনন্দনত্বেনৈব চ তল্লব্ধম্। তৎপ্রার্থনা—"নৌমীড্য তেভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়" ইত্যাদৌ "পশুপাঙ্গজায়" ইতি। তদেবং গোবিন্দাদি-শব্দস্য পরমৈশ্বর্য্যময়স্য সার্থকতাপি তেনাভিমতা। তথা চোক্তং ঈশ্বরত্ব-পরমেশ্বরত্বানুবাদপূর্ব্বক–তাৎপর্য্যাবসানতয়া গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীমদ্দশাক্ষরমন্ত্রার্থ কথনে,—"গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ। অনয়োরাশ্রয়ো ব্যাপ্তা কারণত্বেন চেশ্বরঃ।। সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতির্ব্বল্লভেন চ কথ্যতে। অথবা গোপী প্রকৃতির্জনস্তদংশমণ্ডলম্।। অনয়োর্ব্বল্লভঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে।। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন-ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ।।" ইতি।—'প্রকৃতিম্' ইতি মায়াখ্যাং জগৎকারণশক্তিমিত্যর্থঃ; 'তত্ত্বসমূহকঃ' মহদাদিরূপঃ; অনয়োরাশ্রয়ঃ' 'সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতিঃ' ঈশ্বরো 'বল্লভ'-শব্দেন কথ্যতে; ঈশ্বরত্বে হেতুঃ—

'ব্যাপ্ত্যা' 'কারণত্বেন' চেতি; 'প্রকৃতিঃ' ইতি স্বরূপভূতা মায়াতীতা বৈকুণ্ঠাদৌ প্রকাশমানা মহালক্ষ্ম্যাখ্যা শক্তিরিত্যর্থঃ; 'অংশমণ্ডলং' সঙ্কর্ষণাদিত্রয়ম্; 'অনেকজন্মসিদ্ধানাম্' ইত্যত্র "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন" ইতি ভগবদ্গীতা-বচনাদনাদিজন্মপরম্পরায়ামেব তাৎপর্য্যম্। তদেবমত্রাপি নন্দনন্দনত্বেনাভিমতম্; শ্রীগর্গেণ চ তথোক্তং,—"প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ" ইতি। যুক্তং চ তৎ;—আত্মজত্বং হি তস্য শ্রীবসুদেবস্যাপি মনস্যাবির্ভূতত্বমেব মতম্—আবিবেশাংশভাগেন মম আনকদুন্দুভেঃ" ইতি। ব্রজেশ্বরস্যাপি তথাসীদেব,—শ্রীভগবৎপ্রাদুর্ভাবস্য পূর্ব্বাব্যবহিত কালং ব্যাপ্য তথা সর্ব্বত্র দর্শনাৎ। কিন্ত্বাত্মনি তস্যাবির্ভাবে সত্যপ্যাত্মজত্বায় পিতৃভাবময়-শুদ্ধমহাপ্রেমৈব প্রয়োজকম্; যথা ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্‌বরাহদেবস্যাবির্ভাবেপি ব্রহ্মাণি বরাহদেবে লোকে চ তদবগমাদর্শনাৎ। তাদৃশশুদ্ধপ্রেমা তু শ্রীব্রজরাজ এব; শ্রীবসুদেবে ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রতিবন্ধ ইতি সাধূক্তং "প্রাগয়ং বসুদেবস্য" ইতি। অতঃ শ্রীমদ্দশাক্ষর-বিনিয়োগপি তন্ময় এব দৃশ্যতে।।১।।

সহস্রপত্র-কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকার-তর্দ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্।।২।।

অন্বয়। গোকুলাখ্যং (গোকুল-নামক) মহৎপদম্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণধাম—গোপবাস) সহস্রপত্রকমলং (চিন্ময়সহস্রদলবিশিষ্ট কমলবিশেষ); তৎকর্ণিকার-তদ্ধাম (সেই সহস্রদলকমলের কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদাদিসহ বাসযোগ্য মহান্তঃপুর) তদনন্তাংশসম্ভবম্ (সেই গোকুল অনন্তের অর্থাৎ শ্রীবলদেবের অংশ অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিভাগবিশেষদ্বারা সদা অবির্ভাব-বিশিষ্ট অথবা সহস্রদলকমলের কর্ণিকার—অনন্ত যাঁহার অংশ সেই বলদেবেরও সম্ভব অর্থাৎ নিবাস)।।২।।

অনুবাদ। (চিদ্বিলাসময় শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-পীঠরূপ অপ্রাকৃত গোকুলধাম বর্ণিত হইতেছেন।) সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণধামই গোকুল; তাহা—অনন্তের অংশদ্বারা নিত্যপ্রকটিত। সেই গোকুল—চিন্ময় সহস্রপত্রবিশিষ্ট কমলবিশেষ; তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আবাসস্থান।।২।।

তাৎপর্য্য। গোলোকরূপ গোকুল সৃজ্য বা প্রাকৃত নয়। আনন্ত্য-ধর্ম্মই কৃষ্ণের শৈষী শক্তি, এবং কৃষ্ণের বিলাস-ভাবময় বলদেবই সেই শক্তির আধার। বলদেব স্বরূপের আনন্ত্যভাব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ চিদানন্ত্য ও জড়ানন্ত্য। একপাদরূপ জড়ানন্ত্য বিভূতি স্থানবিশেষে বিচারিত হইবে। চিদানন্ত্যই ভগবানের অশোক, অমৃত ও অভয়রূপ ত্রিপাদ-বিভূতি এবং জ্যোতির্ম্ময়, অর্থাৎ চিন্ময়ী বিভূতি। সেই বিভূতিই স্বরূপ-মহৈশ্বর্য্যভাব-প্রকটরূপ মহাবৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমধাম,—যাহা জড়া প্রকৃতির অগোচরে বিরজার পারভূমিতে নিত্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ-পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজমান। তদূর্ধ্বদেশে সেই চিদানন্ত্য-বিভূতিই পরমমাধুর্য্যময় গোকুল বা গোলোকধামরূপে জ্যোতির্বিভাগক্রমে অত্যন্ত-রমণীয়ভাবে নিত্য প্রকটিত। ইহাকেই কেহ কেহ মহানারায়ণ বা মূলনারায়ণ-ধাম বলেন। সুতরাং গোলোক-রূপ গোকুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম। সেই একধামই ঊর্ধ্বাধো-বিরাজমানতা-ভেদে গোলোক ও গোকুলরূপে দেদীপ্যমান। সর্ব্বশাস্ত্র-মীমাংসারূপ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন,—"যথা ক্রীড়তি তদ্ভুমৌ গোলোকেপি তথৈব সঃ। অধঊর্ধ্বতয়া ভেদোনয়োঃ কল্প্যেত কেবলম্।।" অর্থাৎ প্রপঞ্চস্থিত গোকুলে কৃষ্ণ যেরূপ ক্রীড়া করেন, গোলোকেও সেইরূপ। গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই, কেবল এইমাত্র যে, সর্ব্বোর্ধ্বে যাহা গোলোকরূপে বর্ত্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলা-স্থান। ষট্সন্দর্ভের নির্ঘন্টেও শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"গোলোকনিরূপণং; বৃন্দাবনাদীনাং নিত্যকৃষ্ণধামত্বং; গোলোকবৃন্দাবনয়োরেকত্বঞ্চ।" গোলোক ও গোকুল অভিন্ন হইয়াও কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিবলে গোলোক—চিজ্জগতের সর্ব্বোচ্চ ভূমিস্বরূপ, এবং মথুরা-মণ্ডলস্থ গোকুল—জড়মায়াপ্রসূত একপাদ বিভূতিরূপ প্রাপঞ্চিক-জগতে বিদ্যমান। চিদ্ধাম কিরূপে ত্রিপাদবিভূতিময় হইয়াও নিকৃষ্ট একপাদবিভূতিরূপ জড়-জগতে অবস্থিতি লাভ করেন, তাহা—জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা ও বুদ্ধির অতীত এবং কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব-পরিচায়ক। গোকুল—চিন্ময়ধাম; সুতরাং তিনি প্রপঞ্চোদিত হইয়াও কোন প্রকারেই জড়দেশকালাদিদ্বারা কুণ্ঠিত হন না, পরম-বৈকুণ্ঠতত্ত্বরূপে অবিকুণ্ঠাবস্থায় বিরাজমান। কিন্তু প্রপঞ্চ-বদ্ধ জীবগণের জড়ধর্ম্মাবেশনিবন্ধন গোকুলসম্বন্ধেও জড়ীয়-ভাব তাহাদের মায়িক ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া পড়ে। মেঘ যেরূপ দ্রষ্টার চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে না, তথাপি মেঘাচ্ছাদিত জড়চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি সূর্য্যকেই মেঘাচ্ছাদিত মনে করে,

সেইরূপ বদ্ধজীবগণ নিজ নিজ মায়িক-দোষাচ্ছাদিত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা গোকুল-সম্বন্ধেও মায়িকতা প্রত্যয় করে। বহুভাগ্যক্রমে যাঁহার মায়িক-ধর্ম্মসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই গোকুলে গোলোক ও গোলোকে গোকুল দর্শন করেন। অতন্নিরসনরূপ আত্মারামতা-জনক জ্ঞান কখনও শিথিল-সচ্চিদানন্দ-'চিন্মাত্র-ব্রহ্মের' উপরিচর বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দেখিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা গোলোক বা গোকুল-দর্শনের সম্ভাবনা নাই; কেন না, জ্ঞান-চর্চ্চাকারিগণ স্বীয় সূক্ষ্ম-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়াই তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, পরন্তু অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপার অনুসন্ধান করেন না। গোলোক-বৃন্দাবন-প্রাপ্তি-বিষয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-চেষ্টা নিরর্থক। কর্ম্মাঙ্গরূপ যোগ-চেষ্টাও তদ্রূপ কৃপা-যোগ্য হয় না; কাজে-কাজেই 'কৈবল্য' ভেদ করিয়া তদুপরিচয় চিদ্বিলাসের অনুসন্ধান করিতে পারে না। যাঁহারা শুদ্ধাভক্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারাই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। কৃষ্ণকৃপাক্রমেই মায়িক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ দূরীভূত হয় এবং গোকুল-দর্শনের ভাগ্যোদয় হয়। তন্মধ্যে **ভক্তিসিদ্ধি দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বরূপ-সিদ্ধি ও বস্তু-সিদ্ধি; স্বরূপসিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোকদর্শন, এবং বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুলদর্শন হয়,—এই এক রহস্য।** প্রেমলাভই স্বরূপসিদ্ধি; পরে কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে বদ্ধজীবের স্থূল ও লিঙ্গ, উভয়বিধ মায়িক আবরণ দূর হইলে বস্তুসিদ্ধি ঘটে। যাহা হউক, ভক্তিসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত চিন্তারূঢ় গোলোক হইতে গোকুলকে পৃথগ্‌রূপে দেখা যায়। অনন্তবৈচিত্র-রূপ সহস্র-সহস্র-পত্রবিশিষ্ট চিদ্বিশেষের পীঠস্বরূপ গোকুলই কৃষ্ণের নিত্যধাম।।২।।

শ্রীজীবগোস্বামীপাদকৃতা টীকা

অথ তস্য তদ্রূপতা-সাধকং নিত্যং ধাম প্রতিপাদয়তি,—সহস্রপত্রমিত্যাদিনা। সহস্রাণি পত্রাণি যত্র তৎ কমলমিত্যাদিনা "ভুমিশ্চিন্তামণিগণময়ী" ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চিন্তামণিগণময়ং পদং তদ্রূপম্। তচ্চ 'মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং 'পদং' স্থানম্; 'মহতঃ' শ্রীকৃষ্ণস্য মহাভাগবতো বা 'পদং' মহাবৈকুণ্ঠরূপমিত্যর্থঃ। তত্তু নানাপ্রকারং শ্রূয়তে ইত্যাশঙ্ক্য বিশেষেণত্বেন নিশ্চিনোতি,—গোকুলাখ্যমিতি। 'গোকুলম্' ইত্যাখ্যা রূঢ়ির্যস্য তৎ গোপাবাসরূপমিত্যর্থঃ—"রূঢ়ির্যোগমপহরতি" ইতি ন্যায়েন তস্যৈব প্রতীতেঃ। এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীদশমে—"ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ" ইতি। অতএব তদনুকুলত্বেনোত্তরগ্রন্থেপি ব্যাখ্যেয়ম্। তস্য

শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীনন্দযশোদাদিভিঃ সহ বাসযোগ্যং মহান্তপুরম্। তৈ সহঃ বাসিতা ত্বগ্রে সমুদ্দেক্ষ্যতে। তস্য স্বরূপমাহ,--তদিতি। 'অনন্তস্য' বলদেবস্য 'অংশেন' জ্যোতির্বিভাগবিশেষেণ 'সম্ভবঃ' সদাবির্ভাবো যস্য তৎ; তথা তন্ত্রেণৈতদপি বোধ্যতে;---অনন্তোংশো যস্য তস্য শ্রীবলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি।।২।।

কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।।
প্রেমানন্দ মহানন্দ-রসেনাবস্থিতং হি যৎ।
জ্যোতিরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্।।৩।।
তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি।।৪।।

অন্বয়। কর্ণিকারং (সেই সহস্রদলকমলের কর্ণিকার অর্থাৎ গোকুলের মধ্যভাগ) মহদ্‌যন্ত্রং (মহাযন্ত্র-বিশেষ), ষট্‌কোণং (ষট্‌কোণবিশিষ্ট); বজ্রকীলকম্ (হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল চিন্ময় শক্তিমৎ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বজ্রকীলকরূপে তন্মধ্যে সংস্থিত)। ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদীস্থানং (তাহাতে অষ্টাদশাক্ষরাত্মক মন্ত্ররাজ---ছয় অঙ্গে ছয় ভাগে স্থিত হইয়া ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানরূপে ব্যক্ত); প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ (তাহাতে মূল-প্রকৃতি ও পুরুষ অধিষ্ঠিত)। যৎ হি প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসেনাবস্থিতং (যাহা অর্থাৎ সেই গোকুল প্রেমানন্দরূপ মহানন্দ-রসের অধিষ্ঠান); জ্যোতিরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্ (ইহা জ্যোতিঃস্বরূপ কামবীজ ও কামগায়ত্রীমন্ত্রযুক্ত)। তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং (সেই কমলের কেশররূপ কৃষ্ণাংশস্বরূপ পরমপ্রেমভক্ত অর্থাৎ স্বজাতীয় গোপগণের) (এবং) তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি (পত্রগুলি শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের উপবনরূপ ধামবিশেষ)।।৩-৪।।

অনুবাদ। সেই চিন্ময় কমলের মধ্যভাগই কর্ণিকার অর্থাৎ কৃষ্ণের আবাসস্থান। তাহা---প্রকৃতিপুরুষাধিষ্ঠিত ও ষট্‌কোণময় যন্ত্রবিশেষ। হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল চিন্ময়শক্তিমৎ কৃষ্ণতত্ত্ব---কীলকরূপে মধ্যে সংস্থিত। অষ্টাদশাক্ষরময় মহামন্ত্র---ছয়-অঙ্গে ছয়-ভাগে স্থিত হইয়া ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানরূপে ব্যক্ত। সেই গোকুল-নামক নিত্যধামের কর্ণিকারই ষট্‌কোণময়ী কৃষ্ণাবাসভূমি। তাহার কিঞ্জল্ক অর্থাৎ

কেশর বা পাপড়ীগুলিই কৃষ্ণাংশস্বরূপ পরম-প্রেমভক্ত সজাতীয় গোপদিগের আবাসভূমি। উহারা প্রাচীরাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই কমলের বিস্তৃত পত্রগুলিই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদির উপবনরূপ ধামবিশেষ।।৩-৪।।

তাৎপর্য্য। কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ-মানবের নয়নগোচর যে বৃন্দাবনলীলা, তাহাই প্রকট কৃষ্ণলীলা, এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট, এবং গোকুলে অপ্রকটলীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে প্রকট হন। কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব বলিয়াছেন,—'অপ্রকট-লীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তিঃ।" অর্থাৎ অপ্রকটলীলার অভিব্যক্তিই প্রকটলীলা। কৃষ্ণসন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন, —শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষো গোলোকত্বম্; তত্র প্রাপঞ্চিকলোক প্রকট-লীলাবকাশত্বেনাবভাসমানং প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্।" অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক লোকে প্রকট-লীলা হইঁতে যে অবকাশ, তাহাতে যে লীলার অপ্রকটভাবে অবভাস হয়, তাহাই 'গোলোক'-লীলা; সুতরাং শ্রীরূপের ভাগবতামৃতবচনই এই কথার সমাধান,—'যত্তু গোলোক-নাম স্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবম্; তাদাত্ম্যবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ।।" অর্থাৎ গোকুলের তাদাত্ম্যবৈভবই তাহার মহিমার উন্নতি। অতএব গোলোক—গোকুলের বৈভব-মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অখিল-লীলা গোকুলে অপ্রকট হইলেও গোলোকধামে তিনি-প্রকট। সেই গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে বদ্ধজীবসম্বন্ধে অপ্রকট-লীলার যে প্রকটতা, তাহাই আবার দুইপ্রকার, অর্থাৎ মন্ত্রোপাসনাময়ী এবং স্বারসিকী। শ্রীজীব বলিয়াছেন যে, তত্তদেকতর স্থানাদি—নিয়ত স্থিতি ও তত্তন্মন্ত্রধ্যানময়। একটি মাত্র লীলার উপযুক্ত-স্থানেই নিয়ত-স্থিতিভাবে মন্ত্রধ্যান হইয়া থাকে, সেই ধ্যানগত গোলোক-প্রকাশই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা। আবার নানাক্রীড়া-বিহারে নানা-স্থানব্যাপিনী যে লীলা, তাহা—বিবিধ স্বেচ্ছাময়ী, অতএব স্বারসিকী। এই শ্লোকে দুই প্রকারই অর্থ আছে। এক অর্থ এই যে,—অষ্টাদশাক্ষরময়ী লীলায় মন্ত্রগত পদ স্থানে স্থানে ন্যস্ত হইয়া কৃষ্ণের একটিমাত্র লীলা প্রকাশ করে; যথা—"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।" এই মন্ত্রকে ষড়ঙ্গ ষট্পদী মন্ত্র বলে;—(১) কৃষ্ণায়, (২) গোবিন্দায়, (৩) গোপীজন, (৪) বল্লভায়, (৫) স্বা, (৬) হা,—এই ষড়ঙ্গ ষট্পদী উত্তরোত্তর ন্যস্ত করিয়া দেখাইলে মন্ত্রের অবস্থিতি হয়।

ষট্‌কোণ মহাযন্ত্র এইরূপ,—বীজ অর্থাৎ কামবীজ 'ক্লীং' যন্ত্র-কীলকস্বরূপে অভ্যন্তরস্থিত। এইরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া চিন্ময়তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রধ্বজের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান হয়। "স্বা-শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎপ্রকৃতিঃ পরা" ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোপদেশে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে---- "উত্তরাদেগাবিন্দায়েত্যস্মাৎ সুরভিং গো-জাতিম্। তদুত্তরাদেগাপীজনেত্যস্মাৎ বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ। তদুত্তরাদ বল্লভ" ইত্যাদি। এইপ্রকার অর্থ-দ্বারা মন্ত্রোপাসনাময়ী একস্থানস্থিতা লীলানুভূতি হয়,—ইহাই মন্ত্রোপাসনার তাৎপর্য্য। সাধারণ তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণের চিন্ময়ীলীলায় প্রবেশ করিবার যাঁহার নিতান্ত বাসনা, তিনি ভক্তিরসজনিত সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার সহিত স্বীয় চিৎস্বরূপগত কৃষ্ণসেবা বিধান করিবেন। (১) কৃষ্ণস্বরূপ, (২) কৃষ্ণের চিন্ময় ব্রজলীলা-বিলাস-স্বরূপ, (৩) তৎপরিকর গোপীজন-স্বরূপ, (৪) তদ্বল্লভ অর্থাৎ গোপীর অনুগতভাবে কৃষ্ণে আত্মনিবেদন-স্বরূপ, (৫) শুদ্ধজীবের চিৎ (জ্ঞান)-স্বরূপ এবং (৬) চিৎ প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-স্বভাব;—এই স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে সম্বন্ধ স্থাপন হয়। তাহাতে আত্মসংযোগ-স্বরূপ অভিধেয়-নিষ্ঠা-ক্রমে পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পুরুষ ও শ্রীরাধার দাসীরূপা 'অহং' প্রকৃতি,—এই ভাগবত-সেবা-সুখই একমাত্র রস, —ইহাই অর্থ। সাধনাবস্থায় গোলোকে বা গোকুলে মন্ত্রোপাসনা-ধ্যানময়ী লীলা, এবং সিদ্ধ অবস্থায় অসঙ্কোচিত-বিহাররূপ লীলার উদয়; —ইহাই গোলোক বা গোকুলের স্থিতি, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। 'জ্যোতিরূপেণ মনুনা'— এই কথার অর্থ এই যে, মন্ত্রে চিন্ময় অর্থ প্রকাশ এবং তাহাতে অপ্রাকৃত কামরূপ শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সম্মিলিত করিয়া সেবা করিতে করিতে প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসের সহিত অবস্থিতি হয়। এইরূপ নিত্যলীলাই গোলোকে দেদীপ্যমানা। চিন্ময় গোকুল—পদ্মাকার। মধ্যগত কর্ণিকারটি—ষট্‌কোণময়াকৃতি; তাহাতে অষ্টা-দশাক্ষরাত্মক মন্ত্রতাৎপর্য্যরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকে মধ্যবর্ত্তী করিয়াই তদনুগত স্বরূপশক্তি প্রকটিত কায়ব্যূহসকল বর্ত্তমান। বীজই রাধাকৃষ্ণ। গোপালতাপনী বলেন,—"তস্মাদোঙ্কার-সম্ভূতো গোপালো-বিশ্বসম্ভবঃ। ক্লীমোঙ্কারস্য চৈকত্বং পঠ্যতে ব্রহ্ম বাদিভিঃ।।" ওঁকার-অর্থে শক্তি ও শক্তিমান্ গোপাল, এবং ক্লীং শব্দে ওঁকার। সুতরাং কামবীজ—রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-বাচক।।৩-৪।।

টীকা। সর্ব্বমন্ত্রগণসেবিতস্য শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাখ্যমহামন্ত্ররাজপীঠস্য মূখ্যপীঠমিদমিত্যাহ,—কর্ণিকারমিতি দ্বয়েন। 'মহদ্‌যন্ত্রম্' ইতি—যৎ প্রতিকৃতিরেব

সর্ব্বত্র যন্ত্রত্বেন পূজার্থং লিখ্যতঃ ইত্যর্থঃ। যন্ত্রত্বমেব দর্শয়তি, ষট্‌কোণান্যভ্যন্তরে যস্য তৎ; 'বজ্রকীলকং' কর্ণিকারে বীজরূপহীরককীলক-শোভিতম্; মন্ত্রে চ 'চ' কারোপলক্ষিতা চতুরক্ষরী কীলকরূপা জ্ঞেয়া। ষট্‌কোণত্বে প্রয়োজনমাহ,—ষট্ অঙ্গানি যস্যাঃ সা ষট্‌পদী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী, তস্যাঃ স্থানম্। 'প্রকৃতিঃ' মন্ত্রসদ্মরূপং স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ কারণরূপত্বাৎ; তচ্চোক্তং ঋষ্যাদিস্মরণে—"কৃষ্ণঃ প্রকৃতিঃ" ইতি; পুরুষশ্চ; —স এব তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপঃ; তাভ্যাম্ 'অবস্থিতম্' অধিষ্ঠিতম্। স হি চতুর্ধা প্রতীয়তে,--মন্ত্রস্য কারণত্বেন, বর্ণসমূদায়রূপত্বেন, অধিষ্ঠাতৃদেবতা-রূপত্বেন, আরাধ্যরূপত্বেন চ। তত্র কারণত্বেনাধিষ্ঠাতৃরূপত্বেন চাত্রোচ্যতে। আরাধ্যরূপত্বেন প্রাগুক্তঃ—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" ইতি। বর্ণরূপত্বেনাগ্রত উদ্ধরিষ্যতে—"কাম কৃষ্ণায়" ইতি। যথোক্তং হরশীর্ষপঞ্চরাত্রে—"বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতামন্ত্রয়োরিহ। অভেদেন্যেচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতে।।" ইতি; গোপালতাপনীশ্রুতিষু "বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। কৃষ্ণস্তথৈকোপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চপদো বিভাতি।।" ইতি।

ক্বচিদ্দুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বন্তু শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া; অতএবোক্তং গৌতমীয়কল্পে—"নারদোস্য ঋষিঃ প্রোক্তশ্ছন্দো বিরাড়িতি স্মৃতম্। শ্রীকৃষ্ণো দেবতা বাস্য দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা।। যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োরন্তরাদশী সংসারান্নো বিমুচ্যতে।।" ইত্যাদি। অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্তত্র স্বরূপশক্তিরূপেণ দুর্গানাম; তস্মান্নেয়ং মায়াংশভূতা দুর্গেতি গম্যতে। নিরুক্তিশ্চাত্র—"কৃচ্ছ্রেণ দুরারাধনাদি-বহুপ্রয়াসেন গম্যতে জ্ঞায়তে" ইতি। তথা চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে—জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহা বিষ্ণুস্বরূপিণী।। যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মূহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা।। একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বভাবা শ্রীগোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোখিলেশ্বরঃ।। ভক্তির্ভজন-সম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তেত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ। দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা।। অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ।।" ইতি। তথা চ সম্মোহনতন্ত্রে—"যন্নাম্না নাম্নি দুর্গাহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহম্। যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মী রাধা নিত্যা পরাদ্বয়া।।" ইতি দুর্গাবাক্যম্। কিঞ্চ, প্রেমরূপা য আনন্দ-মহানন্দরসাস্তৎ পরিপাকভেদাত্মকেন তথা 'জ্যোতিরূপেণ' স্বপ্রকাশেন 'মনুনা' মন্ত্ররূপেণ 'কামবীজেন সঙ্গতম্' ইতি

মূলমন্ত্রান্তর্গতত্বেপি কামবীজস্য পৃথগুক্তিঃ কুত্র চ ন স্বাতন্ত্র্যাপেক্ষয়া। তদেবং তদ্ধামোক্ত্বা তদাবরণান্যাহ,—তদিত্যর্দ্ধেন। তস্য কর্ণিকারূপধাম্নঃ 'কিঞ্জল্কং' 'কিঞ্জল্কাঃ শিখরাবলি-বলিত-প্রাচীরপংক্তয়ঃ' ইত্যর্থঃ; তত্তু 'তদংশানাং'— তস্মিন্নংশাদয়ো বিদ্যন্তে যেষাং পরমপ্রেমভাজাং সজাতীয়ানাং ধামেত্যর্থঃ। 'গোকুলাখ্যম্' ইত্যুক্তেরেব তেষাং তৎসজাতীয়ত্বঞ্চোক্তং স্বয়ং শ্রীবাদরায়ণিনা, —"এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ। বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ।।" ইতি। অতএব তস্য কমলস্য 'পত্রাণি' 'শ্রিয়াং' তৎপ্রেয়সীনাং গোপীরূপাণাং শ্রীরাধাদীনামুপবনরূপাণি ধামানীত্যর্থঃ। গোপীরূপত্বঞ্চাসাং— মন্ত্রস্য তন্নাম্না লিঙ্গিতত্বাৎ; রাধাদিত্বং চ,—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা।।" ইতি বৃহদ্‌গৌতমীয়াৎ, "রাধা বৃন্দাবনে বনে" ইতি মৎস্যপুরাণাৎ; "রাধয়া মধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা" ইতি ঋক্‌পরিশিষ্টাচ্চ। তত্র 'পত্রাণাম্' উচ্ছ্রিতপ্রান্তানাং সন্ধিষু বর্ত্মান্যগ্রিম্‌সন্ধিষু গোষ্ঠানি জ্ঞেয়ানি। অখণ্ডকমলস্য গোকুলত্বাৎ তথৈব গোকুলসমাবেশাচ্চ গোষ্ঠং তথৈব। যত্তু স্থানান্তরে বচনমস্তি,—"সহস্রারং পদ্মং দলততিষু দেবীভিরভিতঃ পরীতং গোসঙ্ঘৈরপি নিখিলকিঞ্জল্কমিলিতৈঃ। কবাটে যস্যাস্তি স্বয়মখিলশক্তি-প্রকটিত-প্রভাবঃ সদ্যঃ শ্রীপরমপুরুষন্তং কিল ভজে।।" ইতি,—তত্র 'গো সঙ্খ্যৈঃ' ইতি তু পাঠঃ সমঞ্জসঃ। গোসংখ্যাশ্চ গোপা ইতি,— 'গোপা গোপাল-গোসংখ্য-গোধুগাভীরবল্লবাঃ' ইত্যমরঃ। কবাট ইতি কবাটানামভ্যন্তরে কর্ণিকা-মধ্যদেশ ইত্যর্থঃ। অখিলশক্ত্যা প্রকটিতঃ প্রভাবো যেন সঃ পরমপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ।।৩-৪।।

চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্।
চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্দ্ধাম চতুষ্কৃতম্।।
চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুর্ভিবৃতম্।
শূলৈর্দ্দশভিরানদ্ধমূর্দ্ধাধো দিগ্বিদিক্ষ্বপি।।
অষ্টভির্নিধিভির্জুষ্টমষ্টভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা।
মনুরূপৈশ্চ দশভির্দিক্‌পালৈঃ পরিতো বৃতম্।।

শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদর্ষভৈঃ।
শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ।।৫।।

অন্বয়। তৎপরিতঃ (সেই গোকুলের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে) শ্বেতদ্বীপাখ্যম্ (শ্বেতদ্বীপ-নামক) অদ্ভুতম্ (অদ্ভুত) চতুরস্রং (চতুষ্কোণস্থান আছে); চতুরস্রং (সেই চতুষ্কোণস্থান) চতুর্মূর্ত্তেঃ (শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক চতুর্ব্যূহের) চতুষ্কৃতম্ (চারিভাগে বিভক্ত); চতুর্দ্ধাম (সেই চারিটি ধাম)। চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈঃ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চারিটি পুরুষার্থের) চতুর্ভিঃ হেতুভিঃ চ (এবং সেই সেই পুরুষার্থের সাধনকারী মন্ত্রাত্মক ঋক্, সাম, যজুঃ অথর্ব্বরূপ চারিটি বেদের দ্বারা) বৃতম্ (আবৃত রহিয়াছেন) উর্দ্ধাধঃ দিক্ বিদিক্ষু অপি (আবার পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋৎ, বায়ু, ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই দশদিক্ —দশটি শূলের দ্বারা) অনদ্ধং (আবদ্ধ রহিয়াছেন।) অষ্টভিঃ নিধিভিঃ (অষ্টদিক্ —মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ ও নীল এই আটটি রত্নের দ্বারা) তথা অষ্টভিঃ সিদ্ধিভিঃ (এবং সেইরূপ অনিমা, লঘিমা, মহিমা, গরিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রাপ্তি ও প্রাকাম্যরূপ অষ্টসিদ্ধিদ্বারা) জুষ্টম (সেবিত) মনুরূপৈশ্চ (এবং মন্ত্রাত্মক) দশভিঃ দিক্‌পালৈঃ (ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল কর্ত্তৃক) পরিতঃ (দশদিকে) বৃতম (আবৃত রহিয়াছে)। শ্যামৈঃ গৌরৈঃ রক্তৈঃ শুক্লৈঃ চ পার্ষদর্ষভৈঃ (শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণকর্ত্তৃক) তাভিঃ অদ্ভুতাভিঃ শক্তিভিঃ (এবং সেই বিমলা প্রভৃতি অদ্ভুত শক্তিগণকর্ত্তৃক) সমন্ততঃ (সর্ব্বদিকে) শোভিতং (সেই শ্বেতদ্বীপধাম শোভিত রহিয়াছে)।।৫।।

অনুবাদ। (সেই গোকুলের আবরণ-ভূমি বর্ণিত হইতেছে) গোকুলের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে শ্বেতদ্বীপ-নামক অদ্ভুত চতুষ্কোণ স্থান আছে। শ্বেতদ্বীপ— চারিখণ্ডে চতুর্দ্দিকে বিভক্ত। এক এক ভাগে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-ধাম। সেই বিভক্ত ধামচতুষ্টয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চারি পুরুষার্থ, এবং তত্তৎপুরুষার্থের হেতুস্বরূপ মন্ত্রাত্মক ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব, এই চারিটি বেদের দ্বারা আবৃত। অষ্টদিক্ এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদিক্‌ক্রমে দশটি শূল নিবদ্ধ আছে। অষ্টদিক্—মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ ও নীল, এই আটটি রত্ন দ্বারা শোভিত। মন্ত্ররূপা দশদিক্‌পাল দশদিকে বর্ত্তমান। শ্যামবর্ণ,

গৌরবর্ণ, রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ পার্ষদসকল এবং বিমলা, প্রভৃতি অদ্ভুত শক্তিসকল সর্ব্বদিকে শোভা পাইতেছে।।৫।।

তাৎপর্য্য। গোকুল—মুখ্যরূপে প্রেমভক্তিরই পীঠ, সুতরাং ভৌম-ব্রজমণ্ডলগত যমুনা, গোবর্ধন, শ্রীকুণ্ড প্রভৃতি সমস্তই তাহার অভ্যন্তরে আছে। আবার বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য তথায় দিগ্ব্যাপিস্বরূপে প্রতীয়মান। চতুর্ব্যূহ-বিলাসসকল তথায় যথাস্থানে আছে। সেই চতুর্ব্যূহ-বিলাস হইতে প্রকটিত হইয়াই পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ বিস্তৃত। বৈকুণ্ঠের মোক্ষ এবং লোকাদি-গত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম মূল-বীজরূপে গোকুলের যথাস্থানে অবস্থিত। বেদও তথায় গোকুলনাথের গান-তৎপর। কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত যাঁহারা কেবল চিন্তার দ্বারাই গোলোকগমনাদি চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নিবারক দশদিকে দশটি নৈরাশরূপ শূল রহিয়াছে। যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে আসিতে গেলে সেই দশটি শূলে বিদ্ধ হইয়া দাম্ভিক লোকগণ পরাহত হন। ব্রহ্মধামে নির্ব্বাণই উপাদেয়; তাহাই শূলরূপে গোলোকের আবরণ। 'শূল'-অর্থে ত্রিশূল; জড়ীয় ত্রিগুণ ও ত্রিকালগত পরিচ্ছেদই 'ত্রিশূল'। গোলোকাভিমুখে যে অষ্টাঙ্গযোগী বা নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞানী ধাবমান হন, তিনি সেই দশদিক্‌স্থিত ত্রিশূলকর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া নৈরাশ-গর্ত্তে পতিত হন। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যমূলক-ভক্তিমার্গে গোলোকাভিমুখে গমন করেন, তাঁহারা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং মহাপদ্মাদি ঐশ্বর্য্যনিধি দেখিয়া শ্রীগোলোকের আবরণ-ভূমিরূপ বৈকুণ্ঠতত্ত্বেই মুগ্ধ থাকেন। যাঁহাদের বুদ্ধি আরও শিথিল, তাঁহারা মন্ত্ররূপী দশদিক্ পালের অধীন হইয়া সপ্তলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে গোলোক দুর্জ্ঞেয় ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছেন। কেবল শুদ্ধপ্রেমভক্তিদ্বারাই সমাগত ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য যুগধর্ম্ম-প্রচারক ভগবৎস্বরূপসকল তথায় সর্ব্বদা অগ্রসর; তাঁহারা নিজ-নিজ বর্ণানুরূপ পার্ষদ-পরিবেষ্টিত; গোকুলে শ্বেতদ্বীপই তাঁহাদের ধাম। এইজন্যই ব্যাসাবতার "শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপগ্রাম" ইত্যাদি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্বেতদ্বীপ মধ্যেই গোকুল-লীলার পরিশিষ্ট নবদ্বীপ-লীলা নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং গোলোক—একই অখণ্ড-তত্ত্ব, কেবল প্রেম-বৈচিত্র্যগত অনন্তভাববিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন। ইহাতে আর একটি নিগূঢ়তত্ত্ব পরমপ্রেমভক্ত মহাজনগণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপা হইতে অবগত হইয়াছেন।

তাহা এই যে, জড়জগতে উৰ্দ্ধাধঃক্রমে চতুর্দ্দশলোক; কামী, কৰ্ম্মী গৃহস্থগণ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-রূপ ত্রিলোকীমধ্যে গমনাগমন করেন। বৃহদ্‌ব্রত ব্রহ্মচারী, তাপস ও সত্যপরায়ণ শান্তপুরুষগণ নিষ্কামধর্ম্ম-যোগে মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক পর্য্যন্ত গমনাগমন করেন। তাহারই উৰ্দ্ধভাগে চতুর্ম্মুখ-ধাম এবং তদুর্দ্ধে ক্ষীরোদকশায়ীর বৈকুণ্ঠ। সন্ন্যাসী পরমহংসগণ এবং হরিহত দৈত্যগণ বিরজা পার হইয়া অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লোক অতিক্রম করতঃ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে আত্মলোপ-রূপ নিৰ্ব্বাণ লাভ করেন। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্যপ্রিয় জ্ঞানভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপরভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ পরব্যোমাত্মক অপ্রাকৃত নারায়ণধামে স্থিতি লাভ করেন। ব্রজানুগত পরম-মাধুর্য্যগত ভক্তগণ কেবল গোলোকধাম লাভ করেন। রসভেদে ভক্তগণের গোলোকে পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা নির্ণীত আছে। শুদ্ধব্রজানুগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোকে এবং শুদ্ধনবদ্বীপানুগত ভক্তগণ গৌরলোকে অবস্থিত হন। ব্রজ ও নবদ্বীপের ঐক্যগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোক ও গৌরলোকে যুগপৎ সেবা-সুখ লাভ করেন। অতএব শ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থে শ্রীজীব বলিয়াছেন, —“যস্য খলু লোকস্য গোলোকস্তথা গোগোপাবাসরূপস্য শ্বেতদ্বীপতয়া চানন্যস্পৃষ্টঃ পরমশুদ্ধতা-সমুদ্বুদ্ধস্বরূপস্য তাদৃশ-জ্ঞানময়-কতিপয়মাত্র-প্রমেয়-পাত্রতয়া তত্তৎপরমতা মতা, পরম-গোলোকঃ পরমঃ শ্বেতদ্বীপ ইতি।” অর্থাৎ সেই পরমলোককে গো-গোপাবাস বলিয়াই ‘গোলোক’ বলা যায় অর্থাৎ ইহাই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-রসলীলা-পীঠ; আবার সেই পরম লোককেই অনন্যস্পৃষ্ট পরমশুদ্ধতা-প্রকটিত কোন অবিচিন্ত্যস্বরূপের তাদৃশ-জ্ঞানময় কতিপয় রসবিষয়স্বরূপের আস্বাদন-পীঠরূপ ‘শ্বেতদ্বীপ’ বলা যায়। এইরূপ পরম-গোলোক এবং পরম-শ্বেতদ্বীপরূপ স্বরূপদ্বয়ই অখণ্ডরূপে গোলোকধাম। মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজলীলারূপ কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াও রসের সৰ্ব্বাংশের আস্বাদনরূপ সুখ লাভ করিতে না পারিয়া কৃষ্ণরসাশ্রয়রূপিণী রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণ আস্বাদনরূপা যে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য শ্বেতদ্বীপরূপ গোলোক নিত্য-প্রকটিত। তদ্ভাব যথা,—“শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী-গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ।।” অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কি -প্রকার, আমার অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কি-প্রকার, এবং আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি-সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ-বশতঃ কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীজীবগোস্বামীর গূঢ় আশয় ইহাতে প্রকাশিত হইল। বেদেও বলিয়াছেন,— “রহস্যং তে বদিস্যামি,—জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি,—‘একো দেবঃ সর্ব্বরূপী মহাত্মা গৌর-রক্ত-শ্যামল-শ্বেতরূপশ্চৈতন্যাত্মা। স বৈ চৈতন্যশক্তির্ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ।।” অর্থাৎ তোমাকে রহস্য বলি, শুন,—গোলোকাখ্য-ধামে নবদ্বীপে জাহ্নবীতীরে দ্বিভুজ, সর্ব্বাত্মা, মহাপুরুষ, মহাত্মা, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত, শুদ্ধসত্ত্বরূপ গোবিন্দ গৌরচন্দ্র লোকে শুদ্ধভক্তি প্রকাশ করেন। তিনি—এক দেব, সর্ব্বরূপী, মহাত্মা এবং গৌর, রক্ত, শ্যাম ও শ্বেতরূপী যুগাবতার। তিনি—সক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ, চিচ্ছক্তিসম্পন্ন, ভক্তরূপ, ভক্তিদাতা এবং ভক্তিদ্বারা বেদ্য। “আসন বর্ণাস্ত্রয়ঃ” “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং”, “যদা পশ্যঃ পশ্যতি রুক্মবর্ণং”, “মহান্ প্রভুর্বৈ” ইত্যাদি বহুশাস্ত্র-বাক্য-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গৌরচন্দ্র কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হইয়াও যে গৌররূপে নিত্যনবদ্বীপরূপ গোলোকে রাধাকৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদন-পর হইয়া বিরাজমান, তাহা এই সকল বেদবাক্যেও প্রতীত হয়। যোগমায়া-বলে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের যেরূপ ভৌম-গোকুলে জন্মাদি, সেইরূপ যোগমায়া বলেই শ্রীগৌরস্বরূপের ভৌম-নবদ্বীপের শচীগর্ভে জন্মাদিলীলা হইয়া থাকে; —ইহা স্বাধীন চিদ্বিজ্ঞান-তত্ত্ব, মায়াধীনচিন্তা-প্রসূতা কল্পনা নয়।।৫।।

টীকা। অথ গোকুলাবরণান্যাহ,—চতুরস্রমিতি চতুর্ভিঃ। তস্য গোকুলস্য পরিতো বহিঃ সর্ব্বতঃ ‘চতুরস্রং’ চতুষ্কোণাত্মকং স্থলং শ্বেতদ্বীপাখ্যম্। তদেতদুপলক্ষণং গোকুলাখ্যঞ্চেত্যর্থঃ। যদ্যপি গোকুলেপি শ্বেতদ্বীপমস্ত্যেব তদেবান্তরভূমিময়ত্বাৎ, তথাপি বিশেষনাম্না স্বাতন্ত্র্যত্বাত্তেনৈব তৎ প্রতীয়ত ইতি

তথোক্তম্। কিন্তু চতুরস্রেপ্যন্তর্মণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং জ্ঞেয়ম্। তথা চ স্বায়ম্ভুবাগমে —"ধ্যায়েত্তত্র বিশুদ্ধাত্মা ইদং সর্ব্বং ক্রমেণৈব" ইত্যাদিকমুক্ত্বা তন্মধ্যে "বৃন্দাবনং কুসুমিতং নানাবৃক্ষৈর্বিহঙ্গমৈঃ সংস্মরেৎ" ইত্যুক্তম্। তথা চ বৃহদ্বামনপুরাণে শ্রীভগবতি শ্রুতীনাং প্রার্থনা-পূর্ব্বকানি পদ্যানি—"আনন্দরূপমিতি যদ্বিদন্তি হি পুরাবিদঃ। তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদি দেয়ো বরো হি নঃ।। শ্রুত্বৈতদ্দর্শয়ামাস গোকুলং প্রকৃতেঃ পরম্। কেবলানুভবানন্দমাত্রমক্ষরমধ্যগম্। যত্র বৃন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।।" ইত্যাদীনি। তচ্চ চতুরস্রং 'চতুর্মূর্ত্তেঃ' চতুর্ব্যূহস্য শ্রীবাসুদেবাদিচতুষ্টয়স্য 'চতুষ্কৃতং' চতুর্ধা বিভক্তং চতুর্ধাম। কিন্তু দেবলীলত্বাৎ তদুপরি ব্যোমযানস্থা এব তে জ্ঞেয়াঃ। 'হেতুভিঃ' তত্তৎপুরুষার্থসাধনৈঃ 'মনু-রূপৈঃ' স্ব-স্ব-মন্ত্রাত্মকৈরিন্দ্রাদিভিঃ সামাদয়শ্চত্বারো বেদাস্তৈরিত্যর্থঃ। 'শক্তিভিঃ' বিমলাদিভির্গোলোকনামায়ং লোকঃ শ্রীভাগবতে সাধিতঃ। তদেবং তস্য লোকে। বর্ণিতঃ; তথা চ শ্রীভাগবতে,—"নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্। কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোব্রবীৎ। তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্। অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ।। ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্। সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ।। জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যা-কামকর্ম্মভিঃ। উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্।। ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্।। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ।। তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ। দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোধ্যগাৎ পুরা।। নন্দাদয়স্তু তদ্ দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র চ্ছন্দোভিস্তুয়মানং সুবিস্মিতাঃ।।" ইতি,— 'অতীন্দ্রিয়ম্' অদৃষ্টপূর্ব্বং; 'স্বগতিং' স্বধাম; 'সূক্ষ্মাৎ' ব্রহ্মাখ্যাং দুর্জ্জ্ঞেয়াং; 'উপাধাস্যৎ' উপধাস্যতি নঃ অস্মান্ প্রাপয়িষ্যতীতি সঙ্কল্পিতবন্ত ইত্যর্থঃ। ইতি এবং ভূতং স্বানাং তেষাং সঙ্কল্পমখিলদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ স্বয়মেব বিজ্ঞায় তেষাং সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে কৃপয়া এতদ্বক্ষ্যমাণমচিন্তয়ৎ। 'জনোসৌ ব্রজবাসী মম স্বজনঃ,— তৃতীয়ে "সালোক্যসার্ষ্টি" ইত্যাদিপদ্যে 'জনাঃ' ইতিবদুভয়ত্রাপ্যন্যজনত্বম-শ্রুতমিতি, ব্রজজনস্য তু তদীয়স্বজন তমত্বং তেন স্বয়মেব বিভাবিতং,—

"তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোয়ং মে ব্রত আহিতঃ।।" ইত্যনেন; স 'এতস্মিন্' প্রাপঞ্চিকে লোকে অবিদ্যা দেহাদাবহং বুদ্ধিস্ততঃ কামস্ততঃ কর্ম তৈঃ অবিদ্যাদিভির্যা 'উচ্চাবচাসু' দেবতির্য্যগাদিরূপাসু গতিঃ 'স্বাং গতিং ভ্রমন্' তমিস্রতয়াভিব্যক্তেস্তন্নির্বিশেষতয়া জানন্ তামেব স্বাং গতিং ন বেদেত্যর্থঃ; মদীয়-লৌকিক-লীলা-বিশেষেণ জ্ঞানাংশ-তিরোধানাদিতিভাবঃ—"ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ, কৃষ্ণরাম-কথাং মুদা। কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিদন্ ভববেদনাম্।।" ইতি দশমোক্তেরবিদ্যা-কামকর্ম্মণাং তত্রাসামর্থ্যাৎ। গোপানাং 'স্ব লোকং' গোলোকম্ অর্থাত্তান্ প্রত্যেবং দর্শয়ামাস 'তমসঃ' প্রকৃতেঃ 'পরং' দেহাদিপিহিতানাং দর্শনমশক্যমিতি প্রথমঃ দেহাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্মস্বরূপং দর্শয়ামাস। স্বরূপশক্ত্যভিব্যক্তত্বাৎ। ঋত এব সচ্চিদানন্দরূপ এবাসৌ লোক ইত্যাহ,—সত্যমিতি। সত্যমবাধ্যং জ্ঞানমজড়ম্ অনন্তমপরিচ্ছিন্নং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশং সনাতনং শশ্বৎসিদ্ধং ব্রহ্ম গুণাপায়ে গুণাপোহে জ্ঞানিনো যৎ পশ্যন্তি তৎ কৃপয়ৈব দর্শয়ামাস। অথ শ্রীবৃন্দাবনে তাদৃশ-দর্শনং কথমন্যদেশস্থিতানাং তেষাং জাতমিত্যত্রাহ,—তে তু 'ব্রহ্মহ্রদম্' অক্রূরতীর্থং কৃষ্ণেন নীতাঃ পুনশ্চ তেনৈব 'মগ্নাঃ' মজ্জিতাঃ পুনশ্চ তস্মাত্তেনৈব উদ্ধৃতাঃ উদ্ধৃত্য পুনঃ স্বস্থানং প্রাপিতাঃ সন্তো 'ব্রহ্মণঃ' পরমবৃহত্তমস্য তস্যৈব লোকং গোকুলাখ্যং দদৃশুঃ,—"মূর্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ" ইতি দ্বিতীয়ে বৈকুণ্ঠান্তরস্যাপি তত্তথাখ্যাতেঃ। কোসৌ ব্রহ্মহ্রদস্তত্রাহ,—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কৃষ্ণে নিমিত্তে সতি পূর্ব্বমক্রূরোধ্যগাৎ দৃষ্টবান্। তত্তীর্থমহিমানং লক্ষমেব বিধাতুং সেয়ং পরিপাটীতি ভাবঃ। অত্র 'স্বাং গতিম্' ইতি তদীয়তা নির্দ্দেশঃ, 'গোপানাং স্বং লোকম্' ইতিষষ্ঠী স্ব-শব্দয়োনির্দ্দেশঃ, 'কৃষ্ণম্' ইতি সাক্ষাত্তন্নির্দ্দেশশ্চ বৈকুণ্ঠান্তরং ব্যবচ্ছিদ্য শ্রীগোলোকমেব ব্যবস্থাপিতবানিতি। তথা চ হরিবংশে শক্রবচনং—"স্বর্গাদূর্ধ্বং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ। তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্।। তস্যোপরি গবাং লোকঃসাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশগতো মহান্।। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোপি পিতামহম্। লোকাস্ত্বধো দুষ্কৃতিনাং নাগলোকস্তু দারুণঃ। পৃথিবী কর্ম্মশীলানাং ক্ষেত্রং সর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ। খমস্থিরাণাং বিষয়ো বায়ুনা তুল্যবৃত্তীনাম্। গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গং সুকৃতকর্ম্মণাম্। ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ। গবামেব হি

গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ। স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবং গবাম্।।" ইতি। অত্রাপাতপ্রতীতার্থান্তরে' স্বর্গাদুর্ধ্বং ব্রহ্মলোকঃ' ইত্যুক্তং স্যাৎ 'লোকত্রয়মতিক্রম্য' ইত্যুক্তেঃ 'তত্র সোম-গতিশ্চৈব' ইতি ন সম্ভবতি চন্দ্রস্যান্যেষামপি ' জ্যোতিষাং' ধ্রুবলোকাদধস্তাদেব গতেস্তথা 'সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি' ইত্যপি নোপপদ্যতে; দেবযোনিরূপাণাং তেষাং স্বর্গলোকস্যাপি পালনমসম্ভবং, কিমুত তদুপরিলোকস্য সুরভিলোকস্য। তথা তস্য লোকস্য সুরভিলোকত্বে 'স হি সর্ব্ব গতঃ' ইত্যনুপপন্নং স্যাৎ, শ্রীভগবৎবিগ্রহ-লোকয়োরচিন্ত্যশক্তিত্বেন বিভুত্বং ঘটেত, ন পুনরন্যস্যেতি। অতএব সর্ব্বাতীতত্বাৎ 'তত্রাপি তব গতিঃ' ইতি 'অপি'-শব্দো বিস্ময়ে প্রযুক্তঃ; 'যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে' ইত্যাদিকঞ্চোক্তম্ঃ; তস্মাৎ প্রাকৃত-গোলোকাদন্য এবাসৌ গোলোক ইতি সিদ্ধম্। তথা চ মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—"এবং বহুবিধৈ-রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্।ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্।।" ইতি। তস্মাদয়মর্থঃ,—'স্বর্গ'-শব্দেন, "ভূর্লোক কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভূবর্লোকোস্য নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা।।" ইতি ভাগবতে দ্বিতীয়োক্তানুসারেণ, স্বর্লোকমারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তং লোকপঞ্চকমুচ্যতে। তস্মাৎ 'উর্দ্ধম্' উপরি 'ব্রহ্মলোকঃ' ব্রহ্মাত্মকো লোকঃ সৎচিদানন্দরূপত্বাৎ, ব্রহ্মণো ভগবতো লোকঃ ইতি বা,— "মূর্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ" ইতি দ্বিতীয়াৎ; টীকা চ— "ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ, ন তু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী" ইত্যেষা; শ্রুতিশ্চ—"এষ ব্রহ্মলোক এষ আত্মলোকঃ" ইতি। স চ 'ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিতঃ' —ব্রহ্মণো মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ, ঋষয়ঃ শ্রীনারদাদয়ঃ, গণশ্চ শ্রীগরুড়-বিষ্বক্সেনাদয়ঃ, তৈঃ সেবিতঃ। এবং নিত্যাশ্রিতানুক্ত্বা তদগমনাধিকারিণ আহ,—তত্রেতি। 'তত্র' ব্রহ্মলোকে উময়া সহ বর্ত্ততে ইতি ' সোমঃ' শ্রীশিবস্তস্য 'গতিঃ'—"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্। অব্যাকৃতং ভাগবতোথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে।।" ইতি চতুর্থে রুদ্রগীতাৎ। সোমেতি সুপাং সুপ্লুগিত্যাদিনা ষষ্ঠীলুক্ ছান্দসঃ। তদুত্তরত্রাপি গতিরিত্যন্বয়ঃ। 'জ্যোতি' ব্রহ্ম, তদৈকাত্মভাবানাং মুক্তানামিত্যর্থঃ; ন তু তাদৃশানামপি সর্ব্বেষাং, কিন্তু মহাত্মনাং মহাশয়ানাং মোক্ষানাদরতয়া ভজতাং শ্রীসনকাদিতুল্যানামিত্যর্থঃ; —"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি

মহামুনে।।" ইতি ষষ্ঠতঃ, " যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।" ইতি গীতাভ্যশ্চ, তেষ্বেব মহত্ত্বপর্য্যবসানাৎ। 'তস্য' ব্রহ্মালোকস্য 'উপরি গবাং লোকঃ' শ্রীগোলোক ইত্যর্থঃ। তঞ্চ গোলোকং 'সাধ্যাঃ' প্রাপঞ্চিকদেবানাং প্রসাদনীয়া মূলরূপা নিত্য-তদীয়-দেবগণাঃ 'পালয়ন্তি' দিক্‌পালরূপতয়া বর্ত্তন্তে,—"তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তস্তত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ" ইতি শ্রুতেঃ, "তত্র পূর্বে যে চ সাধ্যা বিশ্বে দেবাঃ সনাতনঃ। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ শুভদর্শনাঃ।।"—ইতি মহাবৈকুণ্ঠ-বর্ণনে পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ; যদ্বা, তদ্ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদেগাকুলেপি" ইতি শ্রীব্রহ্মস্তবানুসারেণ তদ্বিধ-পরমভক্তানামপি সাধ্যাঃ তাদৃশসিদ্ধিপ্রাপ্তয়ে প্রসাদনীয়াঃ শ্রীগোপগোপীপ্রভৃতয়স্তং পালয়ন্তি। তদেবং সর্ব্বোপরি গতত্বেপি 'হি' প্রসিদ্ধৌ, 'স' শ্রীগোলোকঃ 'সর্বগতঃ' শ্রীনারায়ণ ইব প্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকবস্তুব্যাপকঃ। কৈশ্চিৎ ক্রমমুক্তি-ব্যবস্থয়া তথা প্রাপ্যমাণোপ্যসৌ দ্বিতীয়স্কন্ধবর্ণিত-কমলাসনদৃষ্টবৈকুণ্ঠবৎ শ্রীব্রজবাসিভিরত্রাপি যস্মাদ্দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। অতএব 'মহান্' ভগবদ্রূপ এব,—"মহান্তং বিভুমাত্মানম্" ইতি শ্রুতেঃ। অত্র হেতুঃ,—'মহাকাশং' পরমব্যোমাখ্যং ব্রহ্মবিশেষণলাভাৎ, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি ন্যায়সিদ্ধেশ্চ; 'তদগতঃ'—ব্রহ্মকারোদয়ানন্তরমেব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তের্যথাজা-মিলস্য। তদেবম্ 'উপর্য্যুপরি' সর্ব্বোপর্য্যপি বিরাজমানে 'তত্র' শ্রীগোলোকেপি 'তব গতিঃ' শ্রীগোবিন্দরূপেণ ক্রীড়া বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অতএব সা গতিঃ সাধারণী ন ভবতি, কিন্তু 'তপোময়ী'—তপোত্রানবচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যম; সহস্রনামভাষ্যেপি---"পরমং যো মহত্তপঃ" ইত্যত্র তথা ব্যাখ্যাতম্; "স তপোতপ্যত" ইতি পরমেশ্বর-বিষয়ক-শ্রুতেঃ,—ঐশ্বর্য্যং প্রকাশয়দিতি হি তত্রার্থঃ। অতএব ব্রহ্মাদিভির্দুর্বিতর্ক্যত্বমাহ,—যামিতি। অধুনা তস্য গোকুল ইত্যাখ্যা বীজমভিব্যঞ্জয়তি,—গতিরিতি। 'ব্রাহ্মে' ব্রহ্মলোকপ্রাপকে 'তপসি' শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-মনঃ-প্রণিধানে 'যুক্তানাং' রতচিত্তানাং তদেকপ্রেমভক্তানামিত্যর্থঃ; —"যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি শ্রুতেঃ। 'ব্রহ্মালোকঃ' বৈকুণ্ঠ-লোকঃ, 'পরা' প্রকৃত্যতীতা। 'গবাং' ব্রজবাসিমাত্রাণাং—"মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্" ইতি শ্রীদশমাৎ,—তেষাং স্বতস্তদ্ভাবভাবিতানাঞ্চ সাধনবসাদিত্যর্থঃ। অতস্তদ্ভাব-

স্যাপ্যসুলভত্বাদ্ 'দূরারোহা' দুষ্প্রাপ্যান্যেষাং তপআদিনা। 'ধৃতঃ' রক্ষিতঃ শ্রীগোবর্ধনোদ্ধরণেঽপি তথা স চক্ষুষামেব লোকঃ প্রদৃষ্টঃ। "তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভুরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভুরি।।" ইতি; ব্যাখ্যাতঞ্চ,—'তা' তানি 'বাং' যুবয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ, 'বাস্তূনি' লীলাস্থানানি 'গমধ্যৈ' প্রাপ্তুম 'উশ্মসি' কাময়ামহে। তানি কিম্বিশিষ্টানি?—'যত্র' যেষু 'ভূরিশৃঙ্গাঃ' মহাশৃঙ্গো গাবো বসন্তি; যথোপনিষদি—ভূরিবাক্যে ধর্ম্মপরেণ ভূরিশব্দেন মহিষ্ঠমেবোচ্যতে, ন তু বহুতরমিতি বহু শুভলক্ষণ ইতি বা। 'অয়াসঃ' শুভাঃ—"অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ" ইত্যমরঃ, 'দেবাসঃ' ইতিবৎ যুষন্তপদমিদম্। 'বৃষ্ণঃ' সর্ব্বকামদুঘস্যেতি। 'অত্র' ভূমৌ তল্লোকো বেদে প্রসিদ্ধঃ শ্রীগোলোকাখ্যঃ। 'উরুগায়স্য' স্বদ্মং ভগবতঃ 'পদং' স্থানং 'ভুরি' বহুধা অবভাতি ইতি 'আহ' বেদ ইতি; যথা যজুঃসু মাধ্যন্দিনীয়ে স্তূয়তে,---"ধামান্যুশ্মসীতি বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি" ইতি চাত্র প্রকরণান্তরং পঠন্তি। শেষং সমানম্।।৫।।

এবং জ্যোতির্ম্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ।
আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ।।৬।।

অন্বয়। এবং (এবম্বিধ ঐশ্বর্য্যশালী) দেবঃ (গোকুলেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব) জ্যোতির্ম্ময়ঃ (চিন্ময়পরমেশ্বর) সদানন্দং (সদানন্দস্বরূপ) পরাৎপরঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর)। তস্য আত্মারামস্য (সেই চিন্ময় আত্মজগতে রমণশীল গোবিন্দের) প্রকৃত্যা (জড়া প্রকৃতি মায়ার সহিত) সমাগমঃ (সঙ্গ অর্থাৎ মিলন) ন অস্তি নাই)।।৬।।

অনুবাদ। সেই গোকুলেশ্বর চিন্ময় পরমেশ্বর---সদানন্দস্বরূপ; তিনি---পরাৎপর এবং চিন্ময় আত্মজগতেই রমণপরায়ণ; জড়া প্রকৃতি মায়ার সহিত তাঁহার সঙ্গ নাই।।৬।।

তাৎপর্য্য। সেই কৃষ্ণের একমাত্র পরা শক্তি স্বয়ং চিৎশক্তিরূপে গোলোক বা গোকুললীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় তটস্থ-শক্তিগত জীবগণও সেই

লীলায় প্রবেশ প্রাপ্ত হন। সেই চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা অপরা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—গোলোকের আবরণ-স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠের শেষ-সীমা ব্রহ্মধাম এবং তাহার পর যে বিরজা-নদী, তাহার অপর-পারে অবস্থিতি করেন। এরূপ পরিশুদ্ধ অবস্থায় সেই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, কৃষ্ণের সঙ্গ পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার দৃষ্টিপথের পথিক হইতেও লজ্জা বোধ করেন।।৬।।

টীকা। অথ মূলব্যাখ্যামনুসরামঃ। বিরাট্-তদন্তর্যামিনোরভেদবিবক্ষয়া পুরুষসূক্তাদাবেক-পুরুষত্বং যথা নিরূপিতং, তথা গোলোক তদধিষ্ঠাত্রোরপ্যাহ,—এবমিতি। 'দেবঃ' গোলোকস্তদধিষ্ঠাতৃ-শ্রীগোবিন্দরূপঃ। 'সদানন্দঃ' ইতি তৎস্বরূপ ইত্যর্থঃ; নপুংসকত্বং—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। 'আত্মা-রামস্য' অন্যনিরপেক্ষস্য; 'প্রকৃত্যা' মায়য়া 'ন সমাগমঃ' যথোক্তং দ্বিতীয়ে—"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে" (ভাঃ ২।৯।১০) ইতি।।৬।।

মায়য়াঽরমমাণস্য ন বিয়োগস্তয়া সহ।

আত্মনা রময়া রেমে ত্যক্তকালং সিসৃক্ষয়া।।৭।।

অন্বয়। মায়য়া (বহিরঙ্গাপ্রকৃতি মায়ার সহিত) অরমমাণস্য (সাক্ষাদ্ভাবে রমণ বা মিলনশূন্য গোবিন্দের কিন্তু) তয়া সহ (সেই মায়ার সহিত) বিয়োগঃ ন (সম্পূর্ণবিয়োগ বা বিচ্ছেদও নাই), আত্মনা রময়া রেমে (কারণ নিজের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির সহিতই রমণশীল হইলেও) সিসৃক্ষয়া (প্রাপঞ্চিক জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায়) ত্যক্তকালং (কালশক্তিপ্রেরণরূপ ঈক্ষণদ্বারা গৌণভাবে রমণ করেন।)।।৭।।

অনুবাদ। কৃষ্ণ—বহিরঙ্গা মায়ার সহিত অ-রমমাণ পুরুষ, অর্থাৎ তিনি বহিরঙ্গা মায়াকে রমণ করেন না। তথাপি সেই পরমতত্ত্বের সহিত মায়ার সর্ব্বতোভাবে বিয়োগ বা বিচ্ছেদ নাই। প্রাপঞ্চিক-জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় আত্ম-চিচ্ছক্তি রমার সহিত যুক্ত হইয়া কালশক্তি-প্রেরণ-রূপ ঈক্ষণ-দ্বারা যে রমণ করেন, তাহা—গৌণ।।৭।।

তাৎপর্য্য। মায়াশক্তির সহিত কৃষ্ণের সঙ্গ সাক্ষাদ্ভাবে হয় না, গৌণভাবে হয়; তদীয় বিলাস-পীঠ-বৈকুণ্ঠের মহা-সঙ্কর্ষণাংশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার-

দ্বারা (রূপে) মায়াকে ঈক্ষণ করেন। তদীক্ষণ-কার্য্যেও মায়ার সহিত সঙ্গ নাই; কেননা, চিচ্ছক্তি রমা তৎকালে তদ্বশবর্ত্তিনী অনপায়িনী শক্তিরূপে সেই ঈক্ষণ-কার্য্য বহন করেন। বহিরঙ্গা মায়া সেই রমাদেবীর দাসীরূপে রমার সহিত রমমাণ ভগবদংশের সেবা করেন, এবং কালবৃত্তিই—সেই রমার কার্য্যকরণ-বিক্রম, সুতরাং সৃষ্টিপ্রভাব বা পৌরুষ।।৭।।

টীকা। অথ প্রপঞ্চাত্মনস্তদংশস্য পুরুষস্য তু ন তাদৃশত্বমিত্যাহ,—মায়য়েতি প্রাকৃতপ্রলয়েপি তস্মিংস্তস্যা লয়াৎ—"যস্যাংশাংশাংশভাগেন" ইত্যাদেঃ। ননু তর্হি জীববত্তল্লিপ্তত্বেনানীশ্বরত্বং স্যাৎ? তত্রাহ,—আত্মনেতি। স তু 'আত্মনা' অন্তর্বর্ত্ত্যা তু 'রময়া' স্বরূপশক্ত্যৈব 'রেমে' রতিং প্রাপ্নোতি, বহিরেব মায়য়া সেব্য ইত্যর্থঃ; —"এষ প্রসন্ন-বরদো রময়াত্মশক্ত্যা যদ্যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ" (ভাঃ ৩।৯।২৩) ইতি তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবাৎ; "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" (ভাঃ ১।৭।২৩) ইতি প্রথমে শ্রীমদর্জ্জুনবাক্যাচ্চ। তর্হি তৎপ্রেরণং বিনা কথং সৃষ্টিঃ স্যাৎ? তত্রাহ,—"সিসৃক্ষয়া' স্রষ্টুমিচ্ছায়া 'ত্যক্তঃ' সৃষ্ট্যর্থং প্রহিতঃ 'কালঃ' যস্মাৎ তাদৃশং যথা স্যাত্তথা রেমে। প্রথমান্তপাঠস্তু সুগমঃ। তৎপ্রভাবরূপেণ তেনৈব সা সিধ্যতীতি ভাবঃ; —"প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্" (ভাঃ ৩।২৬।১৬) ইতি, "কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্।।" (ভাঃ ৩।৫।২৬) ইতি চ তৃতীয়াৎ।।৭।।

নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশং তদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
যা যোনিঃ সা পরা শক্তিঃ কামো বীজং * মহদ্ধরেঃ।।৮।।

অন্বয়। সা রমা (সেই ভগবৎসহ রমণকারিণী) দেবী (স্বপ্রকাশরূপা শক্তিই) নিয়তিঃ (স্বরূপভূত ভগবচ্ছক্তি); তৎপ্রিয়া (তিনি ভগবৎপ্রীতি-দান-কারিণী)

*কোন কোন সংস্করণে 'কামবীজং' স্থানে 'কামোবীজং' পাঠ দৃষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই পাঠ অনুসারে তাৎপর্য্য দান করিয়াছেন। অন্বয়টি টীকানুযায়ী প্রদত্ত হইল।

তদ্বশং (এবং ভগবদ্‌বশবর্ত্তিনী)। তদা (সৃষ্টিকালে) তৎ লিঙ্গং (শ্রীকৃষ্ণাংশ সঙ্কর্ষণের স্বাংশজ্যোতিরূপ কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নস্থানীয়) জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ (জ্যোতীরূপ সনাতন যে অংশ) ভগবান্ শম্ভুঃ (তিনিই ভগবান শম্ভু বলিয়া কথিত হন)। যা যোনিঃ (সেইরূপ অপ্রকটরূপা যোগমায়ার যিনি যোনিস্থানীয় বা ছায়ারূপ অংশ) সা অপরা শক্তিঃ (তিনিই অপরা অর্থাৎ মায়ানাম্নী শক্তি)। হরেঃ (সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে সেই গোবিন্দের অংশ কারণবারিশায়ী প্রথমপুরুষের) কামঃ (সৃষ্টির জন্য মায়ার প্রতি দর্শন-ইচ্ছা জন্মে); মহৎ (তিনি সেই দর্শনরূপ ক্রিয়াদ্বারা প্রপঞ্চ ও জীবগণের সহিত মহৎ-তত্ত্বরূপ) বীজং (বীজ বা বীর্য্য মায়াতে প্রদান করেন)।।৮।।

অনুবাদ। (সেই গৌণরূপ মায়াসঙ্গের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে।) চিচ্ছক্তিরূপা রমাদেবী—নিয়তিরূপা ভগবৎপ্রিয়া। সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চ-রচনোন্মুখ কৃষ্ণাংশের যে স্বাংশ-জ্যোতিঃ উদিত হয়,তাহাই ভগবান্ শম্ভুরূপ ভগবল্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রকটিত-চিহ্নবিশেষ; তাহাই সনাতন-জ্যোতির আভাস। সেই লিঙ্গ—নিয়তির বশীভূত প্রপঞ্চোৎপাদকাংশ। নিয়তি হইতে যে প্রসবিনী শক্তির উদয় হয়, তাহাই অপরা শক্তি যোনিরূপা মায়ার স্বরূপ। তদুভয়সংযোগই হরির মহত্তত্ত্ব-রূপ প্রতিফলিত কামবীজ।।৮।।

তাৎপর্য্য। সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ; কারণ-বারিতে আদ্যাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করতঃ তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ। তৎপ্রতিফলিত জ্যোতির আভাস-রূপই শম্ভু-লিঙ্গ; তাহাই রমা-শক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখনই মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মহাবিষ্ণুসৃষ্ট কামের প্রথম উদয়কে হিরন্ময় মহত্তত্ত্ব বলে; তাহাই সৃষ্ট্যুন্মুখ মনোরূপি-তত্ত্ব। ইহাতে গূঢ়-বিচার এই যে, নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করেন। নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি, এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ। মহাবিষ্ণু—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্ত্তা। দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্বই উপাদান, এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই মায়া। তদুভয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময়-তত্ত্বই প্রপঞ্চ-প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ। এই তিনই সৃষ্টিকর্ত্তা। গোলোকে যে কামবীজ, তাহা—

বিশুদ্ধ চিন্ময়, এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহা—ছায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির কামবীজ। প্রথমোক্ত কামবীজ—মায়ার আদর্শ হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, এবং দ্বিতীয়োক্ত কামবীজ—মায়িক প্রতিফলন। পরবর্ত্তী দশম ও পঞ্চদশ শ্লোকে শম্ভুর উদয়প্রক্রিয়া লিখিত হইয়াছে।।৮।।

টীকা। ননু রমৈব সা কা? তত্রাহ,—নিয়তিরিত্যর্দ্ধেন। নিয়ম্যতে স্বয়ং ভগবত্যেব নিয়তা ভবতীতি 'নিয়তিঃ' স্বরূপভূতা তচ্ছক্তিঃ; ' দেবী' দ্যোতমানা স্বপ্রকাশরূপা ইত্যর্থঃ; তদুক্তং দ্বাদশে,—"অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ" (ভাঃ ১২।১১।২০) ইতি; টীকা চ,—"অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ; তত্র হেতুঃ—সাক্ষাদাত্মন ইতি; স্বরূপস্য চিদ্রূপত্বাত্তস্যাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ" ইত্যেষা। অত্র সাক্ষাচ্ছব্দেন—"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা পথেমুয়া" (ভাঃ ২।৫।১৩) ইত্যাদুক্তা মায়া নেতি ধ্বনিতম্। তত্র 'অনপায়িনীত্বং' যথা বিষ্ণুপুরাণে—"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম।" ইতি, "এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী।।" ইতি চ। ননু কুত্রাপি শিবশক্ত্যোঃ কারণতা শ্রূয়তে? তত্র বিরাড্ বর্ণনবৎ কল্পনয়া তে তদঙ্গবিশেষত্বেনাহ,—তল্লিঙ্গমিতি। "তস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা' ইতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ প্রপঞ্চাত্মনস্তস্য মহাভগবদংশস্য স্বাংশজ্যোতিরাচ্ছন্নত্বাদপ্রকটরূপস্য পুরুষস্য 'লিঙ্গং' লিঙ্গ স্থানীয়ো যোংশ প্রপঞ্চোৎপাদকাংশঃ, স এব শম্ভুঃ; অন্যস্ত্র তদাবির্ভাব-বিশেষত্বাদেব শম্ভুরুচ্যত ইত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ,—"ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ" ইত্যাদি। তথা তস্য বীর্যাধানস্থানীয়-মায়ায়া অপ্যপ্রকটন রূপায়া যা 'যোনিঃ' যোনি-স্থানীয়োংশঃ, সৈব 'অপরা' প্রধানাখ্যা শক্তিরিতি পূর্ব্ববৎ। তত্র চ 'হরেঃ' তস্য পুরুষাখ্য-হর্য্যংশস্য 'কামো' ভবতি,—সৃষ্ট্যর্থং-তদ্দিদৃক্ষা জায়ত ইত্যর্থঃ। ততশ্চ 'মহৎ' ইতি সজীব-মহত্তত্ত্বরূপং সপ্রপঞ্চরূপং বীজমাহিতং ভবতীত্যর্থঃ;—"সোকাময়ত" ইতি শ্রুতেঃ "কালবৃত্ত্যা" (ভাঃ ৩।৫।২৬) ইত্যাদি তৃতীয়াচ্চ।।৮।।

লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরী-প্রজাঃ।।৯।।

অন্বয়। লিঙ্গযোন্যাত্মিকা (লিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষশক্তি বা উপাদানকারণ, যোনি অর্থাৎ স্ত্রীশক্তি বা নিমিত্ত-কারণ; এই লিঙ্গযোন্যাত্মক অর্থাৎ এই উভয়ের সংযোগবিধানক্রমে) ইমাঃ (এই জগতের সমস্ত) মাহেশ্বরী-প্রজাঃ (মহেশ্বরীর প্রজা অর্থাৎ সমস্তলোকসহ দেব-মানবাদি সকলেই মায়িক ঐশ্বর্য্য হইতে) জাতাঃ (উৎপন্ন হইয়াছে)।।৯।।

অনুবাদ। এই জগতের সমস্ত মাহেশ্বরী প্রজাই--লিঙ্গযোনিস্বরূপ।।৯।।

তাৎপর্য্য। ভগবানের চতুষ্পাদ-বিভূতিই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। তন্মধ্যে অশোক, অমৃত ও অভয়--এই ত্রিপাদ-বিভূতিই বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি-গত ঐশ্বর্য্য। এই মায়িক-জগতে দেব-মানবাদি, সকলেই সমস্ত-লোক-সহ মায়িক মহৈশ্বর্য্যবিশেষ; সকল-বস্তুই উপাদান-নিমিত্ত-ভেদে লিঙ্গ- যোন্যাত্মক, অর্থাৎ লিঙ্গযোনি-সংযোগবিধানক্রমে উৎপন্ন। জড়ীয়বিজ্ঞানদ্বারা যত কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সকলই এইরূপ সংযোগ-স্বভাব-সম্পন্ন; বৃক্ষ, লতা, এমন কি, সমস্ত জড়বস্তুই পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগস্বরূপ। বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, যদিও লিঙ্গ-যোন্যাদি শব্দসকল অশ্লীল, তথাপি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এইসকল তত্ত্বসূচক বাক্য—অত্যন্ত উপাদেয় এবং অর্থপ্রসূ। অশ্লীলতা—কেবল সামাজিক-ব্যবহারগত ভাবমাত্র, কিন্তু বিজ্ঞান ও পরম-বিজ্ঞান সামাজিক-ব্যবহারকে অপেক্ষা করিয়া সত্যবস্তু ধ্বংস করিতে পারে না। সুতরাং জড়জগতের মূলতত্ত্ব যে মায়িক কামবীজ, তাহা দেখাইতে হইলে অনিবার্য্যরূপে ঐ সমস্ত শব্দই ব্যবহার্য্য হয়। এই সমস্ত শব্দের ব্যবহারদ্বারা কেবল পুরুষ-শক্তি অর্থাৎ কর্ত্তৃপ্রধান ক্রিয়াশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধান ক্রিয়াশক্তি বুঝিতে হইবে।।৯।।

টীকা। অতঃ শিবশাস্ত্রমপি তদ্বিশেষাবিবেকাদেব স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবর্ত্ততে, বস্তুতস্তু পূর্ব্বাভিপ্রায়ত্বমেবেত্যাহ,—লিঙ্গেত্যর্দ্ধেন। 'মাহেশ্বরী' মাহেশ্বর্য্যঃ।।৯।।
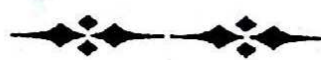
শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ।।১০।।

অন্বয়। সঃ অয়ং পুরুষঃ (সেই উপাদানময় এই পুরুষ) লিঙ্গরূপী (চিহ্নস্থানীয়) মহেশ্বরঃ (মহেশ্বর শম্ভুই) শক্তিমান্ (নিমিত্তাংশ-মায়ারূপ-শক্তিযুক্ত)। তস্মিন্ লিঙ্গে (সেই লিঙ্গস্থানীয় পুরুষে) জগৎপতিঃ (সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী ও অধীশ্বর) মহাবিষ্ণুঃ (কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষ) আবিঃ অভুৎ (ঈক্ষণাংশে আবির্ভূত হইলেন)।।১০।।

অনুবাদ। উপাদানময় পুরুষ লিঙ্গরূপী মহেশ্বর শম্ভুই—নিমিত্তাংশ-মায়ারূপ-শক্তি-যুক্ত। জগৎপতি মহাবিষ্ণু তাঁহাতে ঈক্ষণাংশে আবির্ভূত।।১০।।

তাৎপর্য্য। চিদৈশ্বর্য্য প্রধান পরব্যোমে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনারায়ণ বিরাজমান। তাঁহার ব্যূহগত মহাসঙ্কর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহাংশ। তিনি চিচ্ছক্তিবলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িক-জগতের মধ্যসীমা-রূপা বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়া-রূপা মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই চিদীক্ষণ-স্বরূপাভাসরূপ রূদ্ররূপী দ্রব্যশক্তিময় প্রধান-পতি শম্ভু নিমিত্তাংশ-মায়ার সহিত সঙ্গ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্‌বলরূপ মহাবিষ্ণুর প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান, এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবতাররূপে অনুকূল হইলেই মহতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশসমূহই জীবরূপে উদিত। তাহা পরে বিবৃত হইবে।।১০।।

টীকা। শক্তিমানিত্যর্ধেন তদেবানূদ্য তস্মিন্ পূর্ব্বোক্তস্যাপ্রকটরূপস্য প্রকটরূপতয়া পুনরভিব্যক্তিরিত্যাহ,—তস্মিন্নিত্যর্ধেন। তস্মাল্লিঙ্গরূপী প্রপঞ্চোৎ-পাদকস্তদংশোপি শক্তিমান্ পুরুষো মহেশ্বর উচ্যতে। ততশ্চ 'তস্মিন্' ভূতসূক্ষ্ম-পর্য্যন্ততাং প্রাপ্তে 'লিঙ্গে' স্বয়ং তদংশী 'মহাবিষ্ণুরাবিরভূৎ' প্রকটরূপেণাবির্ভবতি; যতো 'জগৎপতিঃ' জগতাং 'সর্ব্বেষাং' পরাবরেষাং জীবানাং স এব পতিরিতি ।।১০।।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

সহস্রবাহুর্বিশ্বাত্মা সহস্রাংশ সহস্রসূঃ।।১১।।

অন্বয়। পুরুষঃ (সেই জগৎপতি মহাবিষ্ণুরূপ প্রথম পুরুষের) সহস্রশীর্ষা (সহস্র সহস্র মস্তক), সহস্রাক্ষঃ (সহস্র সহস্র লোচন), সহস্রপাৎ (সহস্র সহস্র পদ), সহস্রবাহুঃ (সহস্র সহস্র বাহু), সহস্রাংশ (সহস্র সহস্র অংশে সহস্র সহস্র অবতার) বিশ্বাত্মা (এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী) সহস্রসূঃ (সহস্র সহস্র জনকে সৃষ্টি করেন)।।১১।।

অনুবাদ। সেই জগৎপতি মহাবিষ্ণুর সহস্র-সহস্র মস্তক, সহস্র-সহস্র লোচন, সহস্র-সহস্র চরণ, সহস্র-সহস্র বাহু, সহস্র সহস্র অংশে সহস্র-সহস্র অবতার এবং তিনি বিশ্বাত্মা এবং সহস্র-সহস্র জনকে সৃষ্টি করেন।।১১।।

তাৎপর্য্য। সেই সর্ব্ববেদ-স্তবনীয় মহাবিষ্ণু—অনন্ত-কারণ-শক্তিবিশিষ্ট এবং অবতারসকলের মূল আদ্যাবতার পুরুষ।।১১।।

টীকা। তদেব রূপং বিবৃণোতি,—সহস্রশীর্ষেতি। সহস্রমংশা অবতারা যস্য স 'সহস্রাংশঃ'; সহস্রং সূতে সৃজতি যঃ স 'সহস্রসূঃ'; সহস্রশীর্ষেতি সহস্র-শব্দঃ সর্ব্বত্রাসংখ্যতা-পরঃ। দ্বিতীয়ে চ রূপমিদমুক্তম্—"আদ্যোবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" (ভাঃ ২।৬।৪২) ইত্যস্য টীকায়াং—"পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতি প্রবর্ত্তকঃ, 'যস্য সহস্রশীর্ষ' ইত্যাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোবতারঃ" ইতি।।১১।।

নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ।

আবিরাসীৎ কারণার্ণো-নিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।

যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্।।১২।।

অন্বয়। সঃ ভগবান্ (সেই ভগবান্ মহাবিষ্ণুই) সঙ্কর্ষণাত্মকঃ নারায়ণঃ (গোলোকস্থ মূল-সঙ্কর্ষণের প্রকাশবিগ্রহ পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অংশ প্রথমপুরুষাবতার; তিনি মায়িক জগতে নারায়ণ-নামে কথিত হন)। তস্মাৎ

সনাতনাৎ (সেই সনাতন পুরুষ হইতেই) কারণার্ণোনিধিঃ (কারণার্ণব-নামক সমুদ্রের) আপঃ (জলরাশি) আবিঃ আসীৎ (উৎপন্ন হইয়াছে), তস্মিন্ যোগনিদ্রাং গতঃ (তিনি সেই জলে স্বরূপানন্দসমাধিগত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন), স্বয়ং মহান্ (নিজে পরমপুরুষ ভগবান্) সহস্রাংশঃ (এবং সহস্র সহস্র অংশে সহস্র সহস্র অবতার গ্রহণ করেন)।।১২।।

অনুবাদ। সেই মহাবিষ্ণুই মায়িক-জগতে 'নারায়ণ'-নামে উক্ত। সেই সনাতন-পুরুষ হইতেই কারণসমুদ্র-জল উৎপন্ন হইয়াছে। পরব্যোমস্থ-সঙ্কর্ষণাংশ সেই সহস্রাংশ পরম-পুরুষ ভগবান্ তাহাতে যোগনিদ্রাগত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন।।১২।।

তাৎপর্য্য। স্বরূপানন্দ-রূপ আনন্দ-সমাধিই 'যোগনিদ্রা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রমাদেবীই যোগমায়ারূপা 'যোগনিদ্রা'।।১২।।

টীকা। অয়মেব কারণার্ণবশায়ীত্যাহ,—নারায়ণ ইতি সার্দ্ধেন। অতঃ আপ এব 'কারণার্ণো-নিধিরাবিরাসীৎ'। স তু নারায়ণঃ 'সঙ্কর্ষণাত্মকঃ' ইতি;—পূর্ব্বং গোলোকাবরণতয়া যশ্চতুর্ব্যূহমধ্যে সঙ্কর্ষণঃ সম্মতস্তস্যৈবাংশোয়মিত্যর্থঃ। অথ তস্য লীলামাহ,—যোগনিদ্রামিতি; স্বরূপানন্দ সমাধিং গত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তস্য তা অয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।।" ইতি।।১২।।

তদ্রোমবিল-জালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানি তু।।১৩।।

অন্বয়। তৎ (সেই) সঙ্কর্ষণস্য (সঙ্কর্ষণাংশ মহাবিষ্ণুর) বীজং (জীবগণের সহিত মহত্তত্ত্বরূপ প্রপঞ্চাত্মক যে বীজ মায়াতে আহিত হইয়াছিল, তাহাই ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্ততাপ্রাপ্ত হইয়া পরে) রোমবিলজালেষু (লোমবিবরসমূহে অন্তর্ভূত হইয়া) হৈমানি অণ্ডানি (অনন্ত সুবর্ণডিম্বরূপে) মহাভূতাবৃতানি চ তু (এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া) জাতানি (উৎপন্ন হয়)।।১৩।।

অনুবাদ। মহাবিষ্ণুর রোমবিবরসমূহে সঙ্কর্ষণের চিদ্‌বীজ সমূহ অনন্ত-হৈমাণ্ডরূপে জাত হয়; সেই সকল হৈমান্ড মহাভূতদ্বারা আবৃত থাকে।।১৩।।

তাৎপর্য্য। কারণার্ণবে শয়ান আদ্যাবতার পুরুষ এরূপ বৃহদ্ব্যাপার যে, তাঁহার শরীরের লোমকূপসমূহে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডবীজ উৎপন্ন হয়। ঐ ব্রহ্মাণ্ডচয়—চিজ্জগতের অনন্তধামের অনুকরণ; যতক্ষণ পুরুষাবতারের দেহে থাকে, ততক্ষণ তাহারা—চিদাভাসরূপ স্বর্ণাণ্ডের ন্যায়; অথচ মহাবিষ্ণুর জগৎসঙ্কল্পক্রমে মায়িক-নিমিত্তোপাদানাংশ-গত মহাভূতগণের ভূত-সূক্ষ্মাংশ তাহাদিগকে আবরণ করিয়া থাকে। পুরুষের নিশ্বাসের সহিত সেই সকল হৈমাণ্ড বাহির হইয়া যখন মায়ার অসীম-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, তখন অপঞ্চীকৃত ভূতদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়।।১৩।।

টীকা। তস্মাদেব ব্রহ্মাণ্ডনামুৎপত্তিমাহ,—তদ্‌রোমেতি। 'তৎ' ইতি তস্যেত্যর্থঃ। তস্য সঙ্কর্ষণাত্মকস্য যদ্‌বীজং যোনিশক্তাবধ্যস্তং, তদেব ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্ততাং প্রাপ্তং সৎ পশ্চাত্তস্য 'রোমবিল-জালেষু' বিবরেষু অন্তর্ভূতঞ্চ সৎ 'হৈমানি অন্ডানি জাতানি'; তানি চাপঞ্চীকৃতাংশৈর্মহাভুতৈরাবৃতানি জাতানীত্যর্থঃ। তদুক্তং দশমে ব্রহ্মণা—"ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্" (ভাঃ ১০।১৪।১১) ইতি টীকা চ। তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ মহত্তত্ত্বম্ অহমহঙ্কারং খমাকাশঃ চরো বায়ুঃ অগ্নিঃ বার্জলং ভূশ্চ। প্রকৃত্যাদি-পৃথিব্যন্তৈরেতৈঃ সংবেষ্টিতো যোণ্ডঘটঃ স এব তস্মিন্ বা স্বমানেন সপ্তবিতস্তিঃ কায়ো যস্য সোহং ক্ব। ক্ব চ তে মহিত্বম্। কথম্ভূতস্য। ঈদৃগ্‌বিধানি যান্যবিগণিতানি অণ্ডানি ত এব পরমাণবস্তেষাং চর্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য তব। ইত্যেষা; তৃতীয়ে চ—বিকারৈঃ সহিতো যুক্তৈর্বিশেষাদিভিরাবৃতঃ। অন্ডকোষো বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ।। দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবৎ। লক্ষ্যন্তেন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশোহ্যন্ডরাশয়ঃ।।" (ভাঃ ৩।১১।৪০-৪১) ইতি।।১৩।।
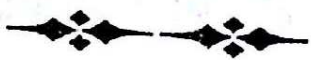
প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ম্।

সহস্রমূর্ধা বিশ্বাত্মা মহাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।।১৪।।

অন্বয়। এবং প্রত্যণ্ডম্ (এবং তৎপর সেই মহাবিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে) একাংশাৎ একাংশাৎ (এক এক অংশে) স্বয়ম্ বিশতি (নিজে প্রবেশ করেন), সহস্রমূর্ধা বিশ্বাত্মা মহাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ (প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট তাহার অংশসকলও সহস্র-সহস্র-মস্তক-বিশিষ্ট, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, সনাতন, মহাবিষ্ণুসদৃশ এবং 'গর্ভোদকশায়ী'-নামে অভিহিত হন)।।১৪।।

অনুবাদ। সেই মহাবিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক-এক-অংশে প্রবেশ করিলেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট তদীয়াংশসকল—তদীয় বিভূতিময় অর্থাৎ সনাতন মহাবিষ্ণুরূপে সহস্র-সহস্র-মস্তক-বিশিষ্ট বিশ্বাত্মা।।১৪।।

তাৎপর্য্য। কারণাব্ধিতে শয়ান মহাবিষ্ণু—মহা-সঙ্কর্ষণের অংশ; তাঁহা হইতে যত ব্রহ্মাণ্ড বাহির হইল, সে-সকল ব্রহ্মাণ্ডে স্বয়ং অংশরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই প্রত্যেক-অংশই গর্ভোদকশায়ি-পুরুষ এবং সর্ব্বভাবেই মহাবিষ্ণু-সদৃশ। তাঁহাকে সমষ্ট্যন্তর্যামি-পুরুষও বলা যায়।।১৪।।

টীকা। ততশ্চ তেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু পৃথক্ পৃথক্স্বরূপৈ রূপান্তরৈঃ স এব প্রবিবেশেত্যাহ,—প্রত্যণ্ডমিতি। 'একাংশাদেকাংশাৎ' একৈনৈকেনাংশেনেত্যর্থঃ।। ১৪।।

বামাঙ্গাদসৃজদ্বিষ্ণুং দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিম্।
জ্যোতির্লিঙ্গময়ং শম্ভুং কূর্চদেশাদবাসৃজৎ।।১৫।।

অন্বয়। বামাঙ্গাৎ (সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু নিজের বাম অঙ্গ হইতে) বিষ্ণুং (বিষ্ণুকে), দক্ষিণাঙ্গাৎ (দক্ষিণ অঙ্গ হইতে) প্রজাপতিং (হিরণ্যগর্ভনামক প্রজাপতিকে), কূর্চদেশাৎ (এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশ হইতে) জ্যোতির্লিঙ্গময়ং শম্ভুম্ (পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিরূপ সনাতনশম্ভুর অংশবিশেষ জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভুকে) অসৃজৎ (সৃজন করিলেন অর্থাৎ এই বিষ্ণু, প্রজাপতি ও শম্ভু তিনজনকেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যথাক্রমে পালক, সৃজক ও সংহারক এবং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী বিষ্ণু, প্রজাপতি ও শম্ভুর প্রেরকরূপে সৃষ্টি করিলেন)।।১৫।।

অনুবাদ। সেই মহাবিষ্ণু স্বীয় বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণাঙ্গ হইতে প্রজাপতিকে এবং কূর্চদেশ অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়-মধ্য হইতে জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভুকে সৃষ্টি করিলেন।।১৫।।

তাৎপর্য্য। ব্যষ্ট্যন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষই শ্রীবিষ্ণু। হিরণ্যগর্ভরূপ ভগবদংশই প্রজাপতি; ইনি—চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা হইতে পৃথক; এই হিরণ্যগর্ভই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক-ব্রহ্মার বীজতত্ত্ব। জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভু—তদীয় মূলতত্ত্ব আদিলিঙ্গরূপ শম্ভুর (যাঁহার বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাঁহার) প্রভূত প্রকাশ মাত্র। বিষ্ণু—মহাবিষ্ণুর স্বাংশতত্ত্ব, অতএব সর্ব্বমহেশ্বর; এবং প্রজাপতি ও শম্ভু—মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ, অতএব আধিকারিক দেববিশেষ। স্বীয় শক্তি বামে থাকেন বলিয়া শ্রীমহাবিষ্ণুর চিচ্ছক্তি শুদ্ধসত্ত্ব হইতেই বামাঙ্গে বিষ্ণুর উদয়। বিষ্ণুই ঈশ্বররূপে প্রত্যেক-জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। বেদে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' বলিয়া তাঁহারই বর্ণন শুনা যায়; তিনিই পালনকর্ত্তা; কর্ম্মিলোকসমূহ তাঁহাকেই 'যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ' বলিয়া পূজা করেন এবং যোগিগণ 'পরমাত্মা' বলিয়া ধ্যান করত সমাধি প্রত্যাশা করেন।।১৫।।

টীকা। পুনঃ কিং চকার? তত্রাহ,-বামাঙ্গাদিতি। বিষ্ণ্বাদয় ইমে সর্ব্বেষামেব ব্রহ্মাণ্ডানাং পালকাদয়ঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডস্থিতানাং বিষ্ণ্বাদীনাং চেশ্বরাণাং প্রযোক্তারঃ। যথা প্রতি ব্রহ্মাণ্ডং তথাধিব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলমভ্যুপগন্তব্যমিতি ভাবঃ। যেষু প্রজাপতিরয়ং হিরণ্যগর্ভরূপ এব, ন তু বক্ষ্যমাণচর্তুমুখরূপ এব; সোয়ং তত্তদাবরণগত-তত্তদ্দেবানাং স্রষ্টেতি। বিষ্ণুশম্ভু অপি তত্তৎপালনসংহারকর্ত্তারৌ জ্ঞেয়ৌ। 'কূর্চদেশাৎ' ভ্রুবোর্মধ্যাৎ। এষাং জলাবরণ এব স্থানানি জ্ঞেয়ানি।।১৫।।
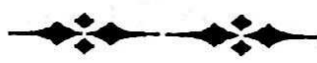
অহঙ্কারাত্মকং বিশ্বং তস্মাদেতদ্ব্যজায়ত।।১৬।।

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই শম্ভু হইতেই) অহঙ্কারাত্মকং (অহঙ্কারস্বরূপ) এতদ্বিশ্বং (এই বিশ্ব) ব্যজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছে)।।১৬।।

অনুবাদ। জীবসম্বন্ধে শম্ভুর ক্রিয়া এই যে, সেই শম্ভু হইতেই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।।১৬।।

তাৎপর্য্য। মূলতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব—পৃথগভিমান-শূন্য সর্ব্বসত্ত্বময়। মায়িক-জগতে যে বিভিন্নাভিমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নিত পৃথক্ সত্তার উদয় হয়, তাহা সেই শুদ্ধসত্তারই মায়িক প্রতিফলন এবং তাহাই আদি-শম্ভুরূপে রমাদেবীর বিকার-রূপ মায়িক-যোন্যাত্মক আধারতত্ত্বে মিলিত; সে-সময়ে শম্ভু—কেবল-দ্রব্য-ব্যূহাত্মক উপাদান-তত্ত্ব মাত্র। আবার, যে-সময়ে তত্ত্ববিকাশ-ক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, তখন ভ্রূদেশ-জাত শম্ভুতত্ত্বেও বিকাশরূপ রুদ্রতত্ত্ব উদিত হয়; তথাপি সকল-অবস্থায়ই শম্ভুতত্ত্ব—অহঙ্কারাত্মক। পরমাত্মার চিৎকিরণ হইতে উদিত হইয়া চিৎকণ অনন্ত জীবসমূহ আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাসমাত্র' অভিমান করিলে মায়িক-জগতের সহিত তাহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না; তাহারা বৈকুণ্ঠগত হয়। সেই অভিমান ভুলিয়া তাহারা যখন মায়ার ভোক্তা হইতে চায়, তখনই সেই শম্ভুর অহঙ্কার-তত্ত্ব তাহাদের সত্তায় প্রবেশ করত তাহাদিগকে পৃথগ্-ভোক্তৃতত্ত্ব করিয়া দেয়। সুতরাং শম্ভুই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব এবং জীবের মায়িক-দেহাত্মাভিমানের মূলতত্ত্ব।।১৬।।

টীকা। তত্র শম্ভোঃ কার্যান্তরমপ্যাহ,—অহঙ্কারাত্মকমিত্যর্দ্ধেন। 'এতদ্বিশ্বং' তস্মাদেব 'অহঙ্কারাত্মকং', 'ব্যজায়ত' বভূব,—বিশ্বস্যাহঙ্কারাত্মকতা তস্মাজ্জাতেত্যর্থঃ, সর্ব্বাহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃত্বাত্তস্য।।১৬।।
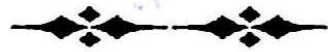
অথ তৈস্ত্রিবিধৈর্বেশৈর্লীলামুদ্বহতঃ কিল।
যোগনিদ্রা ভগবতী তস্য শ্রীরিব সঙ্গতা।।১৭।।

অন্বয়। অথ (তদন্তর অর্থাৎ সেই কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ ভগবান্ গর্ভোদশায়ীরূপে প্রতি ব্রহ্মণ্ডে প্রবেশ করিয়া) তৈঃ ত্রিবিধৈঃ বেশৈঃ (পূর্ব্বসৃষ্ট সেই বিষ্ণু, প্রজাপতি ও শম্ভুর ন্যায় আবার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডগত বিষ্ণু প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া সেই ত্রিবিধরূপের দ্বারা) লীলাম্ (প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পালন, সৃজন ও সংহাররূপ কার্য্য) উদ্বহতঃ তস্য (সম্যক্ সম্পাদনকারী সেই গর্ভোদশায়ীর) ভগবতী (সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী) যোগনিদ্রা (পূর্ব্বোক্ত মহাযোগনিদ্রার অংশভূতা স্বরূপশক্তি) শ্রীরিব সঙ্গতা (কারণার্ণবশায়ীতে স্বরূপশক্তির অংশে মিলনের

ন্যায় গর্ভোদকশায়ীতে ও অংশে মিলিত হ'ন অর্থাৎ এই ভগবান্ গর্ভোদশায়ীও যোগনিদ্রায় শয়ন করেন)।।১৭।।

অনুবাদ। তদনন্তর সেই মহাপুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড-প্রবিষ্ট বিষ্ণু, প্রজাপতি ও শম্ভু, এইরূপ ত্রিবিধ বেশ ধারণ করতঃ পালন, সৃষ্টি ও সংহার-রূপা লীলা করিতে থাকেন। এই লীলা—জড়ীয়মায়ার অন্তর্গত; সুতরাং তুচ্ছা বলিয়া, ভগবানের নিজসত্তারূপ বিষ্ণু স্বীয় চিচ্ছক্তির অংশভূতা স্বরূপানন্দ-সমাধিময়ী ভগবতী যোগনিদ্রার সহিত সঙ্গ করেন।।১৭।।

তাৎপর্য্য। বিভিন্নাংশগত প্রজাপতি ও শম্ভু, উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথগভিমান-বশতঃ চিচ্ছক্তির ছায়াবিশেষ স্বীয় স্বীয় সাবিত্রী ও উমারূপা অপরা শক্তির সহিত বিলাস করেন। ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র চিচ্ছক্তিরূপা রমার বা শ্রীর পতি।।১৭।।

টীকা। ব্রহ্মাণ্ডপ্রবিষ্টস্য তু তত্তদ্রূপস্য লীলামাহ,—অথ তৈরিত্যাদি। 'তৈঃ' তৎসদৃশৈঃ 'ত্রিবিধৈঃ' প্রতিব্রহ্মাণ্ডগতবিষ্ণ্বাদিভিঃ 'বেশৈঃ' রূপৈঃ 'লীলাং' ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপালনাদিরূপাম্ 'উদ্বহতঃ' ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপুরুষস্যেতি তামুদ্বহতি তস্মিন্নিত্যর্থঃ। 'যোগনিদ্রা' পূর্ব্বোক্ত---মহাযোগ-নিদ্রাংশভূতা 'ভগবতী' স্বরূপানন্দ-সমাধিময়ত্বাদন্তর্ভূতসর্ব্বৈশ্বর্য্যৈঃ, 'সঙ্গতা শ্রীরিব' ইতি—তত্র যথা শ্রীরপ্যংশেন সঙ্গতা তথা সাপীত্যর্থঃ।।১৭।।

সিসৃক্ষায়াং ততো নাভেস্তস্য পদ্মং বিনির্যযৌ।
তন্নালং হেমনলিনং ব্রহ্মণো লোকমদ্ভুতম্।।১৮।।

অন্বয়। ততঃ (তাহার পর) তস্য (সেই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর) সিসৃক্ষায়াং (সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে) নাভেঃ (তাঁহার নাভি-পদ্ম হইতে) হেমনলিনং পদ্মং (সুবর্ণ পদ্মের মত একটি পদ্ম) বিনির্যযৌ (বিনির্গত হইল), তন্নালং (তাহার নাল অর্থাৎ ডাঁটাই) ব্রহ্মণঃ অদ্ভুতম্ লোকম্ (ব্রহ্মার অদ্ভুত চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক লোক)।।১৮।।

অনুবাদ। ক্ষীরোদশায়ি-বিষ্ণুর সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে তদীয় নাভি হইতে এক হেমপদ্মের উদয় হয়। সেই নাল-যুক্ত সুবর্ণ-পদ্মই ব্রহ্মার আবাস-স্থানরূপ ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক।।১৮।।

তাৎপর্য্য। এস্থলে 'স্বর্ণ'-শব্দে চিদাভাস।।১৮।।

টীকা। ততশ্চ সিসৃক্ষায়ামিতি। 'নালং' নালযুক্তং তৎ 'হেমনলিনং' ব্রহ্মণো জন্মশয়নয়োঃ স্থানত্বাৎ 'লোকঃ' ইত্যর্থঃ।।১৮।।

তত্ত্বানি পূর্ব্বারূঢ়ানি কারণানি পরস্পরম্।
সমবায়াপ্রয়োগাচ্চ বিভিন্নানি পৃথক্ পৃথক্।।
চিচ্ছক্ত্যা সজ্জমানোঽথ ভগবানাদিপুরুষঃ।
যোজয়ন্ মায়য়া দেবো যোগনিদ্রামকল্পয়ৎ।।১৯।।

অন্বয়। কারণানি তত্ত্বানি পূর্ব্বারূঢ়ানি চ (স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণস্বরূপ (১৩ নম্বর শ্লোকে বর্ণিত) অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতরূপ তত্ত্বসকল পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলেও) সমবায়াপ্রয়োগাৎ (তাহাদের সমবায় অর্থাৎ পঞ্চীকরণ বা একত্রীকরণের অভাব হেতু) পরস্পরঃ পৃথক্ পৃথক্ (তাহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্-ভাবেই) বিভিন্নানি (ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে ছিল)। চিচ্ছক্ত্যা সজ্জমানঃ (স্বরূপশক্তির সহিত সঙ্গপ্রাপ্ত) দেবঃ (ক্রীড়াশীল) ভগবান্ আদিপুরষঃ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ আদিপুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু) মায়য়া যোজয়ন্ সেই পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বগুলিকে মায়ার সহিত সংযোগ করিয়া পঞ্চীকরণের দ্বারা অনন্ত স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন); অথ (তদনন্তর) যোগনিদ্রাম্ অকল্পয়ৎ (নিজ চিচ্ছক্তির সম্ভোগরূপ যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিলেন অর্থাৎ অনন্তশয্যায় শয়ন করিলেন)।।১৯।।

অনুবাদ। পঞ্চীকরণের পূর্ব্বে মূল-ভূতসকল রূঢ়ভাবে ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে পৃথক্ পৃথক্ ছিল। একত্রীকরণ বা সমবায়ের অপ্রয়োগই তাহার কারণ। আদিপুরুষ ভগবান্ মহাবিষ্ণু স্বীয় চিচ্ছক্তি সঙ্গদ্বারাই মায়াকে চালনপূর্ব্বক সমবায়-প্রয়োগ-দ্বারা সেই পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বগুলিকে যোগ করতঃ সৃষ্টি করিলেন। তাহা করিয়া স্বয়ং চিচ্ছক্তি-সম্ভোগরূপ যোগনিদ্রা-রত রহিলেন।।১৯।।

তাৎপর্য্য। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" এই গীতাবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আদৌ চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা মায়া নিশ্চলা ছিল এবং তাঁহার উপাদানাংশগত দ্রব্যব্যূহও পৃথক্ পৃথক্ অসংযুক্ত ছিল। কৃষ্ণেচ্ছায় অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর বিক্রমে সেই মায়ার নিমিত্তাংশ ও উপাদানাংশ সংযোজিত হওয়ায় কার্য্যরূপিজগৎ প্রকটিত হইল। তাহা হইলেও ভগবান্ স্বয়ং তৎসম্বন্ধে চিচ্ছক্তি-যোগনিদ্রা-যুক্ত রহিলেন। 'যোগনিদ্রা' বা 'যোগমায়া' শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে;—চিচ্ছক্তির স্বভাব প্রকাশময়, কিন্তু তাহার ছায়ার স্বভাব—জড়-তমোময়। কৃষ্ণের যখন জড় তমোময়-ব্যাপারে কিছু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন স্বীয় চিচ্ছক্তি-বিক্রমকে ছায়ারূপা মায়াতে যোগ করিয়া সেই কার্য সম্পাদন করেন; তাহাই 'যোগমায়া'। তাহাতে দুইপ্রকার প্রতীতি আছে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনিষ্ঠ-প্রতীতি ও জড়তমো-নিষ্ঠ-প্রতীতি। কৃষ্ণ, কৃষ্ণের স্বাংশ ও শুদ্ধ বিভিন্নাংশ-জীবসকল ঐ কার্যে বৈকুণ্ঠনিষ্ঠ-প্রতীতি অনুভব করেন; আর জড়বদ্ধ জীবগণ ঐ কার্য্যে জড়তমো-নিষ্ঠ-প্রতীতি অনুভব করেন। জড়বদ্ধ-জীবের অনুভবক্রিয়ার চিদনুভবের যে আবরণ, তাহারই নাম—'যোগনিদ্রা'; ইহাও ভগবচ্ছক্তিপ্রভাব। এই তত্ত্ব পরে আরও বিশদ্রূপে বিচারিত হইবে।।১৯।।

টীকা। তথাসংখ্যজীবাত্মকস্য সমষ্টিজীবস্য প্রবোধং বক্তুং পুনঃ কারণার্ণোনিধি-শায়িনস্তৃতীয়স্কন্ধোক্তানুসারিণীং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বিবৃত্যাহ,—তত্ত্বানীতিত্রয়েণ। তত্র দ্বয়মাহ,—'মায়য়া' স্বশক্ত্যা 'পরস্পরং তত্ত্বানি যোজয়ন্' ইতি যোজনান্তরমেব নিরীহতয়া 'যোগনিদ্রাম্' এব স্বীকৃতবানিত্যর্থঃ;।।১৯।।

যোজয়িত্বা তু তান্যেব প্রবিবেশ স্বয়ং গুহাম্।
গুহাং প্রবিষ্টে তস্মিংস্তু জীবাত্মা প্রতিবুধ্যতে।।২০।।

অন্বয়। তানি যোজয়িত্বা এব তু (সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বগণকে পঞ্চীকরণের দ্বারাই সংযোগ করিয়া অনন্ত কোটি স্থূল মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি পূর্ব্বক) স্বয়ং গুহাম্ প্রবিবেশ (নিজে গুহায় অর্থাৎ প্রত্যেক বিরাট বিগ্রহ বা সমষ্টিজীবরূপ হিরণ্যগর্ভপ্রজাপতির অন্তরে প্রবেশ করিলেন)। তস্মিন্ গুহাং প্রবিষ্টে তু (তিনি

অন্তরে প্রবেশ করিলে পরই) জীবাত্মা প্রতিবুধ্যতে (বিরাট্ বিগ্রহ বা সমষ্টি-জীবাত্মা প্রলয়কালীন নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়।)।।২০।।

অনুবাদ। সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বকে যোজন করিয়া অনন্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ করতঃ তিনি স্বয়ং 'গুহায়' অর্থাৎ প্রত্যেক বিরাড়্ বিগ্রহের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে প্রলয়-কালীন-নিদ্রাগত জীবসমূহ প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ জাগ্রত হইল।।২০।।

তাৎপর্য্য। শাস্ত্রে অনেক-স্থলে 'গুহা'-শব্দের অনেক অর্থ। কোন-স্থলে অপ্রকট-লীলাকে 'গুহা' বলিয়াছেন, কোন-স্থলে বা ব্যষ্টি-অন্তর্যামীর স্থানকে 'গুহা' বলিয়াছেন; এবং অনেক স্থলে প্রতিজীবের হৃদয়বিবরকে 'গুহা' বলিয়াছেন; মূল কথা এই যে সাধারণের অপ্রকাশিত স্থানই 'গুহা'। জীবাত্মা অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে যেসকল জীব মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার জীবনাবসানে হরিতে লয়প্রায় ছিল, তাঁহারা পূর্ব্ব-কর্ম্ম বাসনানুসারে পুনরায় জগতে প্রকাশিত হইলেন।।২০।।

টীকা। অথ তৃতীয়ং,—যোজয়িত্বেতি। 'যোজয়িত্বা' তদ্‌যোজন-যোগ-নিদ্রয়োরন্তরাসাবিত্যর্থঃ। 'গুহাং' প্রতি; বিবাড়্ বিগ্রহো 'প্রতিবুধ্যতে' প্রলয়স্বাপাজ্জাগর্ত্তি।।২০।।

স নিত্যো নিত্যসম্বন্ধঃ প্রকৃতিশ্চ পরৈব সা।।২১।।

অন্বয়। সঃ নিত্যঃ (সেই অসংখ্যজীবাত্মক সমষ্টি জীব অনাদি অনন্তকাল-ব্যাপী) এবং নিত্যসম্বন্ধঃ (ভগবানের সহিত তাহার সমবায়রূপ নিত্য সম্বন্ধ) সা চ পরা প্রকৃতিঃ এব (এবং সেই সমষ্টি জীব ভগবানের তটস্থা-নাম্নী শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি)।।২১।।

অনুবাদ। সেই জীব—নিত্য এবং ভগবানের সহিত অনাদি অনন্তকালব্যাপী নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট; তিনি—পরা-প্রকৃতি।।২১।।

তাৎপর্য্য। সূর্য্য ও তদীয় রশ্মিজালের যেরূপ নিত্যসম্বন্ধ, চিন্ময়-সূর্য্য ভগবান্ ও জীবগণেরও সেইরূপ নিত্যসম্বন্ধ। জীবগণ—তাঁহার চিৎকিরণকণ, সুতরাং মায়িক-বস্তুর ন্যায় তাঁহারা অনিত্য নহেন। কিরণকণত্ব-প্রযুক্ত জীবগণ কৃষ্ণের

গুণগণের কণস্বরূপ লাভ করিয়াছেন; সুতরাং জীব—জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতৃস্বরূপ, অহংতা-ভাবস্বরূপ, ভোক্তৃস্বরূপ, মন্তৃস্বরূপ ও কর্ত্তৃস্বরূপ। কৃষ্ণ—বিভু, আর জীব—অণু, ইহাই পরস্পর ভেদ-লক্ষণ। নিত্যসম্বন্ধ এই যে, জীব—নিত্য ভগবদ্দাস এবং ভগবান্—তাহার নিত্য প্রভু। ভগবদ্রস-সম্বন্ধেও জীবের যথেষ্ট অধিকার। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্"—এই গীতাবাক্যের দ্বারা, জীব যে কৃষ্ণের পরা-প্রকৃতি, তাহা জানা যাইতেছে; শুদ্ধ জীবাত্মার সমস্ত গুণই অপরা-প্রকৃতি-গত অহঙ্কারাদি অষ্টগুণের অতীত; সুতরাং জীবশক্তি ক্ষুদ্রা হইলেও মায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। এই শক্তির অপর নাম—তটস্থা-শক্তি অর্থাৎ ইহা মায়া ও চিৎতত্ত্বের মধ্যরেখায় অবস্থিতা; অণুত্বপ্রযুক্ত মায়াবশ-যোগ্য, কিন্তু মায়ার প্রভু কৃষ্ণের বশীভূতা থাকিলে আর মায়াবশ হইতে হয় না। অনাদি-মায়াবদ্ধ জীবেরই সংসার-ক্লেশ ও পুনরাবৃত্তি।।২১।।

টীকা। তয়োঃ স্বাভাবিকীং স্থিতিমাহ,—স নিত্য ইত্যর্দ্ধেন। 'নিত্যঃ' অনাদ্যনন্তকালভাবী, 'নিত্যসম্বন্ধঃ' ভগবতা সহ নিত্যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ো যস্য সঃ, সূর্য্যেণ তদরশ্মিজালস্যেবেতি ভাবঃ। "যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং সম্বেদাত্তু বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে।।"—ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাৎ; তথা চ শ্রীগীতাসু—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি। অতএব 'প্রকৃতিঃ' সাক্ষিরূপেণ স্বরূপস্থিত এব বিম্বপ্রতিবিম্বপ্রমাতৃরূপেণ প্রকৃতিমিব প্রাপ্তশ্চেত্যর্থঃ—"প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্" ইতি শ্রীগীতাস্বেব চ, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"ইতি শ্রুতিশ্চ নিত্যসম্বন্ধং দর্শয়তি।।২১।।

এবং সর্বাত্মসম্বন্ধং নাভ্যাং পদ্মং হরেরভূৎ।

তত্র ব্রহ্মাভবদ্ভূয়শ্চতুর্বেদী চতুর্ম্মুখঃ।।২২।।

অন্বয়। এবং হরেঃ নাভ্যাং (কারণার্ণবশায়ী গর্ভোদশায়িরূপে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলে পর সেই দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিদেশে) সর্ব্বাত্মসম্বন্ধং পদ্মং অভূৎ (সমষ্টিজীবাধিষ্ঠানরূপ বা চতুর্দ্দশভুবনাত্মক একটি পদ্ম জন্মিল, তাহাই সমষ্টিজীবাত্ম-দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপ মূল ব্রহ্মা)' তত্র ভূয়ঃ (সেই

পদ্মে পুনরায় ঐ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতেই) চতুর্ব্বেদী চতুর্ম্মুখঃ ব্রহ্মা অভবৎ (চতুর্ব্বেদজ্ঞ ও চতুর্ম্মুখ ভোগবিগ্রহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন)।।২২।।

অনুবাদ। বিষ্ণুর নাভিদেশে যে পদ্ম উদিত হয়, তাহাই সর্ব্বাত্মসম্বন্ধযুক্ত। চতুর্ম্মুখ চতুর্ব্বেদী ব্রহ্মা সেই পদ্মে উদিত হন।।২২।।

তাৎপর্য্য। গুহা-প্রবিষ্ট পুরুষ হইতে সমষ্টি-জীবাধিষ্ঠানরূপ সেই পদ্ম উদিত। সমষ্টি-দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপ মূল-ব্রহ্মা হইতেই ভোগবিগ্রহরূপ চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মার জন্ম। ব্রহ্মার যেরূপ আধিকারিক-দেবত্ব, তদ্রূপ বিভিন্নাংশরূপে কৃষ্ণাংশত্বও সিদ্ধ।।২২।।

টীকা। অথ তস্য সমষ্টিজীবাধিষ্ঠানত্বং গুহা-প্রবিষ্টাৎ পুরুষাদুপপন্নমিত্যাহ, ---এবমিতি। ততঃ সমষ্টিদেহাভিমানিনস্তস্য হিরণ্যগর্ভব্রহ্মণস্তস্মাৎ ভোগ-বিগ্রহোৎপত্তিমাহ,—তত্রেতি।।২২।।

সঞ্জাতো ভগবচ্ছক্ত্যা তৎকালং কিল চোদিতঃ।
সিসৃক্ষায়াং মতিং চক্রে পূর্বসংস্কারসংস্কৃতম্।
দদর্শ কেবলং ধ্বান্তং নান্যৎ কিমপি সর্বতঃ।।২৩।।

অন্বয়। সঞ্জাতঃ ভগবচ্ছক্ত্যা চোদিতঃ (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জন্মলাভ করতঃ ভগবৎ-শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া) কিল তৎকালং পূর্ব্বসংস্কার-সংস্কৃতম্ (সেই সময় পূর্ব্বসংস্কারানুসারে) সিসৃক্ষায়াং মতিং চক্রে (সৃষ্টিকার্য্যবিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন); সর্ব্বতঃ কেবলং ধ্বান্তং দদর্শ (কিন্তু চতুর্দ্দিকে কেবল অন্ধকারই দেখিতে পাইলেন), ন অন্যৎ কিমপি (অন্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না)।।২৩।।

অনুবাদ। উৎপন্ন হইয়া ভগবচ্ছক্তি-পরিচালিত ব্রহ্মা পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে সৃষ্টি বিষয়ে মতি করিলেন, কিন্তু সর্ব্বদিকে অন্ধকার ব্যতীত কিছুই দেখিতে পাইলেন না।।২৩।।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মার সৃষ্টি-চেষ্টা কেবল পূর্ব্বসংস্কার-ক্রমেই হয়। সকলজীবই পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন; সেই স্বভাবানুসারেই জীবের

চেষ্টার উদয় হয়,—ইহাকেই 'অদৃষ্ট' বা 'কর্ম্মফল' বলে। পূর্ব্বকল্পে তিনি যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাঁহার স্বভাব-চেষ্টা হয়। কোন-কোন যোগ্যজীবের ব্রহ্মত্ব-লাভও এইরূপেই হয়।।২৩।।

টীকা। অথ তস্য চতুর্ম্মুখস্য চেষ্টামাহ,—সঞ্জাত ইতি সার্দ্ধেন স্পষ্টম্।।২৩।।

উবাচ পুরতস্তস্মৈ তস্য দিব্যা সরস্বতী।
কামকৃষ্ণায় গোবিন্দ-ঙে গোপীজন ইত্যপি।।
বল্লভায় প্রিয়া বহ্নের্মন্ত্রং তে দাস্যতি প্রিয়ম্।।২৪।।

অন্বয়। তস্য দিব্যা সরস্বতী (শ্রীভগবানের দিব্যা সরস্বতী) পুরতঃ তস্মৈ উবাচ (সর্ব্বদিকে অন্ধকার দর্শনকারী ব্রহ্মার অগ্রে তখন বলিতে লাগিলেন)—কাম-কৃষ্ণায় গোবিন্দঙে (কাম-কামবীজ অর্থাৎ 'ক্লীং কৃষ্ণায়' 'ঙে' বিভক্ত্যন্ত গোবিন্দ-শব্দ অর্থাৎ গোবিন্দায়) গোপীজনবল্লভায় ইতি অপি ('গোপীজন-বল্লভায়' ইহাও) বহ্নেঃ প্রিয়া (এবং স্বাহা অর্থাৎ "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই অষ্টাদশাক্ষর) মন্ত্রং তে প্রিয়ম্ দাস্যতি (মন্ত্রই তোমার অভীষ্ট প্রদান করিবেন।)।২৪।।

অনুবাদ। শ্রীভগবানের দিব্যা সরস্বতী তখন সর্ব্বদিকে অন্ধকার-দ্রষ্টা ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"—এই মন্ত্রই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করাইবে।।২৪।।

তাৎপর্য্য। কামবীজ-সংযুক্ত অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রই সর্ব্বোত্তম। ইহার দুইপ্রকার প্রবৃত্তি; একপ্রকার প্রবৃত্তি এই যে, শুদ্ধ-জীবকে পরম-চিত্তাকর্ষক গোকুলপতি এবং গোপীজনপতি কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান করায়; —ইহাই জীবের চিৎপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা। সাধক নিষ্কাম হইলে এইরূপ সিদ্ধ প্রেমফল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সকাম সাধকের পক্ষে এই সর্ব্বোত্তম মন্ত্র অভীষ্টদায়ক হয়। চিদ্বিষয়ে কামবীজ—গোলোকস্থিত-পদ্মমধ্যে নিহিত এবং জড়বিষয়ে প্রতিফলিত কামবীজ মায়িক জগতে সর্ব্বপ্রকার-কাম-প্রদ।।২৪।।

টীকা। অথ তস্মিন্ পূর্ব্বোপাসনা-লব্ধাং ভগবৎকৃপামাহ,—উবাচেতি সার্দ্ধেন। স্পষ্টম্।।২৪।।
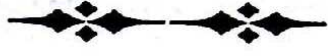
তপস্ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।।২৫।।

অন্বয়। ত্বং তপঃ তপ (হে ব্রহ্মন্! তুমি এই মন্ত্রজপরূপ তপস্যা আচরণ কর), এতেন তব সিদ্ধিঃ ভবিষ্যতি (ইহা দ্বারাই তোমার সর্ব্ব-সিদ্ধি লাভ হইবে)।।২৫।।

অনুবাদ। হে ব্রহ্মন্! এই মন্ত্রের সহিত তপ (স্যা) কর, তাহা হইলেই তোমার সকল-সিদ্ধি হইবে।।২৫।।

তাৎপর্য্য। ইহার তাৎপর্য্য স্পষ্টই।।২৫।।

টীকা। এতদেব "স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশম্" ইতি তৃতীয়-স্কন্ধানুসারেণ যোজয়তি,—তপস্ত্বমিত্যর্দ্ধেন স্পষ্টম্।।২৫।।

অথ তেপে স সুচিরং প্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়ম্।
শ্বেতদ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোলোকস্থং পরাৎপরম্।।
প্রকৃত্যা গুণরূপিণ্যা রূপিণ্যা পর্য্যুপাসিতম্।
সহস্রদলসম্পন্নে কোটিকিঞ্জল্কবৃংহিতে।।
ভুমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে।
সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনম্।।
শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।
বিলাসিনীগণবৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈরভিষ্টুতম্।।২৬।।

অন্বয়। অথ সঃ (এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা) অব্যয়ম্ গোবিন্দম্ শ্বেতদ্বীপপতিং পরাৎপরম্ গোলোকস্থং কৃষ্ণং প্রীণন্ (নিত্যস্বরূপ, গোবিন্দ, শ্বেতদ্বীপাধিপতি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব গোলোকস্থ শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করিবার নিমিত্ত)

সুচিরং তেপে (বহুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন), গুণরূপিণ্যা রূপিণ্যা প্রকৃত্যা (সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণময়ী মূর্ত্তিমতী মায়া) পর্য্যুপাসিতম্ (ভগবদ্ধামের বাহিরে থাকিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন)। (অতঃপর তাঁহার ধ্যান বর্ণন করিতেছেন) ভূমিঃ চিন্তামণিঃ (সেই গোলোকের ভূমিই চিন্তামণি-সদৃশ) তত্র (সেই চিন্তামণিভূমিতে) সহস্রদলসম্পন্নে কোটিকিঞ্জল্কবৃংহিতে (সহস্রদল-সম্পন্ন ও কোটিকেশর-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত একটি পদ্ম রহিয়াছে); কর্ণিকারে মহাসনে (তাহার কর্ণিকারে এক মহাসন বিদ্যমান)। সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনম্ (সেই মহাসনের উপরি চিদানন্দময় জ্যোতীরূপ সনাতন শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন), মুখাম্বুজে শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং (তাঁহার মুখাম্বুজে শব্দ-ব্রহ্মময়বেণু বাদিত হইতেছে), বিলাসিনীগণবৃতং (তিনি বিলাসিনী গোপীগণের দ্বারা পরিবৃত) স্বৈঃ স্বৈঃ অংশৈ অভিষ্টুতম্ (এবং নিজ নিজ অংশ ও বিলাসরূপ স্বাংশ পরিকরগণের দ্বারা স্তুত হইতেছেন)।।২৬।।

অনুবাদ। সেই ব্রহ্মা গোবিন্দের প্রসন্নতা-লাভের বাসনায় বহুকাল যাবৎ শ্বেতদ্বীপ-পতি গোলোকস্থ কৃষ্ণের তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্যান এইরূপ; —চিন্তামণি-ভূমিতে সহস্র দল-সম্পন্ন কোটি-কেশর-দ্বারা সম্বর্ধিত এক পদ্ম অবস্থিত; তাহার কর্ণিকারে এক মহাসন বর্ত্তমান। তদুপরি চিদানন্দ-জ্যোতীরূপ সনাতন শ্রীকৃষ্ণ সমাসীন। তাঁহার মুখাম্বুজে শব্দ-ব্রহ্মময় বেণু সুগীত হইতেছে, এবং তিনি—বিলাসিনী গোপীগণ (কর্ত্তৃক পরিবৃত) ও নিজ-নিজ-অংশ-বিলাসরূপ পরিকরগণের দ্বারা অভিষ্টুত। সেই উপাস্য-বস্তুকে গুণময়ী রূপধারিণী প্রকৃতি (বাহিরে থাকিয়া) উপাসনা করিতেছেন।।২৬।।

তাৎপর্য্য। ধ্যাত-বিষয় যদিও সম্পূর্ণ চিন্ময়, তথাপি নিজের রজোগুণ-স্বভাব-বশতঃ গুণরূপিণী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণরূপিণী দূর্গাদি-রূপধারিণী অপরাশক্তিরূপা মায়া পূজ্যভাবে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন। যেখানে হৃদয়ে জড়কাম আছে, সেখানে মায়াদেবীর উপাস্য-তত্ত্বই পূজনীয়। তথাপি মায়াদেবীর পূজা না করিয়া তাঁহার উপাস্য-বিষয়ের পূজা করাই অভীষ্টসিদ্ধির হেতু। "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।"—এই ভাগবত বাক্যের অর্থ এই যে,

যদিও ভগবদ্‌বিভূতিরূপ অনান্য দেবতা—কোন কোন বিশেষ-ফলের দাতা, তথাপি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সেই দেবতার পূজা না করিয়া সর্ব্বফল-প্রদানে শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরকেই দৃঢ়ভক্তির সহিত যজন করিবেন। ব্রহ্মা তদনুসারে দূর হইতে মায়াদেবীর উপাস্য-তত্ত্বরূপ গোলোকবিলাসী কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন। অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা শুদ্ধাভক্তিই নিষ্কামভক্তি, আর ব্রহ্মাদির যে ভক্তি, তাহা—সকাম। সকাম-ভক্তিতেও এক প্রকার নিষ্কাম অবস্থা আছে, তাহা এই গ্রন্থের শেষভাগে পঞ্চশ্লোকে বিস্তারিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের স্বরূপসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাই সুলভ ভজন।।২৬।।

টীকা। স তু তেন মন্ত্রেণ স্ব-কামনা-বিশেষানুসারাৎ সৃষ্টিকৃচ্ছক্তি—বিশেষ-বিশিষ্টতয়া বক্ষ্যমাণ-স্তবানুসারাদ্‌গোকুলাখ্যপীঠগততয়া শ্রীগোবিন্দমুপাসিতবানিত্যাহ,—অথ তেপ ইতি চতুর্ভিঃ। 'গুণরূপিণ্যা' সত্ত্বরজস্তমোগুণময্যা; 'রূপিণ্যা' মূর্ত্তিমত্যা 'পর্য্যুপাসিতং' পরিতস্তল্লোকাদ্‌বহিঃস্থিতয়োপাসিতং ধ্যানাদিনার্চ্চিতম্—"মায়া পরেত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা" ইতি, "বলি-মুদ্বহন্ত্যজয়ানিমিষা" ইতি চ শ্রীভাগবতাৎ। 'অংশৈঃ' তদাবরণস্থৈঃ পরিকরৈঃ।।২৬।।
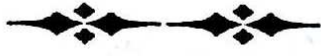
অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ।
স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ।।
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ।।২৭।।

অন্বয়। অথ (ব্রহ্মার দীর্ঘকাল তপস্যার পর) বেণুনিনাদস্য (শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির) ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ (গায়ত্রীময়ী পরিপাটি) স্ফুরন্তী (স্ফুর্ত্তিলাভ করিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বেণুতে কামগায়ত্রী উচ্চারিত হইয়া) আশু স্বয়ম্ভুবঃ মুখাব্জানি প্রবিবেশ (শীঘ্র ব্রহ্মার অষ্টকর্ণকুহরদ্বারে প্রবেশ করিল)। গায়ত্রীং গায়তঃ তস্মাৎ (কামগায়ত্রী গানকারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে) সরোজজঃ অধিগত্য (ব্রহ্মা ঐ গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া) আদিগুরূণা সংস্কৃতঃ (আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ

করিয়া) ততঃ দ্বিজতাম্ অগমৎ (সেই সময় হইতে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন)।।২৭।।

অনুবাদ। তদনন্তর বেদমাতৃ-গায়ত্রীময়ী পারিপাট্য (সুশৃঙ্খল-সঙ্গতি) শ্রীকৃষ্ণের বেণু-ধ্বনিতে স্ফূর্ত্তি লাভ করতঃ (অর্থাৎ কম্পিত বা সঞ্চালিত হইয়া) স্বয়ম্ভু-ব্রহ্মার অষ্টকর্ণ-কুহরদ্বারে মুখপদ্মে প্রবেশ করিল। পদ্মযোনি সেই গীত-নিঃসৃতা গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদিগুরু ভগবানের দ্বারা সংস্কৃতি লাভ করত দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।।২৭।।

তাৎপর্য্য। কৃষ্ণের মুরলীনাদ—সচ্চিদানন্দময়-শব্দবিশেষ, সুতরাং সমস্ত-বেদের আদর্শ তাহাতে বর্ত্তমান। গায়ত্রী—একটি বৈদিক ছন্দঃ; তাহাতে সংক্ষেপে একটি ধ্যান ও প্রার্থনা থাকে। কাম-গায়ত্রী আবার-সমস্ত-গায়ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কেননা, তাহাতে যে ধ্যান ও প্রার্থনা আছে, তাহা সম্পূর্ণ চিদ্বিলাসময়; সেরূপ আর কোন গায়ত্রীতে নাই। অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের পর যে গায়ত্রী লাভ হয়, সে কাম-গায়ত্রী; তাহা এই—"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।" এই গায়ত্রীতে শ্রীগোপীজনবল্লভের পরিপূর্ণ ধ্যানানন্তর তদীয় লীলার অধ্যাস এবং সেই অপ্রাকৃত অনঙ্গ-লাভের প্রার্থনা উদ্দিষ্ট। চিজ্জগতে ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টরসাশ্রিত প্রেম-চেষ্টা নাই। সেই গায়ত্রী ব্রহ্মার কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র ব্রহ্মা দ্বিজত্বসংস্কার লাভ করতঃ সেই গায়ত্রী গান করিতে লাগিলেন। যে-যে জীব এই গায়ত্রী তত্ত্বতঃ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পুনরায় অপ্রাকৃত-জন্ম লাভ হইয়াছে। জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক সংসারে স্বভাব ও বংশানুসারে যে দ্বিজত্ব-লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা অপ্রাকৃত-জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব-লাভ উৎকৃষ্ট; কেননা, চিদ্বিষয়ে দীক্ষিত হইয়া যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত-জন্ম-লাভ হয়, তদ্দ্বারাই চিজ্জগৎপ্রাপ্তিরূপ জীবের চরম-মহিমা।।২৭।।

টীকা। তদেবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্ব-সংস্কারস্তদাবাধিতত্বাত্তন্মন্ত্রাদিদেবজ্জাত ইত্যাহ,—অথ বেণ্বিতি দ্বয়েন। 'ত্রয়ীমূর্ত্তিঃ' গায়ত্রী বেদমাতৃত্বাৎ, দ্বিতীয়পদ্যে তস্যা এব ব্যক্তীভাবিত্বাচ্চ, তন্ময়ী; 'গতিঃ' পরিপাটী। 'মুখাব্জানি প্রবিবেশ' ইত্যষ্টভিঃ কর্ণৈঃ প্রবিবেশেত্যর্থঃ। 'আদিগুরুণা' শ্রীকৃষ্ণেণ স ব্রহ্মা সংস্কৃত ইতি কর্ম্মস্থানে প্রথমা।।২৭।।

ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধির্বিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ।
তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবম্।।২৮।।

অন্বয়। অথ ত্রয্যা প্রবুদ্ধঃ বিধিঃ (অনন্তর সেই বেদময়ী গায়ত্রীর আশ্রয়ে সম্যগ্‌জাগরিত ব্রহ্মা) বিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ (তত্ত্বসাগর অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপাদি সমস্ত অবগত হইয়া) অনেন বেদসারেণ স্তোত্রেণ (এই বক্ষ্যমাণ সর্ব্ববেদসার স্তবের দ্বারা) কেশবম্ তুষ্টাব (শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়াছিলেন)।।২৮।।

অনুবাদ। সেই ত্রয়ীময়ী গায়ত্রীর স্মরণ-দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা তত্ত্বসাগর অবগত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ব-বেদ-সার এই স্তব-দ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন।।২৮।।

তাৎপর্য্য। কাম-গায়ত্রীর স্মরণ-দ্বারা 'আমি—কৃষ্ণের নিত্য দাসী' এরূপ বোধ হইল। কৃষ্ণদাসীত্বে আর যে-কিছু রহস্য আছে, তাহা না হইলেও ব্রহ্মার চিদচিদ্‌বিবেক হইতে তত্ত্বসাগর অবগতিপথে আসিল। সমস্ত বেদবাক্য তাঁহাতে স্ফূর্ত্তি হইলে তিনি সেই অখিল-বেদের সার-বাক্য-দ্বারা এই স্তবটি করিয়াছিলেন। এই স্তবটিতে সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত আছে বলিয়া মহাপ্রভু স্বীয় ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। পাঠকবর্গ সমধিক যত্নসহকারে এই স্তবটি পাঠ ও আস্বাদন করিবেন।।২৮।।

টীকা। ততশ্চ ত্রয়ীমপি তস্মাৎ প্রাপ্য তমেব তুষ্টাবেত্যাহ,---ত্রয্যেতি। স্পষ্টম্।২৮।।
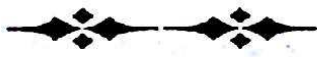
চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।২৯।।

অন্বয়। (যিনি) কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু (লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে সমাবৃত) চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু (চিন্তামণি সমূহের দ্বারা বিরচিত আলয়সমূহে) সুরভীঃ (কাম-

ধেনুগণকে) অভিপালয়ন্তং (সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেছেন), (এবং) লক্ষ্মীসহস্রশত-সম্ভ্রম-সেব্যমানং (অসংখ্য লক্ষ্মী অর্থাৎ গোপীগণকর্ত্তৃক সম্ভ্রম অর্থাৎ প্রযত্নসহযোগে সেবিত হইতেছেন), তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।২৯।।

অনুবাদ। লক্ষ-লক্ষ-কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিনিকর-গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শতসহস্র-লক্ষ্মীগণ-কর্ত্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।।২৯।।

তাৎপর্য্য। চিন্তামণি-শব্দে এখানে চিন্ময় রত্ন বুঝিতে হইবে; মায়াশক্তি যেরূপ জড় পঞ্চভূত দিয়া জড়জগৎ গঠন করেন, চিচ্ছক্তি তদ্রূপ চিদ্বস্তুরূপ চিন্তামণি দিয়া চিজ্জগৎ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ-চিন্তামণি অপেক্ষা গোলোকের ভগবদাবাস-গঠন-সামগ্রীরূপ চিন্তামণি—অধিকতর দুর্ল্লভ ও উপাদেয়। সাধারণ-কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে, আর কৃষ্ণাবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র্যরূপ অনন্ত ফল দিয়া থাকেন। সাধারণ কামধেনুগণ দোহন করিবা-মাত্র দুগ্ধ দেয়, আর গোলোকের কামধেনুগণ শুদ্ধভক্ত-জীবগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তিকারক চিদানন্দস্রাবী প্রেম-প্রস্রবণরূপ দুগ্ধসমুদ্র সর্ব্বদা ক্ষরণ করে। 'লক্ষ-লক্ষ' ও 'সহস্রশত' এইসকল শব্দ—অনন্ত-সংখ্যা-বাচক; 'সম্ভ্রম' বা সাদরে, অর্থাৎ প্রেমপরিপ্লুত হইয়া; 'লক্ষ্মী'-শব্দে গোপসুন্দরী; 'আদিপুরুষ অর্থে যিনি সকলের আদি, তিনি।।২৯।।

টীকা। স্তুতিমাহ,---চিন্তামণীত্যাদি। তত্র গোলোকেস্মিন্মন্ত্রভেদেন তদেকদেশেষু বৃহদ্ধ্যানময়াদিষ্বেকস্য মন্ত্রস্য বা সময়াদিষু চ পীঠেষু সৎস্বপি মধ্যস্থত্বেন মুখ্যতয়া প্রথমং গোকুলাখ্যপীঠনিবাসযোগ্যলীলয়া স্তৌতি,---চিন্তামণীত্যেকেন। 'অভি' সর্ব্বতোভাবেন বন-নয়ন-চারণ-গোষ্ঠানানয়নপ্রকারেণ 'পালয়ন্তং' সস্নেহং রক্ষন্তম্। কদাচিদ্রহসি তু বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ,---লক্ষ্মীতি। লক্ষ্ম্যোত্র গোপসুন্দর্য্য এবেতি ব্যাখ্যা তমেব।।২৯।।
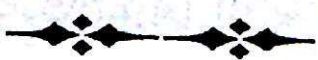
বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩০।।

অন্বয়। (যিনি) বেণুং ক্বণন্তম্ (বেণুমাদনরত), অরবিন্দদলায়তাক্ষং (কমলদল-সদৃশ নয়নযুগলযুক্ত), বর্হাবতংসম্ (শিরোভূষণ ময়ূর পুচ্ছে শোভিত), অসিতাম্বুদসূন্দরাঙ্গম্ (নীলজলধর-বর্ণ-সুন্দরাঙ্গ) (ও) কন্দর্পকোটিকমনীয়-বিশেষশোভং (কোটি কোটি কন্দর্পের কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৩০।।

অনুবাদ। মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূর-পুচ্ছ-শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর, কোটিকন্দর্পমোহন বিশেষশোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।।৩০।।

তাৎপর্য্য। (গোলোকের পরমকান্ত কৃষ্ণের অতুল শোভা বর্ণন করিতেছেন।) বিভুচৈতন্য কৃষ্ণ—স্বরূপতঃ চিদ্দেহবিশিষ্ট। জড়জগতের রমণীয় বস্তুসকল দেখিয়া যে কৃষ্ণরূপ কল্পিত হইয়াছে, তাহা নয়। ভক্তিরূপ চিৎসমাধিতে ব্রহ্মা যাহা দেখিতেছেন, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। কৃষ্ণ—বেণুগানে রত; সেই বেণু—রমণীয় স্বরযোগে সমস্ত চেতন-পদার্থের চিত্ত-হরণশীল। যেরূপ কমলদল স্নিগ্ধতা বর্ষণ করে, সেইরূপ চিদ্দৃষ্টিপ্রকাশরূপ কৃষ্ণ-চক্ষুর্দ্বয় তাঁহার মুখচন্দ্রের অসীম শোভা বিস্তার করে। ময়ূর-পুচ্ছবৎশিরোভূষণ-শোভা তদাকৃতিময় চিৎ-সৌন্দর্য্য বিধান করে। নীল মেঘ—যেরূপ স্নিগ্ধ-দর্শন, কৃষ্ণের বর্ণও তদ্রূপ চিন্ময় শ্যামল। জড়-জগতে যে কন্দর্প-রূপ, তাহার কোটি-কোটি-গুণ একত্র দেখিলে বা কল্পনা করিলেও কৃষ্ণরূপ ততোধিক মোহনস্বরূপ।।৩০।।

টীকা। তদেব চিন্তামণিপ্রকরসদ্মময়ং 'কথা গানং নাট্যং গমনমপি' ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ গোকুলাখ্য-বিলক্ষণপীঠগতাং লীলামুক্ত্বা একস্থানস্থিতিকং কথাং গমনাদিরহিতাং বৃহদ্ধ্যানাদি-দৃষ্টাং দ্বিতীয়পীঠগতাং লীলা মাহ,—বেণুমিতি দ্বয়েন। তত্র বেণুমিতি সর্ব্বং স্পষ্টম্।।৩০।।

আলোলচন্দ্রক-লসদ্ বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩১।।

অন্বয়। (যিনি) আলোলচন্দ্রক-লসদ্-বনমাল্যবংশীরত্নাঙ্গদং (দোলায়মান চন্দ্রক অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ, বনমালা, বংশী ও রত্নাঙ্গদ-শোভিত), প্রণয়কেলিকলা-বিলাসম্ (প্রণয় কেলিকলা-বিলাসে সুনিপুণ), শ্যামং (শ্যামবর্ণ), ত্রিভঙ্গললিতং (ললিতত্রিভঙ্গ) (ও) নিয়তপ্রকাশং (নিত্য প্রকাশমান), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি) ।।৩১।।

অনুবাদ। দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিতা বনমালা যাঁহার গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁহার করদ্বয়ে, সর্বদা প্রণয়কেলিবিলাসযুক্ত যিনি, ললিত-ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর-রূপই যাঁহার নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৩১।।

তাৎপর্য্য। "চিন্তামণিপ্রকর"-শ্লোকে চিন্ময় ধাম এবং গোবিন্দাদি চিন্ময় নাম, "বেণুং ক্বণন্তম্"-শ্লোকে চিন্ময় নিত্য রূপ এবং এই শ্লোকে সেই স্বরূপের চতুঃষষ্টি-গুণস্বরূপ কেলি-বিলাস বর্ণিত হইয়াছে। মধুর-রসবর্ণনে যত কিছু চিদ্ব্যাপার বর্ণিত হইতে পারে, সে সকলই এই প্রণয়কেলি-বিলাসের অন্তর্গত।।৩১।।

টীকা। আলোলেত্যাদি। প্রণয়পূর্বকো যঃ কেলিঃ পরিহাসস্তত্রযা কলা বৈদগ্ধী, সৈব বিলাসো যস্য তং,—"দ্রবকেলিপরিহাসাঃ" ইত্যমরঃ।।৩১।।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩২।।

অন্বয়। আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য যস্য (যিনি সচ্চিদানন্দ উজ্জ্বলবিগ্রহ এবং যাঁহার) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ) সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি (সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত অর্থাৎ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় স্বীয় বৃত্তি ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমূহেরও বৃত্তিযুক্ত হইয়া) চিরং (চিরকাল) জগন্তি (ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন), পান্তি (পালন করেন), কলয়ন্তি (নিয়মন করেন); তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৩২।।

অনুবাদ। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি; তাঁহার বিগ্রহ—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন।।৩২।।

তাৎপর্য্য। চিদাস্বাদ-অভাবে জড়জ্ঞানে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের একটি বিষম সংশয় উদিত হয়। কৃষ্ণলীলা-বর্ণন শুনিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, জড়গত ভাব হইতে কল্পনা-শক্তি-দ্বারা পণ্ডিত-লোকেরা কৃষ্ণতত্ত্বের কল্পনা করিয়াছেন। এই অনর্থজনক সংশয় ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে, ব্রহ্মা এই শ্লোক ও ইহার পর আরও তিনটি শ্লোকে চিদচিৎ পদার্থদ্বয়কে তাত্ত্বিকরূপে পৃথক্ করিয়া শুদ্ধ-সমাধিপ্রাপ্ত কৃষ্ণলীলা বুঝাইয়া দিতে যত্ন করিতেছেন। ব্রহ্মার আশয় এই যে, কৃষ্ণবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দময়; আর মায়িক সমস্ত প্রতীতিই জড়-তমোময়ী। তদুভয়ের বিশেষগত বৈলক্ষণ্য থাকিলেও মূলতত্ত্ব এই যে, চিদ্ব্যাপারই মূল-পদার্থ; বিশেষ ও বিচিত্রতা—তাঁহাতে নিত্য বর্তমান। তদ্দ্বারা কৃষ্ণের চিন্ময় ধাম, চিন্ময় রূপ, চিন্ময় নাম, গুণ ও লীলা প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ-চিদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট ও মায়া-সম্বন্ধ-রহিত জনের পক্ষেই সেই লীলা আস্বাদনীয়া। চিদ্ধাম, চিচ্ছক্তি-প্রকাশিত চিন্তামণি-গঠিত লীলা-পীঠ এবং কৃষ্ণ-বিগ্রহ—সমস্তই চিন্ময়। চিচ্ছক্তির ছায়া যেরূপ মায়াশক্তি, মায়া-গঠিত বিচিত্রতাও তদ্রূপ চিদ্বিচিত্রতার হেয় প্রতিফলন বা ছায়া। সুতরাং চিৎতত্ত্বের বিচিত্রতার সাদৃশ্যই মায়িক জগতে লক্ষিত হয়। উভয় বিচিত্রতার সাদৃশ্য থাকিলেও উহারা—পরস্পর-বিলক্ষণ। জড়ের হেয়ত্বই জড়ের দোষ, কিন্তু চিৎতত্ত্বে সেই-দোষ-শূন্যা বিচিত্রতা আছে। কৃষ্ণের আত্মা ও দেহ পরস্পর পৃথক্ নয়। জড়বদ্ধ-জীবের দেহ ও আত্মা—পৃথক্ পৃথক্;

চিৎস্বরূপে দেহ-দেহী, অঙ্গ-অঙ্গী, ধর্ম-ধর্মীর ভেদ নাই, কিন্তু জড়বদ্ধ জীবে তাহা আছে। কৃষ্ণ 'অঙ্গী' হইলেও তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ-কৃষ্ণ; সমস্ত চিদ্‌বৃত্তি তাঁহার সমস্ত অঙ্গে আছে। সুতরাং তিনি—অখণ্ড পূর্ণ চিৎতত্ত্ব। জীবাত্মা ও কৃষ্ণ, উভয়েই চিৎস্বরূপ, সুতরাং একপ্রকার; কিন্তু উভয়ের ভেদ এই যে, ঐ-সমস্ত চিদ্‌গুণসমূহ—জীবাত্মাস্বরূপে অণুরূপে এবং কৃষ্ণে বিভুরূপে বর্তমান। জীব শুদ্ধচিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে ঐপ্রকার গুণগণ তাঁহাতে অণুরূপে প্রকাশ পাইবে। কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে চিদাহ্লাদিনীর বল আবির্ভূত হইলে জীবেরও আনন্ত্য-সাম্য-সিদ্ধি হয়, তথাপি কোন-কোন বিশেষগুণবশতঃ কৃষ্ণই সর্বোপাস্য হন। সেই বিশেষ গুণচতুষ্টয় পরব্যোমাধিপতি বা পুরুষাবতারে প্রকটিত হয় নাই; গিরীশাদি-দেবতাতেও নাই,—জীবের কথা দূরে থাকুক।।৩২।।

টীকা। তদেব লীলাদ্বয়মুক্ত্বা পরমাচিন্ত্যশক্ত্যা বৈভববিশেষানাহ,—অঙ্গানীতি চতুর্ভিঃ। তত্র বিগ্রহস্যাহ,—অঙ্গানীতি। হস্তোপি দ্রষ্টুং শক্নোতি, চক্ষুরপি পালয়িতুং পারয়তি, তথান্যদন্যদপ্যঙ্গমন্যদন্যৎ কলয়িতুং প্রভবতীতি; এবমেবোক্ত—সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্'' ইত্যাদি। 'জগন্তি' ইতি লীলাপরিকরেষু তত্তদঙ্গং যথা স্বয়মেব ব্যবহরতীতি ভাবঃ। তত্র চ তস্য বিগ্রহস্য বৈলক্ষণ্যমেব হেতুরিত্যাহ,—আনন্দেতি।।৩২।।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৩।।

অন্বয়। (যিনি) অদ্বৈতম্ (অদ্বৈত অর্থাৎ যাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই), অচ্যুতম্ (অচ্যুত), অনাদিম্ (অনাদি), অনন্তরূপং (অনন্তরূপ), আদ্যং (সকলের আদি), পুরাণপুরুষং (পুরাণ পুরুষ), নব যৌবনং চ (এবং নবযৌবনবিশিষ্ট), বেদেষু দুর্লভম্ (বেদ সমূহে দুর্লভ অর্থাৎ বেদসমূহ যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ), আত্মভক্তৌ (স্বীয় ভক্তিতে) অদুর্লভম্ (দুর্লভ

নহেন অর্থাৎ সুলভ); তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৩৩।।

অনুবাদ। বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। তিনি—অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য, পুরাণ-পুরুষ হইয়াও সর্বদা নবযৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ।।৩৩।।

তাৎপর্য্য। 'অদ্বৈত' অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান অখণ্ড-তত্ত্ব; অনন্তব্রহ্ম প্রভাবরূপে বহির্গত হইলেও এবং অংশরূপে পরমাত্মরূপ ঈশ্বর বাহির হইলেও তিনি 'অখণ্ড'; 'অচ্যুত'; অর্থাৎ স্বাংশরূপে কোটি কোটি অবতার বাহির হইলেও এবং বিভিন্নাংশরূপে অনন্ত কোটি জীব নিঃসৃত হইলেও তিনি—পরমপূর্ণ'; জন্মাদিলীলা প্রকট করিয়াও তিনি—'অনাদি'; প্রকটলীলা অপ্রকট করিয়াও তিনি—'অনন্ত'; অনাদি হইয়াও তিনি—প্রকটলীলায় ('আদ্য') (জন্ম)-আদি বিশিষ্ট; এবং বস্তুতঃ 'সনাতন' পুরুষ হইয়াও তিনি—নিত্য-নবযৌবনাঢ্য। মূল তাৎপর্য এই যে, তিনি বহুবিধ বিরুদ্ধ-গুণযুক্ত হইলেও সেই গুণচয় সর্বত্র অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা সমঞ্জস;—ইহাই চিদ্ধর্ম অর্থাৎ জড়-বিলক্ষণ ধর্মবিষয়। তাঁহার সুন্দর মুরলীধর শ্যামত্রিভঙ্গ-মূর্তি—সর্বদাই নবযৌবনসম্পন্ন এবং মায়াতে যে কাল ও দেশ-ব্যবধান আছে, তাহাদের হেয়ত্বের অতীত। ভূত ও ভবিষ্যৎ-শূন্য শুদ্ধ-বর্তমানকালই চিদ্ধামে বিরাজমান। ধর্ম-ধর্মী-ভেদে যে জড়দেশের পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদ, তাহা চিদ্ব্যাপারে নাই। সুতরাং যে সকল ধর্ম জড়জগতে মায়িক-দেশকালাবচ্ছিন্ন-বুদ্ধিতে বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা অবিরুদ্ধভাবে চিজ্জগতে উপাদেয়রূপে বর্তমান। এ-প্রকার অভূতপূর্ব সত্তা জীব কিরূপে অনুভব করে? জীবের মায়িক-জ্ঞানবৃত্তি—সর্বদাই দেশকালাদি-দোষে দূষিত হইয়া মায়িকভাব-পরিত্যাগে অসমর্থ। জ্ঞানবৃত্তি যদি চিৎ উপলব্ধি না করে, তবে কোন্ বৃত্তি সেই শুদ্ধ চিদ্বিশেষের অনুভব করে? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলেন যে, চিদ্ব্যাপার —বেদের অগম্য। বেদ-শব্দমূলক এবং শব্দ—প্রকৃতিমূলক; সুতরাং বেদ সাক্ষাদ্রূপে অপ্রাকৃত-গোলোক দেখাইতে পারেন না। বেদ যখন চিচ্ছক্তিভাবিত হন, তখনই (তদ্বিষয়ে) কিয়ৎপরিমাণে বলেন। কিন্তু জীবমাত্রই সেই চিচ্ছক্তির হ্লাদিনী-সার-সমবেত সম্বিচ্ছক্তির প্রভাবের (যাহা জীবে ভক্তিবৃত্তিরূপে উদিত

হয়, তাহার) দ্বারা গোলোকের স্ফূর্তি পাইতে পারেন। ভক্তির হ্লাদিনীবৃত্তি—অসীম; তাহা—শুদ্ধচিদ্জ্ঞানময়ী। সেই জ্ঞান, ভক্তির সহিত একাত্মভাবে অর্থাৎ নিজের পৃথগ্ জ্ঞানত্বের পরিচয় না দিয়া, কেবল ভক্তির পরিচয়ে, গোলোক-তত্ত্বকে আবিষ্কার করেন।।৩৩।।

টীকা। বৈলক্ষণ্যমেব পুষ্ণাতি,---অদ্বৈতমিতি ত্রিভিঃ। 'অদ্বৈতং' পৃথিব্যাময়মদ্বৈতো রাজেতিবদতুল্যমিত্যর্থঃ,—"বিস্মাপনং স্বস্য চ" (ভাঃ ৩।২।১২) ইতি তৃতীয়স্থোদ্ধববাক্যাৎ। 'অচ্যুতং'—"কংসো বতাদ্যাকৃত মেত্যনুগ্রহং দ্রক্ষ্যেঙিঘ্রপদ্মং প্রহিতোমুনা হরেঃ। কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ পূর্বেতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা।। যদর্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা" (ভাঃ১০।৩৮।৭-৮) ইত্যাদি-দশমস্থাক্রূরবাক্যাৎ, "যা বৈ শ্রিয়ার্চিতমজাদিভিরাপ্ত-কামৈর্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠাম্। কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং ন্যস্তঃ স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্" (ভাঃ ১০।৪৭।৬২) ইতি শ্রীমদুদ্ধব-বাক্যাৎ, "দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্" (১০।২৮।১৪) ইত্যুক্ত্বা "নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছান্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ।।" (ভাঃ ১০।২৮।১৭) ইতি শুকবাক্যাচ্চ। 'অনাদিম্' ইত্যাদিত্রয়ং; যথৈকাদশে সাংখ্যকথনে—"কালো মায়াময়ে জীবে" (ভাঃ ১১।২৪।২৭) ইত্যাদৌ মহাপ্রলয়ে সর্বাবশিষ্টত্বেন ব্রহ্মোপদিশ্য তদাপি তস্য দ্রষ্টা ত্বং স্বয়ং ভগবান্, অস্মিন্নাহ,—"এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ। প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া।।" (ভাঃ ১১।২৪।২৯) ইতি। 'পুরাণপুরুষং'—'একস্ত্বমাত্মা, পুরুষঃ পুরাণঃ" (ভাঃ ১০।১৪।২৩) ইতি ব্রহ্মবাক্যাৎ, "গূঢ় পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ" ইতি মাথুরবাক্যাচ্চ। তথাপি 'নবযৌবনং'—পুরাপি নবঃ পুরাণ ইতি নিরুক্তেঃ, "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপম্" (ভাঃ ১০।৪৪।১৪) ইত্যাদৌ "অনুসবাভিনবম্" ইতি শ্রীদশমাৎ, "যস্যাননং মকরকুণ্ডলম্" (ভাঃ ৯।২৪।৬৫) ইত্যাদি নবমাৎ, "সত্যং শৌচম্" (ভাঃ ১।১৬।২৭-৩০) ইত্যাদৌ " কৌশলং কান্তির্ধৈর্যম্" আদীনি পঠিত্বা "এতে চান্যে চ ভগবান্ নিত্যা যত্র মহা-গুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ" ইতি প্রথমাৎ; বৃহদ্ধ্যানাদৌ তথা শ্রবণাৎ, "গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্প-

দ্রুমাশ্রিতম্'' ইতি তাপনীশ্রুতৌ তদ্ধ্যানে 'তরুণ'-শব্দস্য নবযৌবন এব শোভা-বিধানত্বেন তাৎপর্যাৎ। 'বেদেষু দুর্লভং'—"ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্" (ভাঃ ১০।৪৭।৬১) ইতি, "অদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব" (ভাঃ ১০।১৪।৩৪) ইতি চ শ্রীদশমাৎ। 'অদুর্লভমাত্মভক্তৌ' "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২১) ইত্যেকাদশাৎ, "পুরেহ ভূমন্" (ভাঃ ১০।১৪।৫) ইত্যাদি শ্রীদশমাচ্চ।।৩৩।।

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৪।।

অন্বয়। বায়োঃ (যোগিগণের প্রাণায়ামের দ্বারা রুদ্ধবায়ুর) অথাপি (অথবা) মুনিপুঙ্গবানাম্ (মুনিশ্রেষ্ঠগণের অর্থাৎ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণের) মনসঃ (মনের অর্থাৎ মনোধর্মের) কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যঃ (শতকোটি বৎসর গমনযোগ্য) পন্থাঃ তু (যে পথ অর্থাৎ সেই পথের শেষপ্রান্ত, যোগিগণের কৈবল্য ও মায়াবাদি-জ্ঞানিগণের ব্রহ্মসাযুজ্য) সঃ অপি (তাহাও) অবিচিন্ত্যতত্ত্বে (প্রাকৃত চিন্তাতীতস্বরূপ) যৎপ্রপদসীম্নি (যাঁহার পাদপদ্মযুগলের অগ্রভাগে অর্থাৎ বহির্দেশে) অস্তি (বিদ্যমান), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৩৪।।

অনুবাদ। সেই প্রাকৃত-চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ু-নিয়মনপথ অথবা অতন্নিরসনকারী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকারী মুনিশ্রেষ্ঠদিগের জ্ঞানচর্চারূপ পন্থা শত-কোটি বৎসর চলিয়াও যাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রসীমামাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৩৪।।

তাৎপর্য্য। শুদ্ধাভক্তির আস্বাদনই—গোবিন্দের চরণারবিন্দ-লাভ। অষ্টাঙ্গ-যোগিগণ শত-কোটি বৎসর যাবৎ সমাধিক্রমে যে 'কৈবল্য' লাভ করেন এবং

অদ্বৈতবাদি-মুনিশ্রেষ্ঠগণও তৎসংখ্যক-কাল চিদচিদ্ বিচার করিতে বসিয়া, 'ইহা নয়, ইহা নয়' এইরূপে মায়িকবস্তু একটি একটি করিয়া পরিত্যাগ করতঃ অবশেষে যে নির্বিশেষ-চিন্তারূপ মায়াতীত নির্ভেদ-ব্রহ্মে লয় লাভ করেন, তাহা—কৃষ্ণের চরণকমলের অগ্রভাগের বহিঃস্থিত প্রদেশমাত্র, চরণকমল নয়। মূল কথা এই যে, 'কৈবল্য' ও 'ব্রহ্মলয়'—মায়িক-জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্যসীমা; কেননা ঐ দুই অবস্থা অতিক্রম না করিলে চিদ্বিশেষের বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। সে সকল অবস্থা—কেবল মায়িকসম্বন্ধ-জনিত দুঃখের অভাব-মাত্র, সুখ নয়। যদি সেই কষ্টাভাবকে কিয়ৎপরিমাণ 'সুখ'ও বলা যায়, তাহা হইলেও উহা—অত্যল্প ও তুচ্ছ। প্রাকৃত-অবস্থা নাশ করিলেই যে যথেষ্ট হয়, তাহা নয়; কিন্তু জীবের অপ্রাকৃত-অবস্থায় স্থিতি-লাভই লাভ। তাহা কেবল চিৎস্বরূপা ভক্তির কৃপায়ই পাওয়া যায়, নীরস চিন্তা-মার্গে পাওয়া যায় না।।৩৪।।

টীকা। পন্থাস্তিতি। 'প্রপদসীম্নি' চরণারবিন্দয়োরগ্রে,—"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ।।" (ভাঃ ১০।৬৯।২) ইতি শ্রীনারদোক্তেঃ। "একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।" ইতি গোপালতাপন্যাম্। তত্র সিদ্ধান্তমাহ,—অবিচিন্ত্যতত্ত্ব ইতি; "আত্মেশ্বরোতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ" (ভাঃ ৩।৩৩।৩) ইতি তৃতীয়াৎ, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।।" ইতি স্কান্দাদ্ভারতাচ্চ, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতি ব্রহ্মসূত্রাৎ, "অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাবঃ" ইতি ভাষ্যযুক্তেশ্চতি ভাবঃ।।৩৪।।

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং

যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।

অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৫।।

অন্বয়। অসৌ একঃ অপি (এই গোবিন্দ স্বরূপতঃ একতত্ত্ব হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তিবলে) জগদণ্ডকোটিং (কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড) রচয়িতুং (রচনা করিতে)

যচ্ছক্তিঃ অস্তি (যাহার শক্তি রহিয়াছে), জগদণ্ডচয়াঃ (ব্রহ্মাণ্ডসমূহ) যদন্তঃ (যাঁহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান), অণ্ডান্তরস্থ-পরমাণু-চয়ান্তরস্থং (এবং যিনি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পরমাণুরাশির প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে পূর্ণরূপে বিরাজমান), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৩৫।।

অনুবাদ। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব-প্রযুক্ত তিনি এক-তত্ত্ব। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা-কার্যে তাঁহার শক্তি অপৃথগ্‌রূপে আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁহার মধ্যে বর্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৩৫।।

তাৎপর্য্য। মায়িক-তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ আর একটি স্বভাব 'চিৎ' বস্তুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণে বর্তমান। তিনি অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। জগৎ সমস্তই তাঁহার শক্তিপরিণাম। আবার তাঁহার স্থিতিও অলৌকিকী; কেননা, সমস্ত চিদচিৎ জগৎ তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত এবং তিনি সেই একই সময়ে সমস্ত জগতে, এমন কি, সমস্ত জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে পরিপূর্ণরূপে অবস্থিত। সর্বব্যাপিত্ব-ধর্ম-কেবল কৃষ্ণের প্রাদেশিক ঐশ্বর্য-মাত্র, কিন্তু সর্বব্যাপিত্ব সত্ত্বেও মধ্যমাকারে সর্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থানই তাঁহার লোকাতীত চিদৈশ্বর্য। এই বিচারদ্বারা যুগপৎ অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে এবং মায়াবাদাদি সমস্ত দুষ্টমত দূরীকৃত হইয়াছে।।৩৫।।

টীকা। একোপ্যসৌ ইতি—"তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোজস্য তৎক্ষণাৎ ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ" (ভাঃ ১০।১৩।৪৬) ইত্যারভ্য তৈর্বৎসপালাদিভিরেবানন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-সামগ্রীযুত-তত্তদধিপুরুষাণাং তেনান্তর্ভাবাৎ; 'জগদণ্ডচয়া' ইতি—"ন চান্তর্ন বহির্যস্য" (ভাঃ ১০।৯।১৩) ইত্যাদেঃ, "অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ, "যোসৌ সর্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি স বো হি স্বামী ভবতি। যোসৌ সর্বভূতাত্মা গোপাল একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইত্যাদি তাপনীভ্যঃ।।৩৫।।
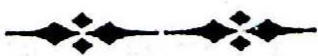
যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব

সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনযানভূষাঃ।

সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তুবন্তি

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৬।।

অন্বয়। যদ্ভাবভাবিতধিয়ঃ (যাঁহার ভাবে বিভাবিতবুদ্ধি অর্থাৎ ভাবভক্তিপ্রাপ্ত) মনুজাঃ (মনুষ্যগণ) তথা এব (স্ব স্ব সিদ্ধভাবানুরূপই) রূপমহিমাসনযানভূষাঃ (রূপ, মহিমা, আসন, যান ও ভূষণ) সংপ্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) নিগমপ্রথিতৈঃ (শ্রুতিপ্রসিদ্ধ) সূক্তৈঃ এব (মন্ত্রসমূহের দ্বারাই) যং (যাঁহাকে) স্তুবন্তি (স্তব করেন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৩৬।।

অনুবাদ। যাঁহার ভাবরূপ ভক্তিদ্বারা বিভাবিত-চিত্ত মনুষ্যগণ রূপমহিমা, আসন, যান ও ভূষণ লাভ করতঃ নিগমোক্ত মন্ত্রসূক্ত-দ্বারা তাঁহাকে স্তব করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৩৬।।

তাৎপর্য্য। রসবিচারে ভক্তিভাব—পঞ্চপ্রকার অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। সেই-সেই-ভাবে আরূঢ় ভক্তগণ তদুচিত কৃষ্ণস্বরূপের নিয়ত সেবা করিয়া চরমে তদুচিত প্রাপ্যস্থান লাভ করেন; সেই রসানুরূপ চিৎস্বরূপ, তদুচিত মহিমা, তদুচিত সেবা-পীঠরূপ আসন, তদুচিত গমনাগমনরূপ যান এবং স্বীয় রূপ-সমৃদ্ধিকারী চিন্ময় গুণ-ভূষণসকল লাভ করেন। যাঁহারা শান্ত-রসের অধিকারী, তাঁহারা শান্তিপীঠরূপ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ধাম; যাঁহারা দাস্যরসের অধিকারী, তাঁহারা ঐশ্বর্যগত বৈকুণ্ঠধাম; যাঁহারা শুদ্ধ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের অধিকারী, তাঁহারা বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত গোলোক-ধাম লাভ করেন। সেই-সেই-স্থানে স্বীয় রসোচিত সমস্ত উপকরণ ও সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া বেদোদ্দিষ্ট সূক্তানুসারে স্তব করেন। বেদ কোন কোন স্থলে চিচ্ছক্তি অবলম্বনপূর্বক ভগবল্লীলার কথা বলেন; সেই সেই লক্ষণেই মুক্ত ভক্তদিগের কীর্তনাদি হইয়া থাকে।।৩৬।।

টীকা। অথ তস্য সাধকচয়েষ্বপি ভক্তেষু বদান্যত্বং বদন্নিত্যেষু কৈমুত্যমাহ,- --যদ্ভাবেতি। যথা গোপৈঃ সমান-গুণশীলবয়বিলাসবেশৈশ্চেত্যাগমবিধি-নেত্যাদি-নিত্যতৎসঙ্গিনাং তৎসাম্যং শ্রূয়তে, তথৈব সম্ভাব্যেত্যর্থঃ; "বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্রশাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ। ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তদ্ভাবমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্।।" (ভাঃ ১১।৫।৪৮) ইত্যেকাদশাৎ।।৩৬।।
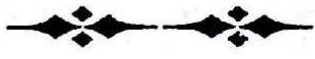
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৭।।

অন্বয়। যঃ অখিলাত্মভূতঃ (যিনি নিখিল প্রিয়বর্গের আত্মস্বরূপ) আনন্দচিন্ময়-রসপ্রতিভাবিতাভিঃ (উজ্জ্বলনামক যে পরমপ্রেমময়রস তাহার দ্বারা জাতা) নিজরূপতয়া এব (স্বকীয়াভাবেই বর্তমানা হ্লাদিনীশক্তিরূপা শ্রীমতী রাধা) তাভিঃ কলাভিঃ (এবং শ্রীমতীর কায়ব্যূহরূপ সখীগণের সহিত) গোলোকে এব (গোলোক ধামেই) নিবসতি (বাস করেন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৩৭।।

অনুবাদ। আনন্দচিন্ময়রস কর্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি।।৩৭।।

তাৎপর্য্য। শক্তি ও শক্তিমান্ একাত্মা হইয়াও হ্লাদিনীশক্তিকর্তৃক রাধা ও কৃষ্ণরূপে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নিত্য অবস্থান করেন। সেই আনন্দ (হ্লাদিনী) ও চিৎ (কৃষ্ণ), উভয়েই অচিন্ত্য শৃঙ্গাররস বর্তমান। সেই রসের বিভাব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন। তন্মধ্যে আলম্বন—দ্বিবিধ অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়;

আশ্রয়—স্বয়ং রাধিকা ও তৎকায়ব্যূহগণ, এবং বিষয়—স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই গোলোকপতি গোবিন্দ। সেই রসের প্রতিভাবিত আশ্রয়ই গোপীগণ; তাঁহাদের সহিতই গোলোকে কৃষ্ণের নিত্যলীলা।

"নিজরূপতয়া" অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তি প্রকটিতরূপিনী কলা-সকলের সহিত; সেই চতুঃষষ্টি কলা, যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুল-কুসুম-বণি-বিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশনবসনাঙ্গরাগ, মানভূমিকা-কর্ম, শয্যা-রচন, উদক-বাদ্য, উদক-ঘাত, চিত্রাযোগ, মাল্যগ্রন্থন-বিকল্প, শেখরাপীড়-যোজন, নেপথ্য-যোগ, কর্ণপত্র-ভঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণ-যোজন, ঐন্দজাল, কৌমার-যোগ, হস্ত-লাঘব, চিত্র-শাকপূপ-ভক্ষ্যবিকার-ক্রিয়া, পানক-রসরাগাসব-যোজন, সূচী-বাপ-কর্মাদি, সূত্র-ক্রীড়া প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্বচক-যোগ, পুস্তক-বাচন, নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন, কাম্যসমস্যা-পূরণ, পট্টিকা-বেত্রবাণ-বিকল্প, তর্কূ-কর্ম, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রৌপ্যরত্ন-পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগ-জ্ঞান, আকর-জ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ, মেঘমুকুটশাবক-যুদ্ধবিধি, শুকশারিকাপ্রপালন, উৎসাদন, কেশমার্জন-কৌশল, অক্ষরমুষ্টিকা-কথন, ম্লেচ্ছিতক-বিকল্প, দেশভাষা-জ্ঞান, পুষ্পশকটিকানিমিত্ত-জ্ঞান, যন্ত্র-মাতৃকা, ধারণ-মাতৃকা, সম্পট্য, মানসীকার্য-ক্রিয়া, ক্রিয়াবিকল্প, ছলিতক-যোগ, কোষচ্ছন্ন-জ্ঞান, বস্ত্র-গোপন, দ্যূত, আকর্ষ-ক্রীড়া, বালক-ক্রীড়নক, বৈনায়িকী-বিদ্যা, বৈজয়িকী-বিদ্যা এবং বৈতালিকী বিদ্যা।

এই সমস্ত বিদ্যা মূর্তিমতী হইয়া রস-প্রকরণরূপে গোলোকধামে নিত্য প্রকট এবং জড়জগতে চিচ্ছক্তি-যোগমায়াদ্বারা ব্রজলীলায় প্রশস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীরূপ বলিয়াছেন—"সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি। তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে।। সহৈব স্বপরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ। কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা।। তেষাং পরিকরণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ। প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা।। অন্যাস্ত্ব-প্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ। তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ।। গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিনঃ। যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ।।" অর্থাৎ গোলোকে সর্বদা স্বীয় অনন্ত-লীলা-প্রকাশের সহিত কৃষ্ণ শোভা

পাইতেছেন। কখনও জগতের মধ্যে সেই লীলার প্রকাশান্তর হয়। শ্রীহরি সপরিবারেই জন্মলীলাদি প্রকট করেন। কৃষ্ণভাবানুসারে লীলা-শক্তি তদীয় পরিকরগণকেও সেই-সেই ভাবে বিভাবিত করেন। যে-সকল লীলা প্রপঞ্চ-গোচর হয়, তাহাই প্রকট-লীলা; আবার সেইরূপ কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই প্রপঞ্চের অগোচরে অপ্রকটরূপে গোলোকে আছে। প্রকট-লীলায় কৃষ্ণের গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় গতাগতি। যে-সমস্ত লীলা ঐ স্থানত্রয়ে অপ্রকট, তাহা চিদ্ধামে বৃন্দাবনাদিস্থানে প্রকট হইয়া থাকে। এইসকল সিদ্ধান্ত-বাক্যে ইহাই জানা যায় যে, প্রকট-লীলা ও অপ্রকট-লীলায় কোন ভেদ নাই। এই শ্লোকের টীকায় এবং উজ্জ্বল-নীলমণির টীকায় এবং কৃষ্ণ-সন্দর্ভাদিতে অস্মদীয় আচার্যচরণ শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রকট-লীলা—যোগ-মায়া-কৃতা; মায়িক-ধর্মসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহাতে মায়া-প্রত্যায়িত কতকগুলি কার্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপ-তত্ত্বে থাকিতে পারে না; যথা—অসুর-সংহার, পরদার-সংগ্রহ ও জন্মাদি। গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব, সুতরাং তদীয় স্বকীয়া; তাঁহাদের কিরূপে পরদারত্ব সম্ভব হয়? তবে যে তাঁহাদের প্রকটলীলায় পরদারত্ব, তাহা—কেবল মায়িক-প্রত্যয়-মাত্র। শ্রীজীব গোস্বামীপাদের এই প্রণালীর কথাগুলিতে যে গূঢ়ার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর সংশয় থাকিবে না। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য; সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্বদাই বর্তমান, অধিকন্তু তিনি—আবার কৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী-বিশেষ; অতএব সকল-তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত। তাঁহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক স্বকপোল-কল্পিত অর্থ রচনা করতঃ পক্ষ-বিপক্ষভাবে তর্ক করিয়া থাকেন। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে, প্রকটলীলা ও অপ্রকট-লীলা—পরস্পর অভেদ; কেবল একটি—প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটি—প্রপঞ্চান্তর্গত প্রকাশ, এইমাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীতপ্রকাশে দ্রষ্টৃ-দৃষ্টগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। বহুভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকৃপা হইলে যিনি প্রপঞ্চ সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক চিজ্জগতে প্রবিষ্ট হন, আবার যদি তাঁহার সাধনকালীন রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদন-সিদ্ধি থাকে, তবেই তিনি গোলোকের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধলীলা দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারিবেন। সেরূপ পাত্র দুর্লভ, আর যিনি প্রপঞ্চে বর্তমান হইয়াও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণকৃপায়

চিদ্রসের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভৌম-গোকুললীলায় সেই গোলোকলীলা দেখিতে পা'ন। সেই অধিকারিদ্বয়ের মধ্যেও অবশ্য তারতম্য আছে; বস্তুসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সেই গোলোক লীলা-দর্শনে কিছু কিছু মায়িক প্রতিবন্ধক থাকে। আবার, স্বরূপসিদ্ধির তারতম্যক্রমে স্বরূপ-দর্শনের তারতম্যানুসারে ভক্তদিগের গোলোক-দর্শনের তারতম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণই ভক্তিচক্ষুশূন্য; তন্মধ্যে কেহ কেহ—কেবল মায়া-বিচিত্রতায় আবদ্ধ এবং কেহ কেহ বা—ভগবদ্‌বহির্মুখ-জ্ঞানের আশ্রয়ে চরমনাশের প্রত্যাশী; তাহারা ভগবানের প্রকটলীলা দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকট-লীলায় অপ্রকটসম্বন্ধ-শূন্য কেবল জড়-প্রতীতির মাত্র উদয় হয়। অতএব অধিকারি-ভেদে গোলোক-দর্শনের গতিই এইরূপ। ইহাতে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, গোলোক যেরূপ শুদ্ধতত্ত্ব, গোকুলও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে মলশূন্য হইয়াও যোগমায়া- চিচ্ছক্তি-কর্তৃক জড়জগতে প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট-বিষয়ে কিছুমাত্র মায়িক মল, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই; কেবল দ্রষ্টৃ-জীবদিগের অধিকারানুসারেই তাহা কিছু কিছু পৃথগ্‌রূপে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত্ব, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুদ্ধতা, ফল্গুত্ব, তুচ্ছত্ব, স্থূলত্ব—কেবল দ্রষ্টৃজীবের জড়ভাবিত চক্ষু, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারনিষ্ঠ, কিন্তু দৃশ্যবস্তুনিষ্ঠ নয়। যিনি যতদূর তত্তৎ দোষশূন্য, তিনি ততদূর বিশুদ্ধতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ। শাস্ত্রে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা —মলশূন্য; কেবল তদালোচক-ব্যক্তিদিগের নিকটই প্রতীতিসমূহ তত্তদধিকার-ক্রমে মলযুক্ত বা মলশূন্য হইয়া থাকে। পূর্বে যে চতুঃষষ্টি-কলার বিবৃতি কথিত হইয়াছে, সেইসকল বিষয় মূলতঃ শুদ্ধরূপে গোলোকেই বর্তমান আলোচক-দিগের অধিকারক্রমেই সেই সেই বাক্যে হেয়ত্ব, তুচ্ছত্ব ও স্থূলত্বের প্রতীতি হয়। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যতপ্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে-সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয়ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়াকৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ; পরদার-ভাবটী যোগমায়াকৃত, সুতরাং কোন শুদ্ধতত্ত্বমূলক। সে শুদ্ধতত্ত্বটি কি, তাহা বিচার করা যাউক। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, —"পূর্বোক্ত-ধীরোদাত্তাদি-চতুর্ভেদস্য তস্য তু। পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ

বিশ্রুতৌ।। তত্র পতিঃ স কন্যায়াঃ যঃ পাণিগ্রাহকো ভবেৎ। রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়া-বলার্থিনা। তদীয়-প্রেম-সর্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ।। লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি।।" তত্র নায়িকাভেদ-বিচারঃ,—"নাসৌ নাট্যেরসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে। তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত-ক্ষুদ্রনায়িকাদ্যনুসারতঃ।" এইসকল শ্লোকে শ্রীজীব-গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া পরদার-ভাবকে যোগমায়া-কৃত জন্মাদিলীলার ন্যায় বিভ্রম-বিলাসরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "তথাপি পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং"—এই ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি স্বীয় গম্ভীর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন-সিদ্ধান্তেও যোগমায়াকৃত বিভ্রমবিলাস স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি শ্রীজীব-গোস্বামী যখন গোলোক ও গোকুলের একত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তখন গোকুলের সমস্ত লীলায় যে মূল-তত্ত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যিনি বিবাহবিধিক্রমে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনি 'পতি', এবং যিনি রাগদ্বারা পরকীয়া রমণীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তদীয়-প্রেমসর্বস্ব-বোধে ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন করেন, তিনিই 'উপপতি'। গোলোকে বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ ধর্ম্মই নাই; সুতরাং তথায় তল্লক্ষণ পতিত্বও নাই; আবার তদ্রূপ স্বীয়স্বরূপাশ্রিতা গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায়, তাঁহাদের উপপত্নীত্বও নাই। তথায় স্বকীয় ও পরকীয়,—এই উভয়বিধভাবের পৃথক্-পৃথগ্ স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক-জগতে বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ 'ধর্ম' আছে;—কৃষ্ণ সেই ধর্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্যমণ্ডলরূপ ধর্ম—যোগমায়াদ্বারা ঘটিত। সেই ধর্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ পরকীয়-রস-আস্বাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়া কর্তৃক প্রকটিতা ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-লীলা, তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাচ্ছাদিত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলায় তাদৃশ লঘুত্ব নাই। পরকীয়-রসই সর্বরসের নির্যাস; 'তাহা গোলোকে নাই'—এই কথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয় গোলোকে পরমোপাদেয়-রসাস্বাদন নাই,—এরূপ নয়। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন আকারে গোলোকে এবং কোন আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। সুতরাং পরদারত্বরূপ ধর্মলঙ্ঘন-প্রতীতি মায়িক-চক্ষে প্রতীত হইলেও তাহার কোনপ্রকার সত্যতা গোলোকেও আছে। "আত্মারামোপ্যরীরমৎ", "আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ", "রেমে ব্রজ-

সুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রবচনদ্বারা প্রতীত হয় যে, আত্মারামতাই কৃষ্ণের নিজ-ধর্ম। কৃষ্ণ ঐশ্বর্যময়-চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয় বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়া বুদ্ধি প্রবলা থাকায় তথায় দাস্যরস পর্যন্তই রসের সুন্দর গতি। কিন্তু গোলোকে আত্মশক্তিকে শতসহস্র-গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয়-বিস্মৃতিপূর্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন। স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত-দুর্লভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিঃসর্গতঃ ‘পরোঢ়া’-অভিমান আছে, এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় ‘ঔপপত্য’-অভিমান স্বীকারপূর্বক বংশীপ্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি-লীলা করেন। গোলোক—নিত্যসিদ্ধ, মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমানমাত্রেরই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়। আবার বাৎসল্যরসও অবতারীকে আশ্রয়পূর্বক বৈকুণ্ঠে নাই;—ঐশ্বর্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরমমাধুর্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই, জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমান-মাত্র; যথা—“জয়তি জন-নিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ” ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান—নিত্য। শৃঙ্গাররসেও সেইরূপ ‘পরোঢ়াত্ব’ ও ‘ঔপপত্য’-অভিমান-মাত্র নিত্য হইলে, দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতে প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়, এইমাত্র ভেদ। বৎসলরসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গাররসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্ধনাদির সহিত বিবাহ আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্-সত্তাগত পতিত্ব না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন যে, “ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।” এই জন্যই রসতত্ত্বাচার্য শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বলরসে নায়ক—দুই প্রকার; যথা—“পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ” ইতি। শ্রীজীব তাঁহার টীকায় “পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং” এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাদিতে কৃষ্ণের পতিত্ব এবং

গোলোক ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্যোপপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গোলোকনাথ ও গোকুলনাথে উপপতি-লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। কৃষ্ণকর্তৃক স্বীয় আত্মারামত্ব-ধর্মের যে লঙঘন, পরোঢ়া-মিলন-জন্য রাগই সেই ধর্ম-লঙঘনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোঢ়াত্ব-অভিমানই সেই পরোঢ়াত্ব। বস্তুতঃ তাঁহাদের পৃথক্-সত্তাযুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই স্থানে তাঁহাদের পরকীয়-অবলাত্ব সম্পাদন করে। সুতরাং "রাগেণোল্লঙঘয়ন্ ধর্মং" ইত্যাদি সকল লক্ষণই মাধুর্যপীঠে নিত্য বর্তমান। ব্রজে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে প্রাপঞ্চিকচক্ষু ব্যক্তিদিগের নিকট স্থূলাকারে লক্ষিত হয়। সুতরাং গোলোকে পরকীয় ও স্বকীয়রসের অচিন্ত্যভেদাভেদ; —ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয়। পরকীয়সার যে স্বকীয়-নিবৃত্তি অর্থাৎ বিবাহবিধি-শূন্য রমণ এবং স্বকীয়সার যে পরকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ তদুভয়ে এক-রস হইয়া উভয়বৈচিত্র্যের আধাররূপে বিরাজমান। গোকুলে সেইরূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চাগত-দ্রষ্টৃগণের অন্যপ্রকার প্রত্যয়। গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্মাধর্মশূন্য পতিত্ব ও উপপতিত্ব নির্মলরূপে বিরাজমান; গোকুলবীরে সেইরূপ হইয়াও যোগমায়াদ্বারা প্রতীতি-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যদি বল,—যোগমায়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা চিচ্ছক্তিকৃত পরম-সত্য, সুতরাং পরদারত্বরূপ প্রতীতিও যথাবৎ সত্য—তদুত্তর এই যে, রসাস্বাদনে সেরূপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই; কেননা তাহা অমূলক নয়। কিন্তু জড়বুদ্ধিতে যে হেয়-প্রতীতি হয়, তাহাই দুষ্ট; তাহা শুদ্ধজগতে থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীজীব-গোস্বামী যথাযথই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তও অচিন্ত্যরূপে সত্য; কেবল স্বকীয়-বাদ ও পরকীয়-বাদ লইয়া বৃথা জড়বিবাদই মিথ্যা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ। যিনি শ্রীজীব-গোস্বামীর টীকা-সমূহ এবং প্রতিপক্ষের টীকা-সকল নিরপেক্ষ হইয়া ভালরূপে আলোচনা করিবেন,—তাঁহার কোন সংশয়াত্মক বিবাদ থাকিবে না। শুদ্ধ-বৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই; তাঁহাদের বাক্-কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি—মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষগত দোষের আরোপ করেন। "গোপীনাং

তৎপ্রতীনাঞ্চ" এই রাসপঞ্চাধ্যায়ী-শ্লোকের বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় 'বৈষ্ণবতোষণী'তে যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহা ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিনা-আপত্তিতে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছেন।

গোলোকাদি-চিদ্বিলাস-সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামি-পাদদিগের উপদিষ্ট একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত। তাহা এই,—ভগবত্তত্ত্ব সর্বদা চিদ্‌বিশেষ-দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ জড়-বিশেষাতীত, কখনই নির্বিশেষ নয়। ভগবদ্‌রস—'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিকী' ও 'ব্যাভিচারী', এই চারিপ্রকার বিশেষগত বিচিত্রতাদ্বারা সুন্দর এবং তাহা সর্বদা গোলোক ও বৈকুণ্ঠে বর্তমান। গোলোকের রস যোগমায়া-বলে ভক্তদিগের উপকারার্থ জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরস-রূপে প্রতীত এবং এই গোকুলরসে যাহা যাহা দেখা যাইতেছে, সে সকলই আবার গোলোকরসে বিশদ্‌রূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র ভেদ, তত্তৎ জনে রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভী প্রভৃতি সকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিত-ভাবে গোলোকে আছে; কেবল জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড়-প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই। বিচিত্র ব্রজলীলায় অধিকার-ভেদে গোলোকের পৃথক্ পৃথক্ স্ফূর্তি; সেই সেই স্ফূর্তির কোন্ কোন্ অংশ—মায়িক ও কোন্ কোন্ অংশ—শুদ্ধ, এ-বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন। ভক্তিচক্ষু প্রেমাঞ্জন-দ্বারা যতই ছুরিত বা শোভিত হইবে, ততই ক্রমশঃ বিশদ-স্ফূর্তির উদয় হইবে। সুতরাং কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই; বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেননা, গোলোকতত্ত্ব—অচিন্ত্য-ভাবময়। অচিন্ত্য-ভাবকে চিন্তাদ্বারা অনুসন্ধান করিলে তুষাবঘাতীর নিরর্থক-পরিশ্রমের ন্যায় নিষ্ফল-চেষ্টা হইবে। সুতরাং জ্ঞানচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তি-চেষ্টায় অনুভূতি লাভ করা কর্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্বিশেষ-প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মায়াপ্রতীতিশূন্য শুদ্ধপরকীয়-রস—অতি-দুর্লভ। তাহা গোকুল-লীলায় বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগ ভক্তগণ সাধন করিবেন এবং সিদ্ধিকালে অধিকতর উপাদেয় মূল-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণে পরকীয়-চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেকস্থলে জড়গত-বৈধর্মরূপে পরিণত হয়। তাহা

দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য শ্রীজীব উৎকণ্ঠিত হইয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সার গ্রহণ করাই শুদ্ধবৈষ্ণবতা। আচার্যাবমাননাদ্বারা মতান্তর-স্থাপনে যত্ন করিলে অপরাধ হয়।।৩৭।।

টীকা। তৎপ্রেয়সীনাং তু কিং বক্তব্যম্? যতঃ পরমশ্রীণাং তাসাং সাহিত্যেনৈব তস্য তল্লোকবাস ইত্যাহ,—আনন্দেতি। 'আনন্দচিন্ময়-রস' পরমপ্রেমময় উজ্জ্বলনামা তেন 'প্রতিভাবিতাভিঃ'; যদ্বা, পূর্বং তাবদ্যো রসস্তন্নাম্না রসেন সোঽয়ং ভাবিত উপাসিতো জাতস্ততশ্চ তস্য তেন রসেন যাঃ প্রতিভাবিতাস্তাভিঃ সহেত্যর্থঃ প্রতিশব্দাল্লভ্যতে। তথা অখিলানাং গোলোকবাসিনামন্যেষামপি প্রিয়বর্গাণামাত্মতঃ পরমশ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচার্যপি তাভিরেব সহ নিবসতীতি তাসামতিশায়িত্বং দর্শিতম্। তত্র হেতুঃ—'কলাভিঃ' হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ। তত্রাপি বৈশিষ্ট্যমাহ,—প্রত্যুপকৃতঃ স ইত্যুক্তেস্তস্য প্রাগুপকারিত্বমায়াতি, তদ্বৎ। তত্রাপি 'নিজরূপতয়া' স্বদারত্বেনৈব, ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্ব-ব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়-রহস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ। 'য এব' ইত্যেবকারেণ যৎ-প্রাপঞ্চিকপ্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতা-ব্যবহারেণ নিবসতি সোঽয়ং স এবতদপ্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারেণ নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকট-নিত্য-লীলা-শীলময়-দর্শাণব্যাখ্যানে—"অনেকজন্ম-সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা" ইতি। 'গোলোক এব' ইত্যেবকারেণ সেয়ং লীলা তু ক্বাপি নান্যত্র বিদ্যত ইতি প্রকাশ্যতে।।৩৭।।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৮।।

অন্বয়। সন্তঃ (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সাধুগণ) যম (যে) অচিন্ত্যগুণস্বরূপং (প্রাকৃত-চিন্তাতীতগুণরূপবিশিষ্ট) শ্যামসুন্দরম্ (শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে) প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-

ভক্তিবিলোচনেন (প্রেমাঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিনয়নে অর্থাৎ প্রেমভক্তিযোগে) সদা এব (সর্বদাই) হৃদয়েষু (স্ব স্ব শুদ্ধ-হৃদয়ে) বিলোকয়ন্তি (অবলোকন করিয়া থাকেন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৩৮।।

অনুবাদ। প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৩৮।।

তাৎপর্য্য। শ্যামসুন্দর-রূপই কৃষ্ণের অচিন্ত্য যুগপৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধ রূপ; সাধুগণ ভক্তিসমাধিতে স্বীয়হৃদয়ে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। শ্যামরূপটি—জড়ীয় শ্যামবর্ণ নয়, কিন্তু চিদ্বৈচিত্র্যগত নিত্যসুখদ বর্ণ; জড়চক্ষে তাহা দেখা যায় না। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্" ইত্যাদি ব্যাস-সমাধি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—পূর্ণ-পুরুষ, কেবল ভক্তিভাবিত-সমাধির আসনস্বরূপ ভক্তহৃদয়ে উদিত হন। ব্রজে প্রকটসময়ে ভক্ত ও অভক্ত, সকলেই এই চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কেবল ভক্তগণ মাত্র ব্রজপীঠস্থ কৃষ্ণকে হৃদয়ের পরম-ধন বলিয়া আদর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভক্তগণ সেরূপ চাক্ষুষ-দর্শন লাভ না করিয়াও ভক্তিভাবিত-হৃদয়ে ব্রজধামে কৃষ্ণকে দর্শন করেন। জীবের চিন্ময়-শুদ্ধবিগ্রহের চক্ষুই ভক্তিচক্ষু; তাহা ভক্তির অনুশীলনদ্বারা যেই পরিমাণে স্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণস্বরূপের শুদ্ধদর্শন হয়। সাধন-ভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপা-বলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাবভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়; তাহা হইলেই সাক্ষাদ্ দর্শন হয়। 'হৃদয়ে' অর্থাৎ সেই সেই ভক্তির তারতম্যাধিকারগত হৃদয়েই দর্শন হয়। মূল কথা এই যে, শ্যামসুন্দর নটবর মুরলীধর ত্রিভঙ্গমূর্তি কল্পিত নয়; তাহা সমাধিচক্ষে দৃষ্ট হয়।।৩৮।।

টীকা। যদ্যপি গোলোক এব নিবসতি, তথাপি প্রেমাঞ্জনেতি। 'অচিন্ত্যগুণ-স্বরূপম্' অপি প্রেমাখ্যং যদঞ্জনং তেন ছুরিতবদুচ্চৈঃ প্রকাশমানং ভক্তিরূপং বিলোচনং তেনেত্যর্থঃ।।৩৮।।

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৯।।

অন্বয়। যঃ (যে কৃষ্ণ-নামক) পরমঃ পুমান্ (পরমপুরুষ) রামাদিমূর্ত্তিষু (রামাদি মূর্ত্তিসমূহে) কলানিয়মেন (স্বাংশ-কলাদিরূপে) তিষ্ঠন্ (অবস্থান করতঃ) ভুবনেষু (ব্রহ্মাণ্ডসমূহে) নানাবতারম্ (বিভিন্নরূপ অবতার) অকরোৎ (প্রকাশ করিয়া থাকেন), কিন্তু (পরন্তু) স্বয়ং (নিজেই) কৃষ্ণঃ সমভবৎ (কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন) তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৩৯।।

অনুবাদ। যে পরম-পুরুষ-স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদিমূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৩৯।।

তাৎপর্য্য। স্বাংশ-অবতাররূপে রামাদি-অবতার বৈকুণ্ঠ হইতে এবং কৃষ্ণ গোলোকের ব্রজধাম-সহিত স্বয়ং প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরমপুরুষ কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণচৈতন্যও সেই স্বয়ংরূপেই প্রকটতা স্বীকার করেন,—ইহাই গূঢ় তাৎপর্য।।৩৯।।

টীকা। স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মবতরতীত্যাহ,—রামাদীতি। যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ 'পরমঃ পুমান্ কলা-নিয়মেন' তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন 'রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্' তত্তন্মূর্তীঃ প্রকাশয়ন্'নানাবতারমকরোৎ' য এব 'স্বয়ং সমভবৎ' অবততার। তং লীলা-বিশেষেণ-গোবিন্দমহং ভজামীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীদশমে দেবৈঃ—"মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং তে।।" (ভাঃ ১০।২।৪০) ইতি।।৩৯।।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪০।।

অন্বয়। জগদণ্ডকোটিকোটিষু (গোবিন্দের বিভূতিরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে) অশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং (অনন্ত পৃথিব্যাদি বিভূতিসমূহ হইতে ভিন্ন) নিষ্কলম্ (নিরুপাধি) অনন্তম্ (অপরিসীম) অশেষভূতং (এবং ধর্মিরূপ সবিশেষ গোবিন্দের ধর্মরূপে অবস্থিত অর্থাৎ উপনিষদ্গণ যাহাকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলেন) তদ্ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্ম) যস্য প্রভবতঃ (যে প্রভাবশালী গোবিন্দের) প্রভা (অঙ্গকান্তি) তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৪০।।

অনুবাদ। যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্বিশেষব্রহ্ম কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৪০।।

তাৎপর্য্য। মায়া-প্রসূত ব্রহ্মাণ্ডনিচয়—গোবিন্দের একপাদবিভূতি; তদুত্তর-তত্ত্বরূপই নির্বিশেষ-ব্রহ্ম; তাহা—গোবিন্দের ত্রিপাদ-বিভূতিরূপ চিজ্জগতের বহিঃপ্রাকারস্থিত তেজোবিশেষ; তাহা—নিষ্কল অর্থাৎ কলারহিত, সুতরাং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-রূপে প্রতীত; তাহা—অনন্ত এবং অবশিষ্ট-তত্ত্ব।।৪০।।

টীকা। তদেবং তস্য সর্বাবতারিত্বেন পূর্ণত্বমুক্তা স্বরূপেণাপ্যাহ,—যস্যেতি। দ্বয়োরেকরূপত্বেপি বিশিষ্টতয়াবির্ভাবাৎ শ্রীগোবিন্দস্য ধর্মিরূপত্বম-বিশিষ্টতয়াবির্ভাবাদ্ব্রহ্মণো ধর্মরূপত্বং ততঃ পূর্বস্য মণ্ডলস্থানীয়ত্বমিতি ভাবঃ। অতএব গীতাসু—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি; অতএবৈকাদশে স্ব-বিভূতিগণনায়াং তদপি স্বয়ং গণিতং—"পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্।।" (ভাঃ ১১।১৬।৩৭) ইতি। টীকা চাত্র—"পৃথিব্যাদিশব্দৈস্তন্মাত্রাণি বিবক্ষিতানি। অহমহঙ্কারঃ মহান্

মহত্তত্ত্বম্। এতাঃ সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ। বিকারঃ পঞ্চমহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চেত্যেবং ষোড়শসংখ্যকঃ। পুরুষো জীবঃ। অব্যক্তং প্রকৃতিঃ। এবং পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বানি। তদুক্তম্—মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।। ইতি। কিঞ্চ রজঃ সত্ত্বং তম ইতি প্রকৃতের্গুণাশ্চ, পরং ব্রহ্ম চ" ইত্যেষা শ্রীমৎস্যদেবেনাপ্যষ্টমে তথোক্তং—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিদিতং হৃদি।।" (ভাঃ ৮।২৪।৩৮) ইতি। অতএবাহ ধ্রুবশ্চতুর্থে—"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ। সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ।।" (ভাঃ ৪।৯।১০) অতএবাত্মা-রামাণামপি তদ্গুণেনাকর্ষঃ শ্রূয়তে,—"আত্মরামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।" (ভাঃ ১।৭।১০) ইতি। অত্র বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীভাগবতসন্দর্ভো দৃশ্যতামিত্যলমতিবিস্তরেণ।।৪০।।

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা।
সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪১।।

অন্বয়। যস্য মায়া হি (যাঁহার বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিই) জগদণ্ড-শতানি (অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগণ) সূতে (প্রসব করে), ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা (এবং মায়ার সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ গুণত্রয়ের কথা ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে) সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ব বিশুদ্ধসত্ত্বং (অথচ মায়ার রজস্তমোমিশ্রিত যে সত্ত্বগুণ, তাহার অবলম্বনস্বরূপ যে অমিশ্র (শুদ্ধ) সত্ত্ব তাহা হইতেও পরমবিশুদ্ধ চিচ্ছক্তিবৃত্তিরূপ সত্ত্ব যাঁহার অর্থাৎ যিনি মায়াস্পর্শশূন্য বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্তি), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৪১।।

অনুবাদ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ-ত্রৈগুণ্যময়ী এবং জড়ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধি-বেদজ্ঞানবিস্তারিণী মায়া—যাঁহার অপরাশক্তি, সেই সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরসত্ত্বনিবন্ধন বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৪১।।

তাৎপর্য্য। উৎপত্তি—রজোগুণ, উৎপত্তি হইয়া স্থিতি—রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ; এবং বিনাশ—তমোগুণ। ত্রিগুণ-মিশ্রিত সত্ত্ব প্রাকৃত, কিন্তু রজঃ ও তমোগুণের সহিত অমিশ্রিত যে সত্ত্ব, তাহাই অপ্রাকৃত এবং নিত্যবর্তমান ধর্মই পরসত্ত্ব; তাহাতে যাঁহার স্বরূপের অবস্থিতি, তিনিই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব—অমায়িক, প্রপঞ্চাতীত, নির্গুণ ও চিদানন্দ। মায়াই জড়জগতের সমস্ত-বিধিময় ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদ বিস্তার করিয়াছেন।।৪১।।

টীকা। তদেবং তস্য স্বরূপগতমাহাত্ম্যং দর্শয়িত্বা জগদগতমাহাত্ম্যং দর্শয়তি দ্বাভ্যাম্। তত্র বহিরঙ্গশক্তিমায়াচিন্ত্যকার্যগতমাহ,—মায়া হীতি। মায়য়া হি তস্য স্পর্শো নাস্তীত্যাহ,—সত্ত্বেতি। সত্ত্বস্য রজস্তমো-মিশ্রিতস্যাশ্রয়ি যৎ পরং তদমিশ্রং শুদ্ধং সত্ত্বং তস্মাদপি বিশুদ্ধং চিচ্ছক্তিবৃত্তিরূপং সত্ত্বং যস্য তম্; তথোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব-শুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু।।" ইতি। বিশেষতঃ শ্রীভাগবতসন্দর্ভে তদিদমপি বিবৃতমস্তি।।৪১।।

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪২।।

অন্বয়। যঃ (যিনি) আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া (উজ্জ্বল-নামক প্রেমরসে বিভাবিত-হেতু) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) মনঃসু (শুদ্ধহৃদয়ে) প্রতিফলন্ (কিঞ্চিৎ অংশে (প্রতিবিম্বস্বরূপে) প্রতিফলিত হইয়া) স্মরতাম্ উপেত্য (কন্দর্পস্বরূপতা প্রকটিত করতঃ) লীলায়িতেন (স্বীয় লীলাবিলাসদ্বারা) অজস্রং (নিরন্তর) ভুবনানি

(ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে) জয়তি (জয় করিতেছেন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদি-পুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি) ।।৪২।।

অনুবাদ। যিনি আনন্দচিন্ময়রস-স্বরূপে স্মরণকারি-প্রাণীদিগের মনে প্রতিফলিত হইয়া নিজলীলাচেষ্টিতদ্বারা নিরন্তর ভুবন-বিজয়ী হন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৪২।।

তাৎপর্য্য। যাঁহারা সদুপদেশক্রমে নিরন্তর উজ্জ্বল-রসগত কৃষ্ণের মন্মথমন্মথ-মূর্তি-সম্বন্ধীয় নাম, রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করেন, তাঁহারাই স্মরণকারী। তাঁহাদের চিত্তেই ধাম ও লীলাময় কৃষ্ণ উদিত হন। সেই উদিত ধামগত-লীলা জড়জগতের সকল ঐশ্বর্য-মাধুর্যকে সর্বতোভাবে জয় করে।।৪২।।

টীকা। অথ তন্ময়মোহনত্বমাহ,—আনন্দেতি। 'আনন্দচিন্ময়রসঃ' উজ্জ্বলাখ্যঃ প্রেমরসস্তদাত্মতয়া তদালিঙ্গিততয়া প্রাণিনাং মনঃসু 'প্রতিফলন্' সর্বমোহনস্বাংশচ্ছুরিত-পরমাণুপ্রতিবিম্বতয়া কিঞ্চিদুদয়ন্নপি স্মরতামুপেত্যেত্যাদি যোজ্যম্। যদুক্তং রাসপঞ্চাধ্যায্যাং—"সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" (ভাঃ ১০।৩২।২) ইতি। "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইতিবৎ। তদেবং তৎকারণত্বেপি স্মরাবেশস্য দুষ্টত্বং জগদাবেশবৎ।।৪২।।
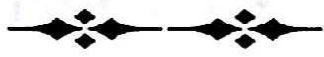
গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪৩।।

অন্বয়। যেন (যাঁহাকর্তৃক) গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি (গোলোকনামক সর্বোপরি বর্তমান স্বীয়ধামে) তস্য তলে চ (এবং সেই গোলোকধামের তলদেশে) তেষু তেষু দেবী-মহেশহরিধামসু চ (সেই সেই দেবীধামে, তদুপরিস্থিত মহেশধামে ও তদুপরি বর্তমান হরিধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামেও) তে তে প্রভাবনিচয়াঃ (সেই

সকল ধামোচিত শাস্ত্রাদি প্রসিদ্ধ প্রভাবসমূহ) বিহিতাঃ (বিহিত হইয়াছে), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৪৩।।

অনুবাদ। দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্বোপরি গোলোক-নামা নিজ-ধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৪৩।।

তাৎপর্য্য। সর্বোপরি অবস্থিত গোলোকধাম। ব্রহ্মা তাহা উর্ধ্বে লক্ষ্য করিয়া নিজের অবস্থিতি-ভূমি হইতে অবান্তর ধামগুলি বলিতেছেন—প্রথমে ' দেবীধাম' অর্থাৎ এই জড়জগৎ; ইহাতেই 'সত্যলোক' প্রভৃতি চৌদ্দটি লোক আছে। তদুপরি শিবধাম; সেই ধাম 'মহাকাল-ধাম'-নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা-আলোকময় সদাশিব-লোক। তদুপরি হরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগত বৈকুণ্ঠলোক। দেবীধামের মায়াবৈভবরূপ-প্রভাব এবং শিবধামের কাল ও দ্রব্যময়ব্যূহপ্রভাব, তথা বিভিন্নাংশ-গত স্বাংশাভাসময়-প্রভাব। কিন্তু হরিধামের চিদৈশ্বর্য-প্রভাব এবং গোলোকের সর্বৈশ্বর্য-নিবাসকারী মহামাধুর্যপ্রভাব। সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় সেই সেই ধামে গোবিন্দই সাক্ষাৎ ও গৌণবিক্রমদ্বারা বিধান করিয়াছেন।।৪৩।।

টীকা। তদিদং প্রপঞ্চগতং মাহাত্ম্যমুক্ত্বা নিজধামগতমাহাত্ম্যমাহ,---গোলোকেতি। দেবীমহেশেত্যাদি-গণনং ব্যুৎক্রমেণ জ্ঞেয়ম্। দেব্যাদীনাং যথোত্তরমূর্ধ্বোর্ধ্ব প্রভবত্বাত্তল্লোকানামূর্ধ্বোর্ধ্ব ভাবিত্বমিতি। গোলোকস্য সর্বোর্ধ্বগামিত্বং সর্বেভ্যো ব্যাপকত্বঞ্চ ব্যবস্থাপিতমস্তি; ভুবি প্রকাশমানস্য বৃন্দাবনস্য তু তেনাভেদঃ পূর্বত্র দর্শিতঃ। "গবামেব হি গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ। সা তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণঃ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবং গবাম্" ইত্যনেনাভেদেনৈব হি গোলোক এব নিবসতীত্যেব-কারঃ সংঘটতে, যতো ভুবি প্রকাশমানেস্মিন্ বৃন্দাবনে তস্য নিত্যবিহারিত্বং শ্রূয়তে; যথাদিবারাহে—"বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদি-সেবিতম্।।" তত্র চ বিশেষঃ—"কৃষ্ণঃ ক্রীড়াসেতুবন্ধং মহাপাতক-নাশনম্। বল্লবীভিঃ ক্রীড়ানার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ।। গোপকৈঃ সহিতস্তত্র

ক্ষণমেকং দিনে দিনে। তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি।।" ইতি। অতএব গৌতমীয়ে, শ্রীনারদ উবাচ,—"কিমিদং দ্বাত্রিংশদ্বনং বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে। শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোস্মি মে বদ।।" শ্রীকৃষ্ণ উবাচ,—"ইদং বৃন্দাবনং নাম মম ধামৈব কেবলম্ অত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগা কীটা নরাধমাঃ। নিবসন্তি ময়াবিষ্টে মৃতা যান্তি মমালয়ম।। অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। গোপিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবা-পরায়ণাঃ।। পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।। অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যাজামি বনং ক্বচিৎ।। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্মচক্ষুষা।।" ইতি। এতদ্-রূপমেবাশ্রিত্য বারাহাদৌ তে নিত্যকদম্বাদয়ো দর্শিতা বর্ণিতাশ্চ। তস্মাৎ অস্মদ্দৃশ্যমানস্যৈব বৃন্দাবনস্য অস্মদ্দৃশ্যতাদৃশ-প্রকাশবিশেষ এব গোলোক ইতি লব্ধম্। যদা চাস্মদ্দৃশ্যমানে প্রকাশে সপরিকরঃ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবতি তদৈব তস্যাবতার উচ্যতে, তদেব চ রসবিশেষপোষায় সংযোগ-বিরহঃ পুনঃ সংযোগাদিময়বিচিত্রলীলয়া তথা পারদার্যাদিব্যবহারশ্চ গম্যতে। যদা তু যথাত্র যথা বান্যত্র কল্পতন্ত্রযামলসংহিতা-পঞ্চরাত্রাদিষু তথা দিগ্ দর্শনেন বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। তথা চ শ্রীদশমে—"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্। স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবম্।।" (ভাঃ ১০।৯০।৪৮) ইত্যাদি। তথা চ পাদ্মে নির্বাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্ব্যাসবাক্যে—"পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্। ততো পশ্যামাহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্। গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ।।" ইতি; অনেনা-লব্ধস্ত্রীধর্মবয়স্কতাদিবোধকেন কন্যা-পদেন তাসামন্যাদৃশত্বং নিরাক্রিয়তে। তথা চ গৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্থাধ্যায়ে—"অথ বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ" ইত্যারভ্য, তদ্ধানং—"স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্টকন্যকা-শতমণ্ডিতম্। গোপবৎসগণাকীর্ণং বৃক্ষসঙ্ঘৈশ্চ মণ্ডিতম্।। গোপকন্যাসহস্রৈস্তু পদ্মপত্রায়তেক্ষণৈঃ। অর্চিতং ভাবকুসুমৈস্ত্রৈলোক্যৈকগুরুং পরম্।।" ইত্যাদি। তদ্দর্শনকারী চ দর্শিতস্তত্রৈব সদাচারপ্রসঙ্গে—"অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপরূপধরং হরিম্।।" ইতি; তত্রৈবান্যত্র

"বৃন্দাবনে বসেদ্ধীমান্ যাবৎ কৃষ্ণস্য দর্শনম্" ইতি; ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চাষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গে—"অহর্নিশং জপেদ্‌যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্।।" ইতি। অতএব তাপন্যাং ব্রহ্মবাক্যং— "তদুহোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্ধান্তে সোবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূব" ইতি। তস্মাৎ ক্ষীরোদশায্যাদ্যবতারতয়া তস্য যৎ কথনং তত্তু তদংশানাং তত্র প্রবেশাপেক্ষয়া। তদলমতিবিস্তরেণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিতচরণে প্রস্তুতমনুসরামঃ।।৪৩।।
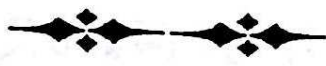
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪৪।।

অন্বয়। একা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিঃ দুর্গা (একমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়সাধনকারিণী শক্তি দুর্গাদেবী) যস্য ছায়া ইব (যাঁহার ছায়ার মত বর্তমান থাকিয়া) ভুবনানি বিভর্তি (ভুবনসমূহকে পোষণ করিতেছেন), যস্য চ ইচ্ছানুরূপম্ অপি (এবং যাঁহার ইচ্ছানুরূপই) চেষ্টতে (সেই দুর্গাদেবী আচরণ করিয়া থাকেন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৪৪।।

অনুবাদ। স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিকজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৪৪।।

তাৎপর্য্য। (পূর্বোক্ত দেবীধামের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার বর্ণন করিতেছেন)। যে-জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া গোলোকনাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ— চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবী, 'দুর্গা'; তিনি—দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীরপ্রতাপে অবস্থিতা বলিয়া সিংহবাহিনী; পাপদমনীরূপা

মহিষাসুরমর্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ-সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্তিক ও গণেশের জননী; জড়ৈশ্বর্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্তিনী; পাপ-দমনে বহুবিধ বেদোক্তধর্মরূপ বিংশতি অস্ত্র-ধারিণী; কালশোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী; —এইসকল আকার বিশিষ্টা দুর্গা; সেই দুর্গা—দুর্গবিশিষ্টা। 'দুর্গ'-শব্দে কারাগৃহ; তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক-কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার 'দুর্গ'। কর্মচক্রই তথায় 'দণ্ড'; বহিমুর্খজীবগণ-প্রতি এরূপ শোধন-প্রণালীবিশিষ্ট কার্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্য-ক্রমে সাধুসঙ্গে জীবগণের যখন সেই বহির্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্মুখভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট-কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক-জগতে কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবের জন্য "জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা" বিস্তার করেন। জীব—চিৎকণস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণবহির্মুখতা-দোষ হইলেই তিনি-মায়িক-জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন; বিক্ষিপ্ত হইবা-মাত্র দুর্গা তাঁহাকে, কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ-ইন্দ্রিয়সংযুক্ত একটি স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ একটী লিঙ্গদেহ দেন। জীব এক স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্বাসনাময় লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।।" এই ভাগবতবচনেই বহির্মুখ-জীবের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। জড়-জগতে যে দুর্গার পূজা হয়, তিনিই এই 'দুর্গা', কিন্তু ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী

দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি—চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী ছায়া-দুর্গা। তাঁহার দাসীরূপে জগতে কার্য করেন। তৃতীয় শ্লোকের টীকা দৃষ্টি করুন।।৪৪।।

টীকা। পূর্বং দেবীমহেশহরিধাম্নামুপরিচরধামত্বং তস্য দর্শিতম্। সম্প্রতি তু তত্তদাশ্রয়ত্বাত্তদেব যোগ্যমিতি দর্শয়তি,—সৃষ্টীতি পঞ্চভিঃ। যথোক্তং শ্রুতিভিঃ,—"ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরস্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষা" ইতি।।৪৪।।
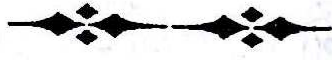
ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪৫।।

অন্বয়। ক্ষীরং যথা (দুগ্ধ যেরূপ) বিকারবিশেষযোগাৎ (অম্লাদিরূপ বিকারবিশেষের যোগহেতু) দধি সঞ্জায়তে (দধিরূপে পরিণত হয়), হি (তাহা হইলেও) ততঃ হেতোঃ (উৎপাদনকারণভূত সেই দুগ্ধ হইতে) পৃথক্ ন অস্তি (পৃথক্ বস্তু নহে), তথা (সেইরূপ) যঃ (যিনি) কার্যাৎ (কার্যবশতঃ) শম্ভুতাম্ অপি (শম্ভুরূপতাও) উপৈতি (প্রাপ্ত হন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৪৫।।

অনুবাদ। দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৪৫।।

তাৎপর্য্য। (মহেশ-ধামের অধিষ্ঠাতা পূর্বোক্ত শম্ভুর স্বরূপ নিশ্চিত হইতেছে।) শম্ভু—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটী 'ঈশ্বর' নন। যাহাদের সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা—ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদ-তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকারবিশেষ যোগে

ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'; সে স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমোগুণ, তটস্থশক্তির স্বল্পতাগুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনীমিশ্রিত সম্বিদ্‌গুণ, বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকারবিশেষ হয়। সেই বিকারবিশেষযুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাস-স্বরূপই—ঈশ্বর জ্যোতির্ময় শম্ভু লিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন। সৃষ্টিকার্যে দ্রব্যব্যূহময় উপাদান, স্থিতিকার্যে কোন কোন অসুরের নাশ এবং সংহারকার্যে সমস্ত ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাপন্ন বিভিন্নাংশরূপ শম্ভু-স্বরূপে গোবিন্দ 'গুণাবতার' হন। শম্ভুরই কালপুরুষত্ব নির্ণীত আছে; প্রমাণসমূহ টীকায় ধৃত হইয়াছে। " বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবতবচনের তাৎপর্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয়-কাল-শক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকারভেদে ভক্তিলাভের সোপান-স্বরূপ ধর্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশগুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না; তিনি—'ঈশ্বর' তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'।।৪৫।।

টীকা। অথ ক্রমপ্রাপ্তং মহেশং নিরূপয়তি,—ক্ষীরমিতি। কার্য-কারণ-ভাবমাত্রাংশে দৃষ্টান্তোয়ং দার্ষ্টান্তিকস্য কারণনির্বিকারত্বাৎ, চিন্তামণ্যাদিবৎ অচিন্ত্যশক্ত্যৈব তদাদিকার্যতয়াপি স্থিতত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ—"একো হ বৈ পুরুষো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ। তত এতে ব্যজায়ন্ত বিশ্বো হিরণ্যগর্ভোগ্নির্বরুণরুদ্রেন্দ্রাঃ" ইতি, তথা—"স ব্রহ্মণা সৃজতি রুদ্রেণ নাশয়তি। সোনুৎপত্তিলয়· এব হরিঃ কারণরূপং পরঃ পরমানন্দঃ" ইতি। শম্ভোরপি কার্যত্বং গুণসম্বলনাৎ; যথোক্তং শ্রীদশমে—"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।" (ভাঃ ১০।৮৮।৫)। "শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।।" (ভাঃ ১০।৮৮।৩) ইতি; এতদেবোক্তং—'বিকারবিশেষযোগাৎ' ইতি। কুত্রচিদভেদোক্তির্যা দৃশ্যতে তামপি সমাদধাতি; ততো হেতোঃ পৃথক্ত্বং নাস্তীতি। যথোক্তমৃগ্বেদশিরসি—"অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণঃ, ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ, শিবশ্চ নারায়ণঃ, শক্রশ্চ নারায়ণঃ, কালশ্চ নারায়ণঃ, দিশশ্চ

নারায়ণঃ, অধশ্চ নারায়ণঃ, ঊর্ধ্বঞ্চ নারায়ণঃ, অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণঃ এবেদং সর্বং জাতং জগত্যাং জগৎ” ইত্যাদি। ব্রহ্মণা ত্বেবমুক্তং—“সৃজামি তন্নিযুক্তোহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্।।” (ভাঃ ২।৬।৩৫) ইতি।।৪৫।।

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪৬।।

অন্বয়। দীপার্চিঃ এব হি (একটি দীপশিখাই যেরূপ) দশান্তরম্ (দশান্তর অর্থাৎ অপর একটি পলিতাকে) অভ্যুপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) দীপায়তে (অপর একটি প্রদীপরূপে প্রকাশ পায়), বিবৃতহেতুসমানধর্মা চ (এবং প্রকাশকার্যে পূর্বদীপের তুল্য জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া থাকে), তাদৃক্ এব হি যঃ (সেইরূপই মূলদীপস্বরূপ যিনি) বিষ্ণুতয়া চ (অন্য দীপরূপ বিষ্ণুরূপেও) বিভাতি (প্রকাশিত হন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৪৬।।

অনুবাদ। এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্তি বা বাতি-গত হইয়া বিবৃত-(বিস্তার) হেতু সমান-ধর্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ (বিষ্ণুর) চরিষ্ণু-ভাবে যিনি প্রকাশ পা'ন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।।৪৬।।

তাৎপর্য্য। (এক্ষণে হরিধামের অধিষ্ঠাতা 'হরি, 'নারায়ণ', 'বিষ্ণু' ইত্যাদি নামপ্রাপ্ত স্বাংশ-তত্ত্বের বর্ণন করিতেছেন।) কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি—পরব্যোমপতি নারায়ণ; তদীয় অংশ—আদ্যাবতারপুরুষ, তদীয় অংশ—গর্ভোদকশায়ী এবং তদীয় সর্বাবস্থা-ব্যাপক তত্ত্ব। এই শ্লোকে ক্ষীরোদশায়ি-বিষ্ণুর তত্ত্বনিরূপণ-দ্বারা স্বাংশবিলাস নিরূপিত হইতেছে। সত্ত্বগুণাবতার বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়িকগুণাদি-মিশ্র শম্ভু তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ। গোবিন্দ যে-স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ; শুদ্ধসত্ত্ব-

স্বরূপতা উভয়েতেই আছে; বিষ্ণু—বিবৃত-হেতু অর্থাৎ প্রকটিত হেতুরূপে গোবিন্দের সহিত সমানধর্ম বিশিষ্ট। ত্রিগুণময়ী মায়াতে যে সত্ত্বগুণ আছে, তাহা রজোস্তমো-গুণে মিশ্রিত থাকায় অশুদ্ধ-সত্ত্ব। ব্রহ্মা—রজো গুণোদিত স্বাংশ-প্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ এবং শম্ভু—মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশপ্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশের হেতু এই যে, মায়ার রজঃ ও তমো-গুণদ্বয় নিতান্ত 'অচিৎ' বলিয়া তাহাতে উদিত-তত্ত্বদ্বয়—স্বয়ংরূপ বা তদেকাত্ম হইতে অত্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত। মায়ার সত্ত্বগুণ মিশ্র হইলেও তন্মধ্যে যে বিশুদ্ধ-সত্ত্বাংশ আছে, গুণাবতার বিষ্ণু তাহাতেই উদিত; সুতরাং বিষ্ণু পূর্ণ স্বাংশবিলাস এবং মহেশ্বরতত্ত্ব; তিনি মায়াযুক্ত ন'ন অথচ মায়ার প্রভু। হেতুরূপ গোবিন্দের স্বীয়ত্বের প্রকরণরূপই বিষ্ণু। তদীয় বিলাসমূর্তি নারায়ণে গোবিন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য অর্থাৎ ষষ্টিসংখ্যক গুণ পূর্ণরূপে আছে। অতএব ব্রহ্মা ও শিব যেরূপ মায়াগুণ-মিশ্র-তত্ত্ব, গুণাবতার হইয়াও বিষ্ণু সেরূপ ন'ন; নারায়ণের মহাবিষ্ণুরূপে আবির্ভাব, মহাবিষ্ণুর গর্ভোদকশায়িরূপে আবির্ভাব এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবই চরিষ্ণুধর্মের উদাহরণ। বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং অন্য গুণাবতারদ্বয় ও সমস্ত দেবগণ—তাঁহারই অধীন আধিকারিক-তত্ত্ববিশেষ। মহাদীপ গোবিন্দের বিলাসমূর্তি হইতে মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী এবং রামাদি স্বাংশ অবতারসকল পৃথক্ পৃথক্ বর্তিগত বা দশা-গত দীপস্বরূপে গোবিন্দের চিচ্ছক্তি-দ্বারা বিরাজমান।।৪৬।।

টীকা। অথ ক্রমপ্রাপ্তং হরিস্বরূপমেকং নিরূপয়ন্ গুণাবতারমহেশ-প্রসঙ্গাদ্গুণাবতারং বিষ্ণুং নিরূপয়তি,—দীপার্চিরিতি। তাদৃক্ত্বে হেতুঃ—'বিবৃতহেতুসমানধর্মা'। ইতি। যদ্যপি গোবিন্দাংশাংশঃ কারণার্ণবশায়ী তস্য গর্ভোদকশায়ী তস্য চাবতারোঽয়ং বিষ্ণুরিতি লভ্যতে, তথাপি মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া সূক্ষ্মনির্মলদীপস্যোদিতস্য জ্যোতীরূপাংশে যথা তেন সহ সাম্যং, তথা গোবিন্দেন বিষ্ণুর্গম্যতে। শম্ভোস্তু তমোধিষ্ঠানাৎ কজ্জলময়-সূক্ষ্মদীপশিখা-স্থানীয়স্য ন তথা সাম্যমিতি বোধনায় তদিত্থমুচ্যতে। অগ্রে মহাবিষ্ণোরপি কলা-বিশেষত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ।।৪৬।।

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-

নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ।

আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪৭।।

অন্বয়। অনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ (যাঁহার রোমকূপসমূহে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান), আধারশক্তিং (এবং আধারশক্তিস্বরূপ) পরাং (শ্রেষ্ঠ) স্বমূর্তিং ('অনন্ত'-নামক নিজের মূর্তিবিশেষকে) যঃ (যিনি) অবলম্ব্য (আশ্রয় করিয়া) কারণার্ণবজলে (কারণসমুদ্রজলে) যোগনিদ্রাম্ (যোগনিদ্রাকে অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তিকে) ভজতি স্ম (উপভোগ করেন অর্থাৎ যোগনিদ্রায় শয়ন করেন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৪৭।।

অনুবাদ। আধার-শক্তিময়ী শেষাখ্যা শ্রেষ্ঠ-স্বমূর্তি অবলম্বনপূর্বক যিনি স্বীয় রোমকূপে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কারণার্ণবে শুইয়া যোগনিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৪৭।।

তাৎপর্য্য। (মহাবিষ্ণুর শয্যারূপ অনন্তের তত্ত্ব বলিতেছেন।) মহাবিষ্ণু যে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, সেই অনন্ত—কৃষ্ণের দাস-তত্ত্বরূপ 'শেষ'-নামা অবতারবিশেষ।।৪৭।।

টীকা। অথ কারণার্ণবশায়িনং নিরূপয়তি,—অনন্তজগদণ্ডৈঃ সহ রোমকূপাঃ যস্য সঃ সহ-শব্দস্য পূর্বনিপাতাভাব আর্ষঃ। 'আধারশক্তি-ময়ীং' পরাং স্বমূর্তিং শেষাখ্যাম্।।৪৭।।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য

জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪৮।।

অন্বয়। অথ (অনন্তর মহাবিষ্ণুর স্বরূপ বলিতেছেন), যস্য একনিশ্বসিতকালম্ (যে মহাবিষ্ণুর একটিমাত্র নিশ্বাসের কালকে) অবলম্ব্য (অবলম্বন করিয়া) লোমবিলজাঃ (লোমকূপজাত) জগদণ্ডনাথাঃ (ব্রহ্মাণ্ডপতিগণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) ইহ (স্ব-স্ব ব্রহ্মাণ্ডে) জীবন্তি (জীবিত থাকেন অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডপতিগণ স্ব স্ব কার্যের নিমিত্ত প্রকট থাকেন) সঃ (সেই) মহান্ বিষ্ণুঃ (সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু) যস্য (যাঁহার) কলাবিশেষঃ (অংশাংশবিশেষ), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৪৮।।

অনুবাদ। মহাবিষ্ণুর একটি নিশ্বাস বাহির হইয়া যে কাল পর্যন্ত অবস্থিতি করে, তাঁহার রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি সেই-কালমাত্র জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু—যাঁহার কলাবিশেষ অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৪৮।।

তাৎপর্য্য। বিষ্ণুতত্ত্বের মহৈশ্বর্য প্রদর্শিত হইল।।৪৮।।

টীকা। তত্র সর্বব্রহ্মাণ্ডপালকো যস্তবাবতারতয়া মহাব্রহ্মাদি-সহ-চরত্বেন তদভিন্নত্বেন চ মহাবিষ্ণুর্দর্শিতঃ; তত্র চ তমপ্যেবং তল্লক্ষণতয়া বর্ণয়তি,— 'তত্তজ্জগদণ্ডনাথাঃ' বিষ্ণ্বাদয়ঃ 'জীবন্তি' তত্তদধিকারিতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি।।৪৮।।
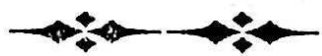
ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪৯।।

অন্বয়। ভাস্বান্ (সূর্য) যথা (যেপ্রকার) নিজেষু অশ্মশকলেষু (স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ প্রস্তরখণ্ডসমূহে অর্থাৎ সূর্যকান্তমণিসমূহে) কিয়ৎ (কিঞ্চিৎ পরিমাণে) স্বীয় তেজঃ (নিজের তেজঃ) প্রকটয়তি অপি (প্রকাশ করেন, এবং তদ্দ্বারা নিজেই দলনাদি

কার্য করিয়া থাকেন), তদ্বদত্র (সেইরূপ এই প্রাকৃত সৃষ্টিব্যাপারে) যঃ এষঃ ব্রহ্মা (যিনি অংশে বা জীববিশেষে নিজেই এই ব্রহ্মা হইয়া) জগদণ্ডবিধানকর্তা (ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্তা হন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৪৯।।

অনুবাদ। সূর্য যেরূপ সূর্যকান্তাদি মণিসমূহে নিজ তেজঃ কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা যাঁরা হইতে প্রাপ্তশক্তি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই, আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৪৯।।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মা—দুই প্রকার; কোন কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীবই 'ব্রহ্মা' হইয়া কার্য বিধান করেন, আবার কোন কল্পে সেরূপ যোগ্য জীব না থাকিলে এবং পূর্বকল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায়, কৃষ্ণ নিজশক্তির বিভাগক্রমে রজোগুণাবতার ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা—সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর ন'ন; আর পূর্বোক্ত শম্ভুতে ব্রহ্মা অপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে, মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মায় জীবের পঞ্চাশ-গুণ অধিকভাবে এবং তদতিরিক্ত আর পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে, আর শম্ভুতে সেই পঞ্চাশটি গুণ এবং পাঁচটি গুণের অংশও তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে।।৪৯।।

টীকা। তদেবং দেব্যাদীনাং তদাশ্রয়কত্বং দর্শয়িত্বা প্রসঙ্গসঙ্গত্যা ব্রহ্মণশ্চ দর্শয়ন্নপীব ভিন্নতয়া জীবত্বমেব স্পষ্টয়তি,—ভাস্বানিতি। 'ভাস্বান্' সূর্যো যথা 'নিজেষু' নিত্যস্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু 'অশ্মশকলেষু' সূর্যকান্তাখ্যেষু স্বীয়ং কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি, 'অপি'—শব্দাৎ তেন তদুপাধিকাংশেন দাহাদি কার্যং স্বয়মেব করোতি, তথা য এব জীববিশেষে কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি, তেন তদুপাধিকাংশেন স্বয়মেব ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে বিধানকর্তা ব্যষ্টিসৃষ্টিকর্তা ভবতীত্যর্থঃ; যদ্বা, মহাব্রহ্মৈবায়ং বর্ণতে, তদুপলক্ষিত মহাশিবশ্চ জ্ঞেয়ঃ; ততশ্চ জগদণ্ডানাং বিধানকর্তৃত্বঞ্চ যুক্তমেব। যদ্যপি দুর্গাখ্যা মায়া কারণার্ণবশায়িন এব কর্মকরী, যদ্যপি চ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদ্যা গর্ভোদকশায়িন এবাবতারাস্তথাপি তস্য সর্বাশ্রয়তয়া তেপি তদাশ্রয়িতয়া গণিতাঃ। এবমুত্তরত্রাপি।।৪৯।।

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৫০।।

অন্বয়। সঃ গণাধিরাজঃ (সেই প্রসিদ্ধ বিঘ্নবিনাশক গণেশ) প্রণামসময়ে (প্রণামকালে) যৎপাদপল্লবযুগং (যাঁহার পাদপদ্মদ্বয়) কুম্ভদ্বন্দ্বে (স্বীয় মস্তকের কুম্ভদ্বয়ে) বিনিধায় (ধারণ করিয়াই) অস্য জগত্রয়স্য (এই ত্রিজগতের) বিঘ্নান্ রিহন্তুম্ (বিঘ্নসমূহকে বিনাশ করিতে) অলং (সমর্থ হন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি) ।।৫০।।

অনুবাদ। গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকার্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৫০।।

তাৎপর্য্য। বিঘ্নবিনাশ-কার্যরূপ অধিকার-প্রাপ্ত গণেশ—তত্তদধিকারিজনেরই উপাস্য; এমন কি, তিনি উপাস্য সগুণব্রহ্ম বলিয়া পঞ্চদেবতার মধ্যে পর্যন্ত পদ লাভ করিয়াছেন। সেই গণেশ---একটি শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক-দেবতা, গোবিন্দের কৃপায়ই তাঁহার সমস্ত মহিমা।।৫০।।

টীকা। অথ সর্বে সর্ববিঘ্ননিবারণার্থং প্রথমং গণপতিং স্তুবন্তীতি তস্যৈব স্তুতিযোগ্যতেত্যাশঙ্ক্য প্রত্যাচষ্টে,---যৎপাদেতি। কৈমুত্যেন তদেব দৃঢ়ীকৃতং শ্রীকপিলদেবেন—"যৎপাদনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোভূৎ।।" ইতি।।৫০।।

অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ
কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্রয়াণি।
যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৫১।।

অন্বয়। অগ্নিঃ (অগ্নি), মহী (পৃথিবী) গগনম্ (আকাশ), অম্বু (জল), মরুৎ (বায়ু), দিশঃ চ (ও দিক্‌সমূহ) কালঃ (কাল) তথা (এবং) আত্মমনসী (আত্মা ও মন) ইতি (—এই নব পদার্থাত্মক) জগত্রয়াণি (ত্রিজগৎ) যস্মাৎ (যাঁহা হইতে) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), বিভবন্তি (যাঁহাতে স্থিতিলাভ করে), যং চ (এবং যাঁহাতে) বিশন্তি (প্রলয়কালে প্রবেশ করে), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৫১।।

অনুবাদ। অগ্নি, ক্ষিতি, আকাশ, জল, বায়ু, দিক্, কাল, আত্মা ও মন—এই নয়টি পদার্থে ত্রিজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহা হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৫১।।

তাৎপর্য্য। পঞ্চভূত, দিক্, কাল, জীবাত্মা এবং বদ্ধজীবের লিঙ্গদেহরূপ মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক মনস্তত্ত্ব ব্যতীত আর ত্রিজগতে কিছু নাই। কর্ম্মিগণ যজ্ঞে অগ্নিতে হবন করেন; বহির্ম্মুখ জীবসকল এই পরিদৃশ্যমান নব-তত্ত্বাত্মক জগতের অতিরিক্ত আর কিছুই জানে না। শুষ্ক জ্ঞানিগণ যে আত্মারামতার অনুসন্ধান করেন, জীব স্বয়ংই সেই আত্মা। সাংখ্য যাহাকে 'প্রকৃতি' বলেন, তাহা এবং সাংখ্যের আত্মা'ও ইহাতে রহিয়াছে। অর্থাৎ সকলপ্রকার তত্ত্ববাদীর নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বই এই নয়টি তত্ত্বের অন্তর্গত। শ্রীগোবিন্দই এ-সকল তত্ত্বের জন্ম-স্থিতি-প্রলয়ের স্থান।।৫১।।

টীকা। তচ্চ যুক্তমিত্যাহ,—অগ্নির্মহীতি। সর্বং স্পষ্টম্।।৫১।।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৫২।।

অন্বয়। সকলগ্রহাণাং (সকল গ্রহগণের) রাজা (অধিপতি), সমস্তসুরমূর্ত্তিঃ (সকলদেবগণের অধিষ্ঠানস্বরূপ) অশেষতেজাঃ (ও অতিতেজস্বী) এষঃ সবিতা

(এই সূর্যদেব) যস্য আজ্ঞয়া (যাঁহার নির্দেশানুসারে) সম্ভৃতকালচক্রঃ (কালচক্র ধারণ করিয়া) ভ্রমতি (সর্বদা ভ্রমণ করিতেছেন), যচ্চক্ষুঃ (এবং যিনি সেই সূর্যদেবেরও চক্ষুস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৫২।।

অনুবাদ। গ্রহসকলের রাজা অশেষ-তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য —জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৫২।।

তাৎপর্য্য। অনেক বৈদিক-লোকে সূর্যকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া পূজা করেন; সূর্য পঞ্চদেবতার মধ্যে একটি দেবতা। আবার অনেকে উত্তাপই জনক এবং সূর্যই উত্তাপের একমাত্র আধার (ও) জগতের হেতু বলিয়া সূর্যকে নির্দিষ্ট করেন। যতই বলুন, সূর্য জড়-তেজঃসমষ্টি একটি মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা, সুতরাং একজন আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের আজ্ঞায়ই সূর্য স্বীয় সেবাকার্য করেন।।৫২।।

টীকা। ননু কেচিৎ সবিতারং সর্বেশ্বরং বদন্তি? তত্রাহ,—যচ্চক্ষুরিতি। য এব 'চক্ষুঃ' প্রকাশকো যস্য সঃ,—"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।।" (গীতা ১৫।১২) ইতি শ্রীগীতাভ্যঃ, "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, বিরাড়্রূপস্যৈব সবিতৃচক্ষুষ্ট্বাচ্চ।।৫২।।

ধর্মোঽথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ।
যদ্দত্তমাত্রবিভবপ্রকটপ্রভাবা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৫৩।।

অন্বয়। ধর্মঃ (পুণ্যকর্ম অর্থাৎ বেদোক্ত বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম) অথ (অথবা) পাপনিচয়ঃ (পাপসমূহ) শ্রুতয়ঃ (শ্রুতিগণ অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব-নামক বেদচতুষ্টয় এবং তাঁহাদের শিরোভূষণ উপনিষৎসমূহ) তপাংসি (তপস্যা-

সমূহ) ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধয়ঃ জীবাঃ (ব্রহ্মা হইতে কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত জীবসকল) চ (এবং) প্রকটপ্রভাবাঃ (যাঁহার প্রদত্ত বৈভবমাত্রের বলেই নিজ নিজ প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৫৩।।

অনুবাদ। ধর্ম, অধর্ম অর্থাৎ পাপসকল, শ্রুতিগণ, তপঃসমূহ এবং ব্রহ্মা হইতে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত জীবসকল যাঁহার প্রদত্তমাত্র বিভবকর্তৃক প্রকটিত-প্রভাব হইয়া বর্তমান আছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৫৩।।

তাৎপর্য্য। ধর্ম অর্থাৎ বেদোদিত, বিংশতি-ধর্মশাস্ত্রপ্রকটিত বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের স্বভাবজধর্মই 'বর্ণধর্ম' এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী,—এই চারি আশ্রমীর আশ্রমোচিত ধর্মই 'আশ্রমধর্ম'। এই দুইপ্রকার ধর্মে মানবের সর্বপ্রকার জীবনের আচার নির্ণীত আছে। 'পাপসকল' অর্থ পাপমূল অবিদ্যা ও পাপবাসনা এবং মহাপাতক, অনুপাতক, পাতকাদি অর্থাৎ সবপ্রকার অবৈধ আচরণ। 'শ্রুতিগণ'-অর্থে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ববেদ এবং তদীয় শিরোভূষণরূপ উপনিষদ্‌গণ। 'তপঃসমূহ'-অর্থে ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া যতপ্রকার অভ্যাস শিক্ষা করিতে হয়, তাহা; অনেকস্থলে তাহা 'পঞ্চতপা' প্রভৃতি কার্য বড়ই কঠিন; (অষ্টাঙ্গযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠাও তদন্তর্গত।) এই সমস্তই—বদ্ধজীবের কর্মচক্রান্তর্গত বিশেষমাত্র। বদ্ধজীব চৌরাশীতি-লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা দেব, দানব, রাক্ষস, মানব, নাগ, কিন্নর ও গন্ধর্ব-ভেদে নানাপ্রকার; ঐ-সকল জীব—ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্রকীট-পর্যন্ত অনন্তবিধ; উহারা—কর্ম-চক্রান্তর্গত বিশেষসমূহ এবং ব্রহ্মা হইতে পতঙ্গ পর্যন্ত বদ্ধজীবনিচয়। সকলেই এক এক প্রকার প্রভাববিশিষ্ট এবং কোন কোন কার্যে ক্ষমতাশালী; কিন্তু সেই সমস্ত প্রভাব তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ নয়। শ্রীগোবিন্দ যাঁহাকে যতটুকু বিভব ও পরাক্রম দিয়াছেন, সেই বিভবের প্রকটতানুসারেই তাঁহার প্রভাব।।৫৩।।

টীকা। কিং বহুনা? ধর্ম ইতি।—"অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।" (গীতা ১০।৮) ইতি শ্রীগীতাভ্যঃ।।৫৩।।
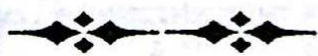
যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৫৪।।

অন্বয়। অহো! (আশ্চর্যের বিষয় এই যে), যঃ তু (যিনি কিন্তু) ইন্দ্রগোপম্ (ইন্দ্রগোপনামক অতিক্ষুদ্র রক্তবর্ণ কীটবিশেষকে) অথবা (কিম্বা) ইন্দ্রং (দেবরাজ ইন্দ্রকে অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র জীব হইতে আরম্ভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য জীব পর্যন্ত সকলকেই) স্বকর্মবন্ধানুরূপফলভাজনম্ আতনোতি (স্ব-স্ব কর্মবন্ধানুরূপ ফলভাজনতা প্রকাশ করেন, অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে বদ্ধজীবগণকে তাহাদের পূর্ব পূর্ব কর্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন), কিন্তু (কিন্তু) ভক্তিভাজাং (নিজের প্রতি শুদ্ধভক্তিপরায়ণদিগের) কর্মাণি (পূর্ব-পূর্ব কর্মফলসমূহ) নির্দহতি চ (নিঃশেষরূপে অর্থাৎ সর্বতোভাবে দগ্ধ করিয়াই থাকেন), তম্ (সেই) আদি-পুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৫৪।।

অনুবাদ। 'ইন্দ্রগোপ'-নামক ক্ষুদ্রকীটই হউন, বা দেবতাদিগের ইন্দ্রই হউন, কর্মমার্গি-জীবদিগকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদের স্ব-স্ব-কর্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন, অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমান্‌দিগের কর্মসকল সমূলে দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।।৫৪।।

তাৎপর্য্য। বদ্ধজীবদিগের কর্মফল-দানে পক্ষপাতশূন্য হইয়া ঈশ্বর পূর্বানুষ্ঠিত-কর্মের দ্বারা উত্তরকালীয় কর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করেন; কিন্তু ভক্তদিগের প্রতি বিশেষকৃপা-পূর্বক, কর্মের মূল যে কর্মবাসনা ও অবিদ্যা তাহার সহিত তাঁহাদের ধর্মাধর্মাত্মক কর্মকে দগ্ধ করেন। কর্ম---অনাদি হইলেও বিনাশ্য। যাঁহারা কর্মফলের আশার সহিত কর্ম করেন, তাঁহাদের কর্ম অক্ষয় হয়, কখনই বিনষ্ট হয় না। সন্ন্যাস-ধর্মও আশ্রমোচিত কর্মবিশেষ; তাহাতে মোক্ষস্পৃহা-রূপা ফলকামনা থাকায় কৃষ্ণের প্রীতিকর হয় না; তাঁহারাও কর্মানুরূপ ফল পাইয়া থাকেন এবং নিতান্ত নিষ্কাম হইলেও আত্মারামতা-রূপ ক্ষুদ্র ফল পাইয়া থাকেন।

কিন্তু যাঁহারা—শুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া জ্ঞানকর্মাদির স্বতন্ত্র চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক আনুকূল্য-ভাবের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণের অনুশীলন করেন। কৃষ্ণ সেই সকল লোকের কর্ম, কর্মবাসনা ও অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া থাকেন। নিরপেক্ষ হইয়াও কৃষ্ণের ভক্তপক্ষপাতিত্বই আশ্চর্যের বিষয়।।৫৪।।

টীকা। তত্র তত্র সর্বেশ্বরস্তু "পর্জন্যবদ্‌দ্রষ্টব্যঃ' ইতি ন্যায়েন কর্মানুরূপ-ফলদাতৃত্বেন সাম্যেপি ভক্তে তু পক্ষপাতবিশেষং করোতীত্যাহ,—যস্ত্বিন্দ্রেতি। "সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।।" (গীতা ৯।২৯) ইতি, 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।" (গীতা ৯।২২) ইতি চ শ্রীগীতাভ্যঃ।।৫৪।।

যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৫৫।।

অন্বয়। ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতিবাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ (শত্রুভাব-নিবন্ধন শিশুপালাদির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছামূলে গোপীগণের কাম অর্থাৎ মধুরভাব বা প্রেম, শ্রীদাম-সুবলাদি সখাগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহজপ্রণয়াদি অর্থাৎ সখ্যভাব, কৃষ্ণকর্তৃক নিহত হইবে—এই চিন্তায় কংসাদির সর্বক্ষণ ভয়, নন্দ-যশোদাদির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য, মায়াবাদিগণের মোহ অর্থাৎ সর্ববিস্মরণময়ভাব—নিজেকে ব্রহ্মরূপে সাযুজ্য-মুক্তির চিন্তা, শান্তরসের সেবকগণের গুরুগৌরব-ভাব, দাস্যরসের সেবকগণের সেব্য অর্থাৎ দাস্যভাব—এই সকল ভাবের দ্বারা) যং সঞ্চিন্ত্য (যাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া) এতে (ইঁহারা) তস্য সদৃশীং তনুম্ (সেই ভগবানের তুল্য দেহ অর্থাৎ ক্রোধ, ভীতি ও মোহাবেশযুক্ত পুরুষগণ চিন্ময়ত্বমাত্রাংশে সাযুজ্য এবং

অন্যেরা অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের সেবকসেবিকাগণ নিজ নিজ ভাবনাযোগ্য রূপগুণের অংশলাভের তারতম্যে তুল্যদেহ) আপুঃ (প্রাপ্ত হন), তম্ (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজনা করিতেছি)।।৫৫।।

অনুবাদ। ক্রোধ, কাম, সখ্যরূপ সহজ প্রণয়, ভয়, বাৎসল্য, মোহ, গুরুগৌরব ও সেব্যভাবদ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করিয়া তদনুশীলনকারিগণ তত্তদ্ভাবনা-যোগ্য রূপ-গুণ-লাভ-তারতম্যের সহিত তুল্য-তনু প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৫৫।।

তাৎপর্য্য। ভক্তি—দুই প্রকার, বৈধী ও রাগাত্মিকা। কেবল শাস্ত্র ও গুরুপদেশ-ক্রমে যে একটু শ্রদ্ধামূলা ভক্তি উদিত হয়, তাহাই শাস্ত্রবিধি-বন্ধনপ্রযুক্ত সর্বদা অপ্রচুরভাবে পর্যবসিত হইলে কৃষ্ণানুশীলন-চেষ্টারূপ ভাবময়ী হয়। ভাব উদিত হইলেই ভক্ত কৃষ্ণকৃপার পাত্র হইতে পারেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে, ইহাকেই 'বৈধীভক্তি' বলে। 'রাগাত্মিকাভক্তি'ই শ্রেষ্ঠা, শীঘ্রফলদ এবং কৃষ্ণাকর্ষণী। তাহা যে-যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। গুরুগৌরব শান্তভাব, সেব্যগত দাস্যভাব, সহজপ্রণয়গত সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব ও কামগত মধুরভাব,—এই ক-একটিই রাগাত্মিকা ভক্তির অন্তর্গত। ক্রোধ, ভীতি ও মোহ—ইহারা রাগাত্মিকা হইয়াও 'ভক্তি' নয়; যেহেতু ঐ-সকলে প্রাতিকূল্যভাব আছে, আনুকূল্য নাই। শিশুপালাদি অসুরগণের ' ক্রোধ', কংসাদির 'ভয়' এবং মায়াবাদি-পণ্ডিতগণের 'মোহ' দৃষ্ট হয়। ক্রোধরূপ রাগচেষ্টা, ভয়রূপ রাগচেষ্টা এবং সর্ববিস্মরণময় আপনাতে ব্রহ্মতা-স্ফূর্তিরূপ রাগচেষ্টা, সমস্তই তাহাদের আছে। সে-সকল ভাবের মধ্যে আনুকূল্য নাই বলিয়া 'ভক্তিত্ব' নাই। আবার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গারের মধ্যে শান্তভাবে অনেকটা ঔদাসীন্য-প্রযুক্ত, রাগ—লুপ্তপ্রায়, তবে যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য থাকায়, তাহাকে ভক্তিমধ্যে গণিত করা যায়। আর চারিটী ভাবের মধ্যে প্রভূতরূপে রাগ আছে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই গীতার প্রতিজ্ঞাক্রমে ক্রোধ, ভীতি ও মোহরূপ রাগের অনুশীলনকারিদিগের সাযুজ্য-মোহ লাভ হয়। শান্তের ব্রহ্ম পরমাত্মপরতারূপ তনু লাভ হয়; দাস্যে ও সখ্যে অধিকারভেদে

যথাযোগ্য পুরুষ-প্রকৃতিময়ী তনু লাভ হয়; বাৎসল্যে মাতৃপিতৃ-ভাবোপযোগীতনু লাভ হয়; শৃঙ্গারে বিশুদ্ধ গোপীতনু লাভ হয়।।৫৫।।

টীকা। স এব চ স্বয়ন্তু বৈরিভ্যোপ্যন্যদুর্লভফলং দদাতি, কিমুত স্ববিষয়ককামাদিনা নিষ্কামশ্রেষ্ঠভ্যঃ। ততঃ কো বান্যো ভজনীয় ইতি? ভজামীত্যন্তপ্রকরণমুপসংহরতি,—যং ক্রোধেতি। 'সহজপ্রণয়ঃ' সখ্যম্; 'বাৎসল্যং' পিত্রাদ্যুচিতভাবঃ; ' মোহঃ' সর্ববিস্মরণময়ো ভাবঃ, পরব্রহ্মতয়া স্ফূর্তিঃ; 'গুরুগৌরবং' স্বস্মিন্ পিতৃত্বাদিভাবনাময়ম্; 'সেব্যভাবঃ' সেব্যোয়ং মমেতি ভাবনা,—দাস্যমিত্যর্থঃ। 'তস্যসদৃশীং' ক্রোধভীতি-মোহবেশিনোপ্রাকৃতত্ব-মাত্রাংশেন অন্যে তু তত্তদ্ভাবনাযোগ্যরূপগুণাংশ-লাভতারতম্যেন তুল্যামিত্যর্থঃ। "অদৃষ্টান্যতমং লোকে শীলৌদার্যগুণৈঃ সমম্" (ভাঃ ১০।৩।৪১) ইতি শ্রীবসুদেববাক্যস্য, "জগদ্ব্যাপারবর্জম্" ইতি ব্রহ্মসূত্রস্য, "প্রযোজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্" (ভাঃ ৩।৬।২৯) ইতি নারদবাক্যস্য চ দৃষ্ট্যা সর্বথা তৎসদৃশত্বাবিরোধাৎ, "বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ (ভাঃ ১১।৫।৪৮) ইত্যাদৌ "অনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্" ইত্যানুরক্তধীষু সুষ্ঠিতি প্রাপ্ত-স্তেষ্বপি তত্তদনুরাগতারম্যেনাপি তত্তারতম্যং লভ্যত ইতি। অনেন গোলোকস্থ-প্রপঞ্চাবতীর্ণয়োরেকত্বমেব দর্শিতম্; তদুক্তং—"নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা" (ভাঃ ১০।২৮।১৭) ইত্যাদি।।৫৫।।
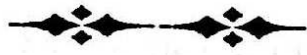
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।।
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে।।৫৬।।

অন্বয়। যত্র (যেস্থানে) শ্রিয়ঃ কান্তাঃ (পরম লক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীব্রজসুন্দরীগণই কান্তাবর্গ), কান্তঃ পরমপুরুষঃ (পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দই একমাত্র কান্ত), দ্রুমাঃ কল্পতরবঃ (বৃক্ষসমূহই সকলের সমস্ত বস্তুপ্রদানসমর্থ কল্পতরুগণ), ভূমিঃ চিন্তামণিগণময়ী (ভূমি চিন্তামণিগণময়ী অর্থাৎ তেজোময়ী ও বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী), তোয়ম্ অমৃতম্ (জল অমৃততুল্য স্বাদু), কথা গানং (কথাই গান), গমনম্ অপি নাট্যং (গমনই নৃত্যতুল্য), বংশী প্রিয়সখী (বংশীই প্রিয়সখীর ন্যায় প্রিয়কার্য-সাধিকা), চিদানন্দং জ্যোতিঃ (চিদানন্দরূপ বস্তুই জ্যোতিঃ অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্যাদিস্বরূপ সর্ববস্তুপ্রকাশক), তদেব পরম্ অপি (সেই সেই প্রকাশ্য বস্তুও সেই চিদানন্দই) তৎ আস্বাদ্যম্ অপি চ (এবং তাহাই তথাকার সকলের আস্বাদ্য অর্থাৎ ভোগ্য), সুরভীভ্যঃ চ (এবং কোটি কোটি সুরভীগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি প্রভৃতির আবেশবশতঃ স্বয়ং ক্ষরিত দুগ্ধসমূহে) সঃ সুমহান্ ক্ষীরাব্ধিঃ (সেই মহাক্ষীরসমুদ্র) স্রবতি (নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে), যত্র (যেস্থানে) নিমেষার্ধাখ্যঃ সময়ঃ অপি ন হি ব্রজতি (নিমেষার্ধনামক সময়ও গমন করে না অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যদ্‌রূপ খণ্ডরহিত চিন্ময়কাল নিত্য বর্তমান) বা (অথবা সেখানে জাগতিক কালের কোনও প্রভাব নাই), যম্ ইহ গোলোকম্ ইতি (এবং যাহাকে এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ গোলোক বলিয়া) ক্ষিতিবিরলচারাঃ (জড় জগতে অত্যল্পসংখ্যক) কতিপয়ে তে সন্তঃ বিদন্তঃ (কতিপয় ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণই জানেন), তম্ শ্বেতদ্বীপম্ অহং ভজে (সেই শ্বেতদ্বীপনামক ধামকে আমি ভজনা করিতেছি)।।৫৬।।

অনুবাদ। যে-স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরমপুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্‌গত-কল্পতরু, ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জলমাত্রই অমৃত, কথা-মাত্রই গান, গমন-মাত্রই নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী, জ্যোতিঃ—চিদানন্দময়, পরম-চিৎপদার্থমাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য; যে-স্থলে কোটি কোটি সুরভী হইতে চিন্ময় মহা-ক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে, তথা ভূত ও ভবিষ্যদ্‌রূপ খণ্ডত্বরহিত চিন্ময়কাল—নিত্য-বর্তমান, সুতরাং নিমেষার্ধ্বও ভূতধর্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরমপীঠকে আমি ভজন করি। সেই ধামকে এই জড়জগতে বিরল-চর অতি স্বল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলোক বলিয়া জানেন।।৫৬।।

তাৎপর্য্য। যে স্থান—জীবগণের সর্বোৎকৃষ্ট রসভজনদ্বারা প্রাপ্য, তাহা সম্পূর্ণ চিন্ময় হইলেও নির্বিশেষ নয়। ক্রোধ, ভয় ও মোহদ্বারা নির্বিশেষ-ব্রহ্মধাম লাভ হয়। ভক্তগণ রসানুসারে চিজ্জগতের পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ বা তদুপরিস্থিত গোলোক লাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলিয়া সেই ধামই 'শ্বেতদ্বীপ'। জড়জগতে যাঁহারা চরম রস ভক্তিসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা এই জগদন্তরস্থিত গোকুল-বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে সেই শ্বেতদ্বীপ-তত্ত্বকে অবলোকন করতঃ 'গোলোক' বলিয়া বলেন। সেই গোলোকে চিদ্বিশেষগত কান্তা, কান্ত, বৃক্ষলতা, ভূমি (পর্বত, নদী ও বনাদি-সহিত), জল, কথা, গমন, বংশীবাদ্য, চন্দ্র-সূর্য, আস্বাদ্য, আস্বাদন (অর্থাৎ চতুঃষষ্টি-কলার অচিন্ত্য-চমৎকারিতা), গাভীসকল, অমৃতনিঃসৃত ক্ষীর ও নিত্যবর্তমানময় চিন্ময় কাল সর্বদা শোভা পাইতেছেন। বেদে ও পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে অনেক স্থলে গোলোকের বর্ণনোদ্দেশ আছে। ছান্দোগ্য বলেন "ব্রূয়াদ্ যাবান্‌বা অয়মাকাশস্তাবানেষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ উত অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চান্যদিহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তস্মিন্ সমাহিতমিতি।" মূল তাৎপর্য এই যে, মায়িক-জগতে যতপ্রকার বিশেষ বিচিত্রতা দেখিতেছি, সে-সমস্তই এবং তদপেক্ষা আরও অনেক বিশেষ তথায় আছে। চিজ্জগতের বিশেষাদি—সমাহিত; কিন্তু জড়-জগতের বিশেষাদি—অসমাহিত, সুতরাং সুখ-দুঃখ-দায়ক। সমাহিত বিশেষাদি—বিশদ ও চিদানন্দময়। শুদ্ধাভক্তিসমাধিক্রমে বেদ ও বেদোদিত ভক্ত ও সাধুগণ ভক্তিপ্রণিহিতা স্বীয় চিদ্‌বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া সেই ধাম দেখিতে পান এবং কৃষ্ণকৃপা-বলে তাহাদের ক্ষুদ্র চিদ্‌বৃত্তি আনন্ত্যধর্ম লাভ করিয়া তথায় কৃষ্ণের সহিত ভোগসাম্য লাভ করেন। 'পরমমপি তদাস্বাদ্যমপি চ' পদের একটী গূঢ় অর্থ আছে।—'পরমপি'-শব্দে সমস্ত চিদানন্দবিকাশের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব; এবং 'তদাস্বাদ্যমপি'-শব্দে তাঁহার আস্বাদ্য-তত্ত্ব। রাধিকার প্রণয়-মহিমা, রাধিকা যে কৃষ্ণরস অনুভব করেন এবং সেই অনুভবে রাধিকা যে সুখ লাভ করেন—এই ভাবত্রয় কৃষ্ণের আস্বাদ্য হইলে কৃষ্ণ যে গৌরত্ব লাভ করেন, তাহাই তদীয় প্রদর্শিত রস-সেবা-সুখ। ইহাও সেই শ্বেতদ্বীপেই নিত্যবর্তমান।।৫৬।।

টীকা। তদেবং নিজেষ্টদেবং ভজনীয়ত্বেন স্তুত্বা তেন বিশিষ্টং তল্লোকং তথা স্তৌতি,—শ্রিয়ঃ কান্তা ইতি যুগ্মকেন। 'শ্রিয়ঃ' শ্রীব্রজসুন্দরীরূপাস্তাসামেব মন্ত্রে ধ্যানে চ সর্বত্র প্রসিদ্ধেঃ। তাসামনন্তানামপ্যেক এব 'কান্তঃ' ইতি পরম-নারায়ণাদিভ্যোপি তস্য, তত্তল্লোকেভ্যোপি তদীয়লোকস্য চাস্য, মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। 'কল্পতরবো দ্রুমাঃ' ইতি—তেষাং সর্বেষামেব সর্বপ্রদত্বাত্তথৈব প্রথিতম্। তদ্বৎ 'ভূমিঃ' ইত্যাদিকঞ্চ ভূমিরপি সর্বস্পৃহাং দদাতি, কিমুত কৌস্তুভাদি। 'তোয়ম্' অপ্যমৃতমিব স্বাদু, কিমুতামৃতমিত্যাদি। 'বংশীপ্রিয়সখী'তি সর্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখস্থিতি-শ্রাবকত্বেন জ্ঞেয়ম্। কিং বহুনা? চিদানন্দ-লক্ষণং বস্ত্বেব 'জ্যোতি'-শ্চন্দ্রসূর্যাদিরূপম্; "সমানোদিতচন্দ্রার্কম্" ইতি বৃন্দাবনবিশেষং গৌতমীয়তন্ত্রদ্বয়ে; তচ্চনিত্যপূর্ণচন্দ্রত্বাত্তথা। তদেব 'পরমপি' তত্তৎ-প্রকাশ্যমপীত্যর্থঃ। তথা তদেব তেষাম্ 'আস্বাদ্যং' ভোগ্যমপি চ চিচ্ছক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ—"দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্" (ভাঃ ১০।২৮।১৪) ইতি শ্রীদশমাৎ। 'সুরভীভ্যশ্চ স্রবতী'তি তদীয়-বংশীধ্বন্যাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ, 'ব্রজতি ন হি' ইতি তদাবেশেন তে তদ্বাসিনঃ কালমপি ন জানন্তীতি ভাবঃ; কালদোষাস্তত্র ন সন্তীতি বা; —"ন চ কালবিক্রমঃ" (ভাঃ ২।৯।১০) ইতি দ্বিতীয়াৎ। অতএব 'শ্বেতং' শুদ্ধং 'দ্বীপম্' অন্যাসঙ্গরহিতং, "যথা সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং হি তিষ্ঠতি" ইতি তাপনীভ্যঃ। ক্ষিতীতি, —তদুক্তং—"যং ন বিদ্মো বয়ং সর্বে পৃচ্ছন্তোপি পিতামহম্" ইতি।।৫৬।।

অথোবাচ মহাবিষ্ণুর্ভগবন্তং প্রজাপতিম্।
ব্রহ্মন্ মহত্ত্ববিজ্ঞানে প্রজাসর্গে চ চেন্মতিঃ।
পঞ্চশ্লোকীমিমাং বিদ্যাং বৎস দত্তাং নিবোধ মে।।৫৭।।

অন্বয়। অথ (অনন্তর অর্থাৎ ব্রহ্মার স্তুতিবাক্য শ্রবণানন্তর) মহাবিষ্ণুঃ (সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ) ভগবন্তং প্রজাপতিম্ (ভগবান্ ব্রহ্মাকে) উবাচ (বলিলেন),—ব্রহ্মণ (হে প্রজাপতে!) মহত্ত্ববিজ্ঞানে (মদীয় মহত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ চিদ্‌জ্ঞান বিশেষভাবে জানিতে) প্রজাসর্গে চ (এবং প্রজা সৃষ্টি করিতে) চেৎ

(যদি) মতিঃ (তোমার ইচ্ছা থাকে), (তাহা হইলে) বৎস! (হে বৎস!) মে দত্তাং (আমার প্রদত্ত) ইমাং পঞ্চশ্লোকীং বিদ্যাং (এই পঞ্চশ্লোকী বিদ্যা) নিবোধ (অবগত হও)।।৫৭।।

অনুবাদ। এই সারগর্ভ স্তব শ্রবণ করতঃ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্, যদি মহত্ত্ববিজ্ঞানে প্রজা সৃষ্টি করিতে মতি হয়, তবে, হে বৎস, আমার নিকট হইতে এই পঞ্চশ্লোকী বিদ্যা শ্রবণ কর।।৫৭।।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মা ব্যাকুল হইয়া রূপ, গুণ ও লীলাসূচক 'কৃষ্ণ' ও 'গোবিন্দ'-নাম উচ্চারণ করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন। ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিকাম ছিল। বিশুদ্ধা অনন্যা ভক্তি সেই ভগবদাজ্ঞা-পালন-কাম-সহকারে সংসারি-জীবের দ্বারা যেরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন,—"চিদ্‌জ্ঞানই মহত্ত্বজ্ঞান; যদি তুমি সেই জ্ঞানের সহিত প্রজা-সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা কর, তবে পঞ্চশ্লোকী অর্থাৎ ইহার পর পঞ্চশ্লোকে যে ভক্তি-বিদ্যা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। (ভগবদাজ্ঞাপালনরূপ সংসার-কার্য করিতে করিতে যেরূপে ভক্তি-সাধন করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন।)।।৫৭।।

টীকা। তদেবং তস্য স্তুতিমুক্ত্বা শ্রীভগবৎপ্রসাদলাভমাহ,—অথেতি সার্ধেন। সর্বং স্পষ্টম্।।৫৭।।
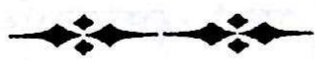
প্রবুদ্ধে জ্ঞানভক্তিভ্যামাত্মন্যানন্দচিন্ময়ী।
উদেত্যনুত্তমা ভক্তির্ভগবৎপ্রেমলক্ষণা।।৫৮।।

অন্বয়। জ্ঞানভক্তিভ্যাম্ (ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা) আত্মনি প্রবুদ্ধে (আত্মা জাগরিত হইলে) ভগবৎপ্রেমলক্ষণা আনন্দচিন্ময়ী (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলক্ষণা চিন্ময়-রসরূপা) অনুত্তমা (যাহা হইতে আর উত্তম নাই অর্থাৎ সর্বোত্তমা) ভক্তিঃ উদেতি (ভক্তি উদিত হয়)।।৫৮।।

অনুবাদ। জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা চিদনুভূতি উদিত হইলে আত্মপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণে ভগবৎপ্রেমলক্ষণা অত্যন্ত উত্তম-ভক্তি উদিত হয়।।৫৮।।

তাৎপর্য্য। জ্ঞানই সম্বন্ধজ্ঞান; —চিৎ, অচিৎ ও কৃষ্ণের তত্ত্ব ও পরস্পর-সম্বন্ধই 'জ্ঞান'। এখানে আধ্যাত্মিক-জ্ঞানকে উদ্দেশ করা হয় নাই, যেহেতু তাহা—ভক্তিবিরোধী। দশমূলের প্রথম সপ্ততত্ত্ব-মূল পর্যন্ত জ্ঞানই সম্বন্ধ-জ্ঞান। ভক্তিশাস্ত্রের অভিধেয়-তত্ত্ব; —শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন-ক্রিয়াত্মক-চেষ্টাই কৃষ্ণানুশীলন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তি প্রবুদ্ধা হইয়া উদিত হয়। তাহাই সর্বোত্তমা ভক্তি এবং তাহাই জীবের সাধ্যতত্ত্ব।।৫৮।।

টীকা। তত্র প্রসাদরূপাং পঞ্চশ্লোকীমাহ,—প্রবুদ্ধ ইতি। "জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ" (ভাঃ ১১।১৯।৫) ইত্যেকাদশাৎ।।৫৮।।

প্রমাণৈস্তৎসদাচারৈস্তদভ্যাসৈর্নিরন্তরম্।
বোধয়ত্যাত্মনাত্মানং ভক্তিমপ্যুত্তমাং লভেৎ।।৫৯।।

অন্বয়। প্রমাণৈঃ (ভগবৎ-শাস্ত্র অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত শাস্ত্রসমূহ) সদাচারৈঃ (সাধুভক্তগণের আচার) তদভ্যাসৈঃ (এবং সাধুগণের আচারের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা) নিরন্তরম্ (সর্বদা) আত্মনা আত্মানং বোধয়তি অপি (নিজেই নিজেকে ভগবদাশ্রিত শুদ্ধজীবরূপে অনুভব করিলেই) উত্তমাং ভক্তিং লভেৎ (শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়)।।৫৯।।

অনুবাদ। প্রমাণ, সদাচার, তদভ্যাসদ্বারা নিরন্তর স্বরূপোলব্ধি-সহকারে আপনাকে বোধিত করিতে করিতে উত্তমভক্তি লাভ হয়।।৫৯।।

তাৎপর্য্য। প্রমাণ—ভগবচ্ছাস্ত্ররূপ বেদ, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র; সদাচার—শুদ্ধভক্ত সাধুদিগের আচার, তথা রাগভক্ত-সাধুদিগের রাগমূলক আচার; তদভ্যাস—শাস্ত্র হইতে দশমূল অবগত হইয়া তন্নির্ণীত নাম, রূপ, গুণ ও লীলাত্মক হরিনাম-প্রাপ্তির পর তাহা অহরহঃ অনুশীলনদ্বারা অভ্যাস। ইহাতে শাস্ত্রালোচন ও সাধুসঙ্গকে বুঝিতে হইবে। সদাচারের সহিত হরিনাম অনুশীলন করিলে আর দশটী নামাপরাধ থাকে না। সাধুদিগের সেই অপরাধশূন্য নামালোচনের অনুসরণই 'অভ্যাস'। এইরূপ সাধন অভ্যাস করিতে করিতে সাধ্য-ফল যে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, তাহা উদিত হয়।।৫৯।।

টীকা। প্রেমলক্ষণভক্তেঃ সাধনজ্ঞানরূপয়োর্ভক্ত্যোঃ প্রাপ্ত্যুপায়মাহ,—প্রমাণৈরিতি। 'প্রমাণৈঃ' ভগবচ্ছাস্ত্রৈঃ, 'তৎসদাচারৈঃ' তদীয়া যে সন্তস্তেষামাচারৈরনুষ্ঠানৈঃ, 'তদভ্যাসৈঃ' তেষামেব পৌনঃপুন্যবাহুল্যেন, 'আত্মনাত্মানং বোধয়তি' স্বয়মেব স্বং ভগবদাশ্রিতঃ শুদ্ধজীবরূপমনুভবতি; ততোঽপ্যুত্তমাং শুদ্ধাং ভক্তিং ন লভত ইতি। তথা চ শ্রুতিস্তবে,—"স্বকৃতপুরেষ্বমীবহিরন্তরসম্বরণং তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোংশকৃতম্।ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং ভবত উপাসতেঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ।।" (ভাঃ ১০।৮৭।২০) ইতি।।৫৯।।

যস্যাঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি যয়া নির্বৃতিমাপ্নুয়াৎ।
যা সাধয়তি মামেব ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ।।৬০।।

অন্বয়। যস্যাঃ (যাহা হইতে) শ্রেয়স্করং ন অস্তি (মঙ্গলজনক আর কিছুই নাই), যয়া নির্বৃতিম্ আপ্নুয়াৎ (যাহার দ্বারা পরমানন্দ সুখ লাভ হয়) যা মাম্ এব সাধয়তি (এবং যাহা আমাকেই লাভ করাইতে সমর্থ), তাং ভক্তিম্ এই (সেই শুদ্ধা ভক্তিকেই) সাধয়েৎ (সাধন করিবে)।।৬০।।

অনুবাদ। যাঁহা হইতে অধিক শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই, যাঁহার সহিত পরমানন্দ-নির্বৃতি প্রাপ্তি ঘটে এবং যিনি আমাকে সাধিতে পারেন, সাধনভক্তি সেই প্রেমভক্তিকে সাধিত করেন।।৬০।।

তাৎপর্য্য। প্রেমভক্তি অপেক্ষা জীবের অধিক শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই; সেই সাধ্যভক্তিতেই জীবের পরমানন্দ। একমাত্র প্রেমভক্তি হইতেই কৃষ্ণচরণ লাভ হয়। যে-ব্যক্তি সেই সাধ্যভক্তিকে ব্যাকুলতার সহিত উদ্দেশ করিয়া সাধনভক্তির চর্চা করেন, তিনি সেই সাধ্যতত্ত্ব পাইবেন, অন্যে পাইবে না।।৬০।।

টীকা। তথা চ প্রেমভক্তিরেব সাধ্যা, নান্যেত্যাহ,—যস্যা ইতি। তদুক্তং চতুর্থে—"তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া। একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ।।" (ভাঃ ৪।২৪।৫৫) ইতি।।৬০।।

ধর্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।

যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।।

কুর্বন্নিরন্তরং কর্ম লোকোঽয়মনুবর্ততে।

তেনৈব কর্মণা ধ্যায়ন্ মাং পরাং ভক্তিমিচ্ছতি।।৬১।।

অন্বয়। অন্যান ধর্মান্ পরিত্যজ্য (অন্য অর্থাৎ অজ্ঞানপ্রসূত চতুর্বর্গাত্মক ধর্মসমূহকে পরিত্যাগপূর্বক) একং মাং বিশ্বসন্ ভজ (একমাত্র আমাকেই বিশ্বাস করিয়া ভজনা কর)। যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা (যেরূপ যেরূপ শ্রদ্ধা উদিত হইবে) তাদৃশী সিদ্ধির্ভবতি (সেইরূপই সিদ্ধিলাভ হইবে)। অয়ং লোকঃ (এই জগতের জনগণ) নিরন্তরং (সর্বদা) কর্ম কুর্বন্ (নানারূপকর্ম করিয়াই) অনুবর্ততে (বর্তমান থাকে), তেন কর্মণা এব (সেই সকল কর্মের দ্বারাই) মাং ধ্যায়ন্ (আমাকে চিন্তা করিয়া) পরাং ভক্তিম্ ইচ্ছতি (পরা ভক্তিকে লাভ করিবে)।।৬১।।

অনুবাদ। অন্য সকল-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসপূর্বক আমাকে ভজন কর। শ্রদ্ধা যেরূপ যেরূপ হইবে, সেই-সেই-রূপ সিদ্ধি হইবে। জগতে নিরন্তর কর্ম করিতে করিতে লোক অনুবর্তমান আছে। সেই-সেই কর্মদ্বারা আমাকে ধ্যান করতঃ পরা ভক্তিরূপা প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে পাইবে।।৬১।।

তাৎপর্য্য। শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ ধর্মই প্রকৃত জৈবধর্ম অর্থাৎ জীবের 'নিত্যধর্ম'। অন্য যতপ্রকার ধর্ম, সকলই—'ঔপাধিক' ধর্ম। নির্বাণ-লক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞান-ধর্ম, কৈবল্য-লক্ষিত অষ্টাঙ্গাদিযোগধর্ম, জড়সুখ-লক্ষিত বহির্মুখ কর্মকাণ্ডরূপ ধর্ম, কর্মজ্ঞানের সম্বন্ধ-সংযোগরূপ জ্ঞানযোগ-ধর্ম, শুষ্কবৈরাগ্যযোগ-ধর্ম,—এই প্রকার বহুবিধ ঔপাধিক ধর্ম দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক শ্রদ্ধামূলক ভক্তিধর্ম অবলম্বন করিয়া আমাকে ভজন কর। আমাতে অনন্য-শ্রদ্ধাই 'বিশ্বাস'; সেই বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বিশদ হইতে হইতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবরূপী হইতে থাকে। শ্রদ্ধা যত পরিমাণে বিশদ হইবে, সিদ্ধিও তত পরিমাণে উদিত হইবে। যদি বল,—এইপ্রকার ভক্তি-সিদ্ধির চেষ্টায় যদি নিরন্তর ব্যস্ত থাকা যায়, তবে শরীর-রক্ষা ও লোকযাত্রা কিরূপে চলিবে? লোক ও শরীর

অচল হইলে দেহপাতে ভক্তিসিদ্ধির চেষ্টাই বা কিরূপে হইবে? এই সংশয়-ছেদনের জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন যে, এই লোক (জগজ্জন) নিরন্তর যে কর্ম করিয়া বর্তমান থাকে, সেই কর্মকে ধ্যানময় করিয়া কর্মের কর্মত্ব বিনাশপূর্বক তাহার ভক্তিত্ব স্থাপন কর। শারীর, মানস ও সামাজিক,—এই ত্রিবিধ-কর্মের দ্বারা মানব দেহযাত্রা নির্বাহ করে। অশন, আসন, ভ্রমণ, শয়ন, নিদ্রা, পরিষ্কৃতি, আচ্ছাদন প্রভৃতি বহুবিধ শারীর-কর্ম; চিন্তা, স্মরণ, ধারণা, বিষয়োপলব্ধি, সুখ-দুঃখাদিবোধ প্রভৃতি বহুবিধ মানসকর্ম এবং বিবাহ, রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ, ভ্রাতৃত্ব, যজ্ঞ-সভাধিবেশন, ইষ্টাপূর্ত, কুটুম্বপালন, আতিথ্য, ব্যবহার, যথাযোগ্য অপরের সম্মানন প্রভৃতি বহু সামাজিক-কর্ম দৃষ্ট হয়। এইসমস্ত কর্ম যখন নিজের ভোগের জন্য কৃত হয়, তখন এই সকলকে 'কর্মকাণ্ড' বলা যায়; এই কর্মসমূহের দ্বারা জ্ঞানাবসর-লাভের চেষ্টা থাকিলে, ইহাদিগকে 'কর্মযোগ' বা 'জ্ঞানযোগ' বলা যায়; এবং যখন এই সমস্ত কর্মকে ভক্তি সাধনের অনুকূল করা যায়, তখন এই সমস্ত কর্মকে 'গৌণভক্তিযোগ' বলা যায়। পরন্তু শুদ্ধ উপাসনা-লক্ষণ কর্মকেই কেবল 'সাক্ষাদ্-ভক্তি' বলা যায়। সময়ে সাক্ষাদ্ ভক্তি এবং লোক-ব্যবহারে গৌণভক্তির অনুষ্ঠান করিলেই প্রত্যেক কর্মে আমার 'ধ্যান' হয়; সেস্থলে কর্ম করিয়াও জীব বহির্মুখ হয় না; —এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্মুখতার অনুষ্ঠান; যথা ঈশোপনিষদে, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।" ইহাতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"তেন ঈশত্যক্তেন বিসৃষ্টেন।" মূল তাৎপর্য এই যে, যাহা গ্রহণ করিবে সমস্তই ভাগ্যক্রমে 'ভগবদ্দত্ত প্রসাদ' বলিয়া গ্রহণ করিলে কর্মের কর্মত্ব থাকিবে না, ভক্তিত্ব হইবে। অতএব ঈশাবাস্য বলেন, "(কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিশেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে)।।" এইরূপ করিলে শত-শত-বৎসর জীবনেও কর্মলিপ্ত হইতে হয় না। এই দুই মন্ত্রের জ্ঞানপক্ষীয় অর্থ—কর্মফল-ত্যাগ, কিন্তু ভক্তিপক্ষীয় অর্থ—ভগবৎসমর্পণ-দ্বারা তৎপ্রসাদ-লাভ। অর্চনমার্গে ভগবদুপাসনা-ধ্যানের সহিত সংসারকর্ম করিবে। ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিকাম আছে; সেই সৃষ্টিকাম যদি ভগবদাজ্ঞা-পালন ধ্যানের সহিত করা যায়, তবে ভগবানে

শরণাপত্তি-লক্ষণ বলিয়া তাহা ভক্তির অন্তর্গত আনুকূল্য-পোষক গৌণধর্ম হইবে। ব্রহ্মাকে এইপ্রকার উপদেশ দেওয়া যুক্তই হইয়াছে। 'ভাব'-প্রাপ্ত জীবে সহজে কৃষ্ণেতর বৈরাগ্য উদিত হইলে এই উপদেশের স্থল হয় না।।৬১।।

টীকা। পুনঃ শুদ্ধামেব সাধনভক্তিং দ্রঢ়য়ন্নকামৈরপি তামেব কুর্যাদিত্যাহ,—-ধর্মাননন্যানিতি দ্বাভ্যাম্। তদুক্তম্—"অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।" (ভাঃ ২।৩।১০) ইতি।।৬১।।

অহং হি বিশ্বস্য চরাচরস্য
বীজং প্রধানং প্রকৃতিঃ পুমাংশ্চ।
ময়াহিতং তেজ ইদং বিভর্ষি
বিধে বিধেহি ত্বমথো জগন্তি।।৬২।।

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহে মূলসূত্রাখ্যঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। অহং হি (আমিই) চরাচরস্য বিশ্বস্য (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের) প্রধানং বীজং (সর্বশ্রেষ্ঠ বীজ অর্থাৎ মূলতত্ত্ব), প্রকৃতিঃ (অব্যক্ত-নামক ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা শক্তি) পুমান্ চ (এবং আমিই তাহার দ্রষ্টা পুরুষ), (কিং বহুনা) (অধিক কি বলিব) বিধে (হে বিধাতঃ!) ত্বম্ [অপি] তুমিও) ময়া আহিতম্ (আমাকর্তৃক অর্পিত) ইদং তেজঃ (এই তেজঃ অর্থাৎ শক্তি) বিভর্ষি (ধারণ করিতেছ), অথো জগন্তি বিধেহি (এখন সেই তেজের দ্বারা স্থাবর-জঙ্গ মাত্মক সমুদয় বস্তু সৃজন কর)।।৬২।।

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াঃ পঞ্চমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ। হে বিধে! শুন,—আমিই এই চরাচর-বিশ্বের বীজ অর্থাৎ মূলতত্ত্ব; আমিই প্রধান, আমিই প্রকৃতি, আমিই পুরুষ। এই যে ব্রহ্মতেজ তোমাতে আছে, তাহাও আমিই অর্পণ করিয়াছি; এই তেজোধারণ করিয়াই তুমি চরাচর জগৎকে বিধান কর।।৬২।।

তাৎপর্য্য। কোন কোন বিচারক স্থির করেন,—"নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বস্তুই বিবর্ত লাভ করতঃ সবিশেষ-প্রতীতিযুক্ত; অথবা, মায়াই পরিচ্ছিন্না হইয়া সংসার এবং অপরিচ্ছিন্না-অবস্থায় ব্রহ্ম; অথবা ব্রহ্মই 'বিম্ব' এবং জগৎই 'প্রতিবিম্ব'; অথবা সমস্তই জীবের ভ্রম।" কেহবা মনে করেন,—"স্বভাবতঃই ঈশ্বর—এক জন, জীব—এক জন এবং জগৎ বা প্রপঞ্চ এক-তত্ত্ব হইয়াও নিত্য স্বতন্ত্র রূপে পৃথক্ আছে; অথবা, ঈশ্বরই 'বিশেষ্য' এবং চিদচিৎ বিশেষণরূপ অপর সকলেই একতত্ত্ব।" কেহবা মনে করেন,—"অচিন্ত্যশক্তিবলে কখনও অদ্বৈত, কখনও বা দ্বৈতই সত্যরূপে প্রতীত হয়।" কেহবা সিদ্ধান্ত করেন, "শক্তিশূন্য অদ্বৈতবাদী নিরর্থক; সুতরাং ব্রহ্ম—শুদ্ধশক্তিযুক্ত নিত্যশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব।" বেদ হইতেই এই সকল বাদ বেদান্তসূত্রকে আশ্রয় করিয়া উদিত হইয়াছে। এই সমস্ত বাদে সর্বত্রসিদ্ধ সত্য না থাকিলেও কিয়ৎ পরিমাণ সত্য আছে। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক এবং বেদাংশসম্মত কেবল কর্মকাণ্ডপ্রিয় পূর্বমীমাংসাদিবাদের কথা দূরে থাকুক, বাহ্যতঃ বেদান্তকেই অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত বাদসকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত বাদ পরিত্যাগপূর্বক তুমি ও তোমার শুদ্ধ-সম্প্রদায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপ পরমতত্ত্ব স্বীকার কর। তাহা হইলেই তুমি শুদ্ধভক্ত হইতে পারিবে। মূলতাৎপর্য এই যে, এই চর-বিশ্ব—জীবময় এবং অচর-বিশ্ব—জড়ময়; তন্মধ্যে জীবসকলকে আমার পরাশক্তি তটস্থবিক্রমে প্রকট করিয়াছেন ও জগৎকে আমার অপরা শক্তি প্রকট করিয়াছেন। আমি—সকলের বীজ অর্থাৎ তত্তৎ প্রকৃতি-শক্তি হইতে অভিন্নরূপে ইচ্ছাশক্তিদ্বারা তাহাদিগকে নিয়মিত করি। সেই-সেই শক্তির পরিণামদ্বারা 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' হইয়াছে। সুতরাং শক্তিতত্ত্বে আমিই 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' হইয়াও শক্তিমত্তত্ত্বে আমি—ঐ সকল হইতেই নিত্যপৃথক্। এইরূপ যুগপৎ ভেদাভেদ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি হইতেই হইয়াছে। সুতরাং অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বমূলক 'জীব', 'জড়' ও 'কৃষ্ণের পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞানে শুদ্ধাভক্তিযোগে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করাই তোমার সম্প্রদায়-পরম্পরা আম্নায়-উপদেশ থাকুক।।৬২।।

জীবাভয়প্রদা বৃত্তির্জীবাশয়-প্রকাশিনী।

কৃতা ভক্তিবিনোদেন সুরভীকুঞ্জবাসিনা।।

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহে মুলসূত্রাখ্য পঞ্চম অধ্যায়ের 'প্রকাশিনী'-নাম্নী গৌড়ীয়বৃত্তি সমাপ্তা।

টীকা। তস্মাত্তব সিসৃক্ষাপি ফলিষ্যতীতি সযুক্তিকমাহ,—অহং হীতি। 'প্রধানং' শ্রেষ্ঠং, 'বীজং' পূর্ণভগবদ্রূপং, 'প্রকৃতিঃ' অব্যক্তং, 'পুমান্' দ্রষ্টা; কিং বহুনা? ত্বমপি ময়া 'আহিতম্' অর্পিতং তেজো বিভর্ষি, তস্মাত্তেন মত্তেজসা 'জগন্তি' সর্বাণি স্থাবর-জঙ্গমানি, হে বিধে! 'বিধেহি' কুর্বিতি।।৬২।।

তদুক্তং তত্রৈবান্যত্র,—"অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্ব্রহ্মসংহিতা।"

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ামিতি,—

"কৃষ্ণোপনিষদাং সারৈঃ সঞ্চিতা ব্রহ্মণোদিতা।।" ইতি।

যদ্যপি নানাপাঠান্নানার্থান্ স্মরন্তি নানার্থাস্তে।

তদপি চ সৎপথলব্ধা এবাস্মাভিস্ত্বমী প্রমিতাঃ।।

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।

শ্রীবল্লভোনুজঃ সোসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ।।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে ভবতাদিতি করুণাময়মনিশং কৃষ্ণং নমামি।

ইতি শ্রীল-জীবগোস্বামি-কৃতা 'দিগ্দর্শনী'-নাম্নী ব্রহ্মসংহিতা-টীকা সম্পূর্ণা।